বিজনবালার জীবন রহস্য



ঢাকা, উয়ারী, কাল্‌চার হাউসে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—

২১শে আশ্বিন, ১৩৩৯ সন।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

১৩৪০

মূল্য ॥০ আনা

প্রকাশক—

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাশগুপ্ত

পার্শনেল্ এসিষ্টেন্ট্

কাল্‌চার হাউস, উয়ারী, ঢাকা।

ঢাকা—

নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে,

শ্রীকালাচাঁদ বসাকদ্বারা মুদ্রিত।

সাহিত্যিক, সুলেখক, নিপুণ অভিনেতা, উদার ও অমায়িক চরিত্র, আমার একান্ত প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার ঘোষ সুহৃদ্বরকে সাদরে আমার এই নাটকখানি উপহার নিবেদন করিলাম।

চির প্রীতিবদ্ধ
গ্রন্থকার

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

গিরীশ দত্ত	... ...	পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর
মতিলাল রক্ষিত	...	ইড্‌গার বালিকাবিদ্যালয়ের সঙ্গীত শিক্ষক
হরবিলাস বসু	... ...	সরকারী উকীল
টঙ্কারাম হাতী	... ...	ডিটেক্‌টিভ্‌
অবিনাশ রায় চৌধুরী		
রামহরি	... ...	ভৃত্য
দেবেন্দ্রবল	... ...	হেড্‌ কন্‌ষ্টেবল্‌

স্ত্রী

মিসেস তাপসিনী দাস	...	ইড্‌গার বালিকা বিদ্যালয়ের বৃদ্ধা অধ্যক্ষ
অঞ্জনা বসু পারুল সোম মালিকা রায় মিনতি লোধ	...	ইড্‌গার বালিকা বোর্ডিং-এর বালিকা মেম্বরগণ
বিভাবতী দত্ত	... ...	গিরীশচন্দ্রের স্ত্রী
মতিয়া	...	ইড্‌গার বালিকা বোর্ডিং-এর ঝি



বিজনবালার জীবন রহস্য

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ইন্‌স্‌পেক্টর গিরীশ দত্তের সরকারী বাড়ী। ভৃত্য রামহরি ঝাড়ামুছা করিতেছে। ইন্‌স্‌পেক্টরের পোষাকে দ্রুত গিরীশ দত্তের প্রবেশ।

গিরীশ। রামহরি!

রামহরি। (নিকটে আসিয়া) কি আজ্ঞে ?

গিরীশ। (হাতের ছড়ি ইত্যাদি দিয়া) এ গুলো নে।

রামহরি। দিন, আজ্ঞে।

গিরীশ। এখন ফটকে গিয়ে দেখ্ অবিনাশ আসছে কি না।
(রামহরি দরজার দিকে গেল)—আর রামহরি—

রামহরি। (ফিরিয়া) আজ্ঞে।

গিরীশ। কেমন দেখাচ্ছেরে আমাকে ? আমাকে কি খুব ফ্যাঁকাশে মনে হচ্ছে ? আমার হাত কি কাঁপছে ?

রামহরি। একটু কাঁপছে আজ্ঞে।

গিরীশ। (টেবিলের কাছে গিয়া) এক গ্লাস জল দেতো।
(বসিল—পশ্চাতে বিভাবতীর প্রবেশ। রামহরি জল

আনিয়া টেবিলে রাখিল)—এখন যা। (রামহরি নিষ্ক্রান্ত) ওঃ! বিভাবতীকে বিয়ে করবার সময়ও এত নার্ভাস হইনি। (জল পানে উদ্যত)

বিভাবতী। (নিকটে আসিয়া) কি, এত ভয় কেন? এই বুঝি বড় দারোগা!

গিরীশ। বিদ্রূপে ফল হচ্ছে না বিভা—আমি রীতিমত কাঁপছি! আমার ভারি ভয়ই কচ্ছে।

বিভাবতী। (গিরীশের হাত হইতে শূন্য গ্লাস লইয়া রাখিয়া দিয়া) ভয় কি জন্যে?

গিরীশ। কি জন্যে? এই বিয়ের কি ফল দাঁড়ায় বলা যায় না।

বিভাবতী। তাতে কি হয়েছে? আমরা তাকে কথা দিয়েছি এ শেষ করে দেব, তা আমাদের কথা রাখতে হবে তো?

গিরীশ। নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু জানো তো কি কচ্ছি? আইন ভঙ্গ, বিভা! ষড়যন্ত্র! আমরা একটি স্কুলের বালিকাকে তার স্বাভাবিক অভিভাবকের হাত হতে ছিনিয়ে এনে তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি লোকের সঙ্গে বিয়ে দিতে যাচ্ছি।

বিভাবতী। আমরা তো তাকে জানি, সেই যথেষ্ট—আর আমরা মেয়েটাকেও জানি, কেমন, জানি না?

গিরীশ। তাতে সন্দেহ কি। (উঠিয়া জানালার কাছে গেল)

বিভাবতী। বেচারি মেয়েটা বড় দুঃখে আছে—সে বিয়ে করবে যখন কৃতসঙ্কল্প হয়েছে তখন বিয়ে সে করবেই। (সোফার কাছে গিয়া ফুল লইয়া তাহা সাজাইতে লাগিল)

গিরীশ। কিন্তু, বিভা—

বিভাবতী। দেখ, আর 'কিন্তু'র কাজ নেই; আর কথা নয়, বিয়ের পর এখানে একটু খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে তো।

গিরীশ। কিন্তু সেতো সাবালিকা নয় – সম্পত্তি ওর গবর্ণমেণ্টের হাতে—সরকারী উকীলই ওর অভিভাবক।

বিভাবতী। হাঁ, বেচারি—মা বাপ নেই—

গিরীশ। কিন্তু, বিভা—

বিভাবতী। এতো ঠিক হয়ে গেছে—ব্রাহ্মমতে আজই ওদের বিয়ে হয়ে যাবে। তাহলে এখন আর 'কিন্তু কিন্তু' ক'রে লাভ কি?

গিরীশ। (বিভার নিকটে গিয়া) বিভা, তুমি একটি আশ্চর্য্য মেয়েলোক! (তার দুটি হাতে ধরিয়া) ইংরাজী এক নাটকের গল্প করেছি তো তোমার কাছে, সেই নাটকের দৃঢ়চিত্তা লেডী ম্যাক্‌বেথের কথা মনে হয় তোমাকে দেখে, আর আমি নিজে ম্যাক্‌বেথেরই মত সাহসী অথচ অস্থিরচিত্ত। এতক্ষণে ট্রেণ এসে পড়েছে। মেয়েটা যদি শেষে আস্‌তে নাই পারে।

(রামহরির প্রবেশ)

রামহরি। অবিনাশ বাবু এসেছেন।

(অবিনাশের প্রবেশ, তার সুন্দর গৌরবর্ণ ফুটফুটে চেহারা; পরিষ্কার কোঁচান পাঞ্জাবী চাদর গায়; ঠোঁটে ছোট ছোট গোঁফ, চোখে চশমা)

অবিনাশ। বেশ হয়েছে—জানেন, সে এসে পৌঁছয় নি।

গিরীশ। কি হলো ব্যাপার ?

অবিনাশ। নিশ্চয় ট্রেইণ মিস্ করেছে।

গিরীশ। তার চাইতেও খারাপ কিছু হতে পারে।

অবিনাশ। কি বল্‌ছেন আপনি ?

গিরীশ। সে হয়ত আস্‌তে পারবেই না।

অবিনাশ। ওঃ! সে কথা তো ভাবিই নি।

বিভাবতী। বাজে কথা! ঠিক আসবে সে। সাড়ে ছটায় আর একটা গাড়ী আছে।

অবিনাশ। কিন্তু সাতটায় যে বিয়ে হবার কথা।

বিভাবতী। বিয়ের স্থানে যেতে ঘোড়ার গাড়ীতে এখান থেকে দশ মিনিট। মনস্থির কর অবিনাশ। ঠিক সময়ে হয়ে যাবে, কাজ সেরে এখানে একটু জলখাবার খাবে তোমরা। (জিনীসপত্র গুছাইতে গুছাইতে) এই দেখনা চায়ের যোগাড় রাখছি।

অবিনাশ। (চশমা লাগাইয়া) ও কি! ওদিকে মিষ্টিও সব রয়েছে যেন ?

বিভাবতী। হাঁ, সব ঠিক ক'রে রেখেছি আমি।

গিরীশ। বিভা, তুমি আশ্চর্য্য মেয়ে লোক।

অবিনাশ। আপনার দয়া সব।...ওঃ! কাজটা শেষ হয়ে যেত। (বসিল)

গিরীশ। আমারো তাই মনে হচ্ছে। (উভয় উভয়ের দিকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল)

বিভাবতী। তোমরা দুটি বেশ, দীর্ঘশ্বাস ছাড়্‌ছ আর হাহুতাশ কচ্ছ—যেন বিয়ে নয়, ফাঁশী কাঠে ঝুলবার হুকুম হয়েছে। অঞ্জনার মনে তোমাদের এক ডজনের সাহস আছে।

অবিনাশ। বাস্তবিক তা আছে! সত্যি বল্‌ছি সে নিজে যদি বিয়ের প্রস্তাব না তুল্‌তো তাহলে আমি সাহসই পেতুম না।

বিভাবতী। পুরুষেরা সব এক রকম। নিজ নিজ রকমে তারা বেশ, কিন্তু আসলে তাদের সত্যিকার সাহস নেই।

অবিনাশ। অঞ্জনার প্রতি ঠিক সুবিচার করা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। যখন তাকে আমি প্রথম দেখি—

গিরীশ। গত বৎসর—

অবিনাশ। হাঁ। তখন অনেক কিছু পাব আমার আশা ছিল। কিন্তু কাকা মারা যাবার সময়—

গিরীশ। মোহিতপুরের রাজা—

অবিনাশ। হাঁ, তিনি যখন মারা গেলেন তখন দেখলুম তিনি কিছুই দিয়ে যান নি—

গিরীশ। তাঁর আশীর্ব্বাদ এবং সামান্য কয়েক হাজার টাকা ছাড়া।

অবিনাশ। ঠিক। তখন ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে গেল।

বিভাবতী। মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় করবার আগেই সে কথা ভাবা উচিত ছিল তোমার অবিনাশ—

অবিনাশ। তা ছিল—কিন্তু তা করিনি।

গিরীশ। যাক্, তুমিই তো পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী, আর তোমার খুড়তুতো ভাই, তরণীকান্ত রায় চৌধুরীর যদি ভালো-মন্দ একটা কিছু হয়—

অবিনাশ। ভালোমন্দ একটা কিছু হতে যাচ্ছে তার খুব শীগগীরই।

গিরীশ। কি ?

অবিনাশ। (উঠিয়া) তার বিয়ে হচ্ছে।

গিরীশ। ছি ! এই তৃতীয় বার ? (সোফায় বসিল)

অবিনাশ। (ফিরিয়া) আর এবার ছেলেপিলে হতেও পারে।

গিরীশ। আশ্চর্য্য কি।

অবিনাশ। কিন্তু সে কথা তো ভাব্ছি না—আমি ভাব্ছি—(জানালায়) বিয়েটা—

বিভাবতী। এই বুঝি পুরুষের বীরত্ব—বিয়ে কর্ত্তে ভয় !

অবিনাশ। বিয়ে করা তো আর যুদ্ধ নয়।

গিরীশ। হাঁ, ফুলশয্যার দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ নয় স্বীকার করি—কিন্তু তার পরে বোধ হয় আজীবন যুদ্ধ। সে যাক্,

কিন্তু সিমলায় সারা মেস্‌কে যে ভুলাতে পেরেছিল সে যে এখন কয়েকটা উকীল এবং একটা শিক্ষয়িত্রীকে ঠকাতে পারবে না, সে কথা তো আমার মনে হয় না।

বিভাবতী। কি করেছিল সে ?

গিরীশ। তুমি তখন বাড়ী ছিলে—অবিনাশ আমার কাছে বেড়াতে গিয়েছিল। তার সুন্দর চেহারা এবং নম্র বিনীত ভাব দেখে বিনোদ দারোগা তাকে নিয়ে নানারকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করত—ভাবতো এ আর কি প্রতিশোধ নেবে। অবিনাশ বহুদিন বেশ শান্ত ভাবেই সব সহ্য করে গেছিল, সে শুধু মাঝে মাঝে বলতো—"বেশ বিনোদ বাবু, একদিন এর মজা দেখাব।"—তারপর বল তাকে, অবিনাশ, কি হয়েছিল।

অবিনাশ। (বসিয়া) ওঃ, কিছু না—শুধু একদিন গাড়ী করে একটি মহিলা ডেপুটী সুপারিন্‌টেনডেণ্টের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে বল্লে সে বিনোদবাবুর স্ত্রী, বিনোদবাবু ত্যাগ করে এসেছে।

গিরীশ। ছেলেপিলে সহ—তার মধ্যে দুটি যমজ। আরে অবাক কাণ্ড ! সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোক—সে কেমন কাঁদতে আরম্ভ করলে ! পাজি বিনোদটা যে কত বড় পাজি এবং অপদার্থ তা সকলে সেদিন বুঝ্‌তে পারলো।

বিভাবতী। সে পাজিই ছিল বুঝি ?

গিরীশ। ডেপুটী সুপারিন্‌টেনডেণ্ট্ বিনোদবাবুকে ডেকে আন্‌লে—তিনি নিজেও সুন্দরীকে দেখে ভুলে গেছিলেন—বিনোদের সাম্‌নেই তখন মহিলাটি তার করুণ কাহিনী বল্লে—বিনোদ বল্লে—"এ মিথ্যা, সর্ব্বৈব মিথ্যা!" বিনোদ তো রেগে পাগলের মত হয়ে উঠলো, আর যা-তা বলতে আরম্ভ করলো, তখন—

অবিনাশ। তখন মহিলাটি চশ্‌মা বের করে চোখে প'রে বিনোদকে বল্লে "এখন মজা টের পেয়েছেন তো, বিনোদবাবু—বলিনি একদিন এর বোঝাপড়া হবে"—তা সেদিন মজা টেরই পাইয়েছিলুম—বিনোদবাবুর যা অবস্থা হয়েছিল !

গিরীশ। মহিলাটি অবিনাশ ছাড়া আর কেউ ছিল না।

বিভাবতী। অবিনাশ শাড়ী পেটিকোট পরে !

অবিনাশ। শাড়ী ব্লাউজ—

গিরীশ। শাঁখা চুড়ি সব। আমাদের রতনবাবুর স্ত্রী বেশ উঁচু এবং জবরদস্ত রকমের মেয়েলোক ছিলেন—বিভা—

বিভাবতী। তিনি কি ?

গিরীশ। তিনিই তাঁর সাজসজ্জা ধার দিয়েছিলেন। বাস্তবিক অবিনাশ তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছিল, বুড়ো সুপারিন্‌টেনডেণ্ট্ তো—

অবিনাশ। বুড়ো রাস্‌কেল!

গিরীশ। মেয়েদের উপর বরাবর তাঁর চোখ ছিল—

বিভাবতী। দেখ, যথেষ্ট হয়েছে—অভদ্র কোথাকার!

অঞ্জনা। (বাহিরে) এসেছি আমি। (অঞ্জনার প্রবেশ। অবিনাশের প্রতি) আমি এসেছি।

অবিনাশ। অঞ্জনা! (গিরীশ ও অবিনাশ উঠিয়া পড়িয়া তাকে অভ্যর্থনা করিল)

বিভাবতী। কেমন, বলিনি?

অঞ্জনা। ভেবেছিলেন আমি আসতে পারবনা, না? বেরিয়ে আস্‌তে বাস্তবিক ভারি বেগ পেতে হয়েছে, তারপর আবার গাড়ী মিস্ করলুম। কিছু পরেই একটা মালগাড়ী আস্‌ছিল—সেটাতেই চেপে বস্‌লুম।

অবিনাশ। মালগাড়ী চেপে!

অঞ্জনা। বুড়ো নন্দদুলাল তো আমাকে নিয়ে ফিরে যাবার উপক্রম কচ্ছিল, আমি বল্লুম—দাড়াও, একটা মাল-গাড়ী যাবে দেখা যাচ্ছে—ড্রাইভারকে গিয়ে দুটো মিষ্টি কথা বলে চুপচাপ এঞ্জিনে বসে চলে এলুম।

অবিনাশ }
গিরীশ } কি?

বিভাবতী। (তাকে আদর করিয়া) বলিনি তোমাদের, তোমাদের ডজন খানেকের বুদ্ধি এবং সাহস রাখে অঞ্জনা।

অঞ্জনা। রোজ রোজ তো আর কারু বিয়ে হয় না, যে করেই হোক্ এখানে আমাকে আস্‌তে হতো।

অবিনাশ। তোমার কাপড় চোপড় ?

অঞ্জনা। এই তো—এতে আছে! (একটি ছোট হাতব্যাগ দেখাইল) চারিদিকে আমার উপর পাহারা বসেছিল। কিন্তু আমি মন স্থির করে ফেলেছিলুম। জানেন না, আমাদের বোর্ডিংএর ল'নে আজকাল বাইসিকল শেখানো—আমি বেশ শিখে নিয়েছি, ভেবেছিলুম, অগত্যা বাইসিকলেই চলে আস্‌ব। (বিভাবতীর কাছে গেল)

গিরীশ। বাইসিকলে !

অবিনাশ। আশ্চর্য্য মেয়ে তুমি !

অঞ্জনা। তবে কি গরদের পুঁটুলি সেজে আমাদের বিয়ে হবে নাকি

বিভাবতী। আচ্ছা, তোমরা আলাপ সালাপ কর, আমি একটু গুছিয়ে আসছি। (নিষ্ক্রান্ত)

গিরীশ। আমিও কাপড় চোপড় নিয়ে আসছি। দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের রোয়ানা হতে হবে। (অগ্রসর হইল)

অঞ্জনা। (গিরীশের প্রতি, নিকটে গিয়া) আমাকে দান করছেন কে ? আপনিই নিশ্চয়।

গিরীশ। (একটু তার দিকে আসিয়া) খুসি হয়ে তাই করতুম, কিন্তু এ ব্যাপারে আমার এগিয়ে না যাওয়াটাই

সকলের পক্ষে নিরাপদ। কারণ, এন্‌কোয়ারী-ফেন্‌কোয়ারী হতে পারে, সাফ মিথ্যা কথা বলার সুযোগটা চাই আমি।

অঞ্জনা। ওঃ!

গিরীশ। কিন্তু আমার একজন বুড়ো বন্ধুর সঙ্গে আমি সব বন্দোবস্ত করিছি—তিনিই হবেন কন্যাকর্ত্তা, তারি ওখানে বিয়ে হবে। আমরা উল্টোপথে ঘুরে সেখানে যাব—কেউ যেন কোনো সন্দেহ কর্ত্তে না পারে।

অঞ্জনা। আর যখন এ সারা হয়ে যাবে?

গিরীশ। আধ ঘণ্টার জন্যে এখানে আসবে, তারপর কলকাতার গাড়ী ধরে কলকাতা, পরে পশ্চিমে কোথায়ও।

অঞ্জনা। বেশ। (গিরীশ নিষ্ক্রান্ত)

অবিনাশ। অঞ্জনা। {তারা বেগে আসিয়া আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল—পরে পাশাপাশি সোফায় বসিল}

অঞ্জনা। ওঃ, এখন শেষ হয়ে গেলে হতো, তাই চাচ্ছনা তুমি?

অবিনাশ। ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না—কি চাচ্ছি। কেমন যেন ভয় কর্চ্ছে।

অঞ্জনা। ভয় কচ্ছে আবার কেন?

অবিনাশ। জানো না ভারি একটা আশঙ্কার কথা।

অঞ্জনা। বিয়ে করাটা?

অবিনাশ। এই ভাবে বিয়ে করাটা। অনেকে ভাব্‌বে এ আমার পক্ষে ভারি অন্যায় হচ্ছে।

অঞ্জনা। (উঠিয়া) দেখ, তুমি বিয়েতে মত দিয়ে দুঃখিত হয়েছ এ কথা বল্‌ছ না তো?

অবিনাশ। আমার জন্যে নয় অঞ্জনা, তোমার জন্যে। (তার হাত ধরিয়া) তোমাকে ভারি মুস্কিলে ফেল্‌তে পারি, অথবা—

অঞ্জনা। আমাকে যদি তুমি বিয়ে কর্ত্তে না চাও তো পরিষ্কার বল, আমি ফিরে যাব।

অবিনাশ। কিন্তু আমি বিয়ে কর্ত্তে চাই তো।

অঞ্জনা। খুব!

অবিনাশ। খুব!

অঞ্জনা। তাহলে, চুমো দাও আমাকে—(মুখ বাড়াইয়া দিল) আর যাতা বলোনা বলেদিলুম। (বসিল) আমার মন জানবার মত বয়েস তো হয়েছে আমার—আঠারো হলো এসে—এখন বেশ জানি আমি, হয় বিয়ে, নয় ডুবে মরা, তার মধ্যে বিয়ের দিকেই আমার ঝোঁক বেশী। (অবিনাশের কাঁধে মাথা রাখিল)

অবিনাশ। হাঁ, হয়ত দুটো মন্দর মধ্যে—

অঞ্জনা। চুপ কর, মশায়, সমস্ত অবস্থাটা একবার মনে করে দেখি। ভুল হলে শুদ্ধ করে দিও। বারো মাস আগে—ঠিক বারো মাস আগেই কি আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল?

অবিনাশ। বারো মাস, তিন সপ্তাহ, দুই দিন।

অঞ্জনা। এত মনে ক'রে রেখেছ !

অবিনাশ। হাঁ, সেদিন আমি খেলায় প্রাইজ পাই।

অঞ্জনা। আমি স্নুরুচিদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে যাই, সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হয়। প্রথম দৃষ্টিতেই তুমি আমাকে ভালোবেসেছিলে, না ?

অবিনাশ। অনেকটা।

অঞ্জনা। আর তোমাকেও আমার বেশ লেগেছিল, আর যখন আড়চোখে আমার দিকে চাইতে লাগ্‌লে—

অবিনাশ। চেয়েছিলুম নাকি ?

অঞ্জনা। চাওনি ?

অবিনাশ। হয়ত চেয়েছিলুম।

অঞ্জনা। প্রথমটা আমি খুব কাবু হয়ে পড়িনি ; কারণ মতিলাল রক্ষিতের প্রতি প্রবল প্রেম হতে আমি সেরে উঠ্‌ছিলাম মাত্র।

অবিনাশ। মতি কি ?

অঞ্জনা। আমাদের সঙ্গীত শিক্ষক। আমাদের সব কয়টি মেয়েই তাকে নিয়ে পাগল, আমারো এত বিশ্রী লাগছিল সেই জীবন, যে কারু না কারু সঙ্গে প্রেমে পড়া দরকার হয়ে পড়েছিল।

অবিনাশ। ওঃ, তাই নাকি ?

অঞ্জনা। ও খেলায় খেলায় হয়েছিল, আসলে কিছু নয়। তোমাকে পেয়ে ক্রমে আসলটির টের পেলুম।

অবিনাশ। বলির জন্যে এই পশুটিকেই বুঝি শেষে মনোনীত কল্লে ?

অঞ্জনা। না, তা নয়—তুই একবার দেখা হলে পরই বুঝ্লুম তুমি ছাড়া কাউকে ভালোবাসিনি কোনো দিন।

অবিনাশ। হাঁ, জীবনে অনেকবার অনেককে না ভালবাসলে, প্রকৃত ভালবাসার উপযুক্ত কে তাতো আর নির্ব্বাচন করা যায় না।

অঞ্জনা। যাও, বাজে কথা রাখ, শোন, তারপরে কয়দিনের ছুটি ফুরোতেই আবার সেই পচা স্কুলে ফিয়ে যেতে হলো। (উঠিয়া) মনে আছে তো সেই বিদায় দৃশ্য—বাগানে জ্যোৎস্নালোকে ?

অবিনাশ। কিন্তু একটু পরই ভীষণ বৃষ্টি—ছাতি ছিল না।

অঞ্জনা। আমাদের ছাড়াছাড়ি হলো, কিন্তু চিঠিপত্র চল্‌তে লাগ্‌লো। মাঝে মাঝে তুমি মাথায় পাগড়ী বেঁধে ঘোড়ায় চড়ে বোর্ডিংএর কাছ দিয়ে যেতে—সেইভাবে যেতেই লিখেছিলুম তোমাকে।

অবিনাশ। তা লিখেছিলে—বোকা বনাবার জন্য।

অঞ্জনা। তারপর এক কথায় সব বল্‌তে গেলে আমরা উভয়ে উভয়ের ভালোবাসায় একেবারে আকণ্ঠ ডুবে গেলুম। উভয়েরই মনে হলো, কাউকে ছাড়া কেউ আর বাঁচ্‌তে পারে না, কেমন না ?

অবিনাশ। হাঁ। (আলিঙ্গন)

(গান)

পিরীতের হেঁচকা টানে
ভুগেছত খুব জবর!
প্রেম দরিয়ার ঝাপ্‌টা খেয়ে
হয়েছিলে বিষম ফাঁপর!
"ফ্রি লাভের" "ফ্লেগ" উড়িয়ে
দাও গো প্রিয়ে দাও জানিয়ে—
"প্রগ্রেস" হ'ল কত এবার
স্ত্রী শিক্ষা আর স্বাধীনতার!

অঞ্জনা। তারপর আমার বোর্ডিং জীবন আর সহ্য করতে পারছিলুম না। তারা সন্দেহ করতে লাগলো আমার প্রেমিক আছে কেউ, তাই তারা চিঠিপত্র খুলতে আরম্ভ করলো। আমার আইন অভিভাবক—আমার সম্বন্ধে তাঁর আপন মতলব ছিল।

অবিনাশ। জানি। তার পুত্র।

অঞ্জনা। তিনি বড় আঁটা আঁটি আরম্ভ করলেন! ভারি বিরক্তি ধরে গেল জীবনে। আমার সহপাঠী মালিকাকে আমি সব বল্লুম—সে বেশ মেয়ে।

অবিনাশ। চিনি। কবি-কবি চেহারা, চশমা চোখে।

অঞ্জনা। সে আমাকে খুব উৎসাহ দিলে, আর সহ্য করে না থেকে পালাতে উপদেশ দিলে।

অবিনাশ। হ্যাঁ। সেই তো বিপদ।

অঞ্জনা। কাজেই সরল ভাবে তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে সব বন্দোবস্ত করতে বল্লুম। তুমি উত্তর দিলে —সে কি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন চিঠি।

অবিনাশ। নিষ্ঠুর!

অঞ্জনা। উপদেশ এবং নীতিকথায় পূর্ণ! আর আমাকে ধৈর্য্য ধরে থাকার কথাও ছিল তাতে! হুঁ, ধৈর্য্য!

অবিনাশ। দেখ্‌ছ তো—

অঞ্জনা। আমি উত্তর লিখ্‌লুম—

অবিনাশ। তা লিখছ ঠিকই।

অঞ্জনা। লিখ্‌লুম স্কুল ছেড়ে যাওয়াই আমার একান্ত ইচ্ছা, আরো লিখলুম ছেড়ে যেতে তুমি আমার সাহায্য না করলে আর কেউ হয়ত করতে পারে। তাতেই তোমার জ্ঞান হলো। শেষে, বড় দারোগা বাবুর স্ত্রী যখন দেখ্‌লেন যে তুমি কিছুতেই এগোবে না, আর আমিও মরিয়া হয়ে আছি—

অবিনাশ। তাই হয়েছিলে নাকি?

অঞ্জনা। ছিলুম বৈকি। তখন তিনিই তাঁর স্ত্রী বুদ্ধিতে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করলেন, আর তারি ফলে আজ আমি এখানে।

অবিনাশ। তাই।

অঞ্জনা। দাসী নিবারণীকে আমি ঘুষ দিয়ে এই কথা বল্‌তে শিখিয়ে দিলুম যে আমার মাথা ধরেছে।

অবিনাশ। এটা মৌলিক বটে।

অঞ্জনা। আমি উঠ্‌তে পারছি না, আর তারা যখন সকলে স্কুলে গেছে আমি তখন পালিয়ে এলুম। হয়ত এতক্ষণে আমার খোঁজ পড়েছে।

অবিনাশ। হয়ত।

অঞ্জনা। খোঁজ নিলে নিবারণী তাদেরে ভুল পথ দেখাবে, বলবে সহরে কারু বাসায় গিয়ে লুকিয়ে আছি।

অবিনাশ। কিন্তু তারা যদি এখানে এসে উপস্থিত হয়।

অঞ্জনা। ভয় নেই। তুমি কোথায় আছ তারা কি ক'রে জানবে।

অবিনাশ। সে বের করে ফেল্‌তেও পারে! মনে রেখো, অঞ্জনা, তুমি এখন গভর্ণমেণ্টের ওয়ার্ড,—গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ছাড়া কেউ তোমাকে বিয়েও কর্ত্তে পারবে না।

অঞ্জনা। ওঃ, রেখে দাও অনুমতি।

অবিনাশ! কিন্তু ভয় হচ্ছে।

অঞ্জনা। গভর্ণমেণ্ট কি করবে? আমি কি একটা সাম্রাজ্য যে গভর্ণমেণ্ট আমার জন্য তোমার সঙ্গে লড়াই করবে?

অবিনাশ। সে ঠিক জানি না। তা ছাড়া লোকে মনেও কর্ত্তে পারে তোমার সম্পত্তির প্রতি আমার লোভ রয়েছে।

অঞ্জনা। ওঃ! সে বিষয়ে মাথা ঘামিয়ো না, আমি জানি।

অবিনাশ। কিন্তু মাথা ঘামাতে তো হচ্ছে, আমি তোমার কথাই ভাব্‌ছি।

অঞ্জনা। সাবালিকা হলে তারা আমার সম্পত্তি না দিয়ে পারবে না, তা আমি যাই করি না কেন—আর এক কাণাকড়ি না পেলেও আমি কেয়ার করি না।

অবিনাশ। বাস্তবিক, তুমি আশ্চর্য্য মেয়ে, এই বিংশ শতাব্দীর স্ত্রীস্বাধীনতার ধ্বজা স্বরূপ।

(পোষাক বদলাইয়া গিরীশের প্রবেশ)

গিরীশ। চল এখন। (অঞ্জনা সরিয়া দাঁড়াইল) দরজায় গাড়ী দাঁড়িয়ে। (জানালা দিয়া চাহিয়া) কেউ নেই নিকটে কোথাও—চুপচাপ বেরিয়ে যেতে পারব। (ডাকিল) বিভা!

(বিভাবতীর প্রবেশ)

বিভাবতী। কি?

গিরীশ। আমরা চল্লুম।

বিভাবতী। তোমাদের শুভ হোক্! (অঞ্জনার চিবুক ছুঁইয়া চুম্বন করিল ; অঞ্জনা তাঁহাকে প্রণাম করিল)

গিরীশ। (অঞ্জনার প্রতি) এস, মা। চলে এস, অবিনাশ।

(অঞ্জনার হাত ধরিয়া লইয়া নিষ্ক্রান্ত)

বিভাবতী। বেশ মেয়ে। নিমন্ত্রণে যাওয়ার চেয়ে একটুও বেশী ভয় করছে না ও বিয়ে করতে। কি অবিনাশ!

অবিনাশ। এই যাচ্ছি আমি। (যাইতে উদ্যত)

বিভাবতী। (তারদিকে চাহিয়া) তোমার হয়েছে কি ?

অবিনাশ। (ফিরিয়া কিছু নিকটে আসিয়া) জানি না। সারা গায়ে ঘাম হচ্ছে।

বিভাবতী। প্রথমবার প্রত্যেক পুরুষেরই এই অবস্থা হয়।

অবিনাশ। কিন্তু অঞ্জনা সরল নিরপরাধ, আমিই ভুল কর্চ্ছি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু যাক্ এতটা বিশ্বাস ন্যস্ত করেছে সে আমার উপর—যাতে তার সেজন্যে অনুতাপ কর্ত্তে না হয় আমি তা করবই।

বিভাবতী। তা সে কখ্‌খনো করবে না ! (তার কাছে গিয়া তার হাত ধরিয়া) যদি তোমাকে না চিনতুম আমি ভালো করে—যদি তোমাকে ছেলের মত না দেখতুম, তাহলে মেয়েটাকে স্কুল হতে টেনে আন্‌তে তোমাকে কিছুতেই সাহায্য কর্ত্তুম না। যাও অবিনাশ, ভগবানকে মাথায় রেখে জীবনের কর্ত্তব্য করে যেও, এই আমার আশীর্ব্বাদ। (অবিনাশ বিভাবতীকে প্রণাম করিল) যাও, বীরের মত নির্ভয়ে বেরিয়ে পড়।

অবিনাশ। চল্লুম আপনার আশীর্ব্বাদ নিয়ে। (দ্রুত নিষ্ক্রান্ত)

বিভাবতী। (জানালা দিয়া চাহিয়া) হাঁ, খাঁটি মানুষ, এর হাতে কাউকে তুলে দেবার দায়িত্ব নিতে আমার কোন ভয়ের কারণ নেই। মেয়েটারও এরই মত শান্ত শক্ত মানুষের দরকার। (চেয়ারে বসিয়া) বন্য স্বাধীন প্রকৃতি তার, কোন দিন কি ক'রে বসে তার ঠিক

নেই। অবিনাশের মত স্বামী পেলে সে পথ তার বন্ধ হবে।

(রামহরির প্রবেশ ; জানালার কাছে গেল)

রামহরি। যায়! যায়! যায়! (কাপড় উড়াইয়া)

বিভাবতী। "যায়" বলছিস, না "জয়" বলছিস্ রে ?

রামহরি। (বোকার মত হাসিয়া) না, মা, যায়, তারা যায়।

বিভাবতী। সে কি আমি জানিনারে ? জানিস না, কাউকে একথা জানানো হবে না ?

রামহরি। কথা তো বলিনি, মা। আমি শুধু 'যায়' 'যায়' বল্‌ছিলুম।

বিভাবতী। দেখিস, জিভ নাড়াস নে এখানে সেখানে। চুপ করে থাক্‌বি। যাতো এখন সরবতের যোগাড় কর। (রামহরি নিষ্ক্রান্ত। বিভাবতী টেবিলের কাছে গিয়া জিনীস পত্র গুছাইতে লাগিল) আমি সব ঠিক ক'রে রাখছি, তারা তো শীগ্‌গীরই এসে পড়বে, ভয় তো আছে, কোনো রকমে সংক্ষেপে কাজটি সেরে তারা যদি সরে পড়তে পারে তাহলেই হয়। (বসিল)

(রামহরির পুনঃ প্রবেশ)

রামহরি। (দরজায়) মা, মা!

বিভাবতী। আবার কি রে ?

রামহরি। (বিভার নিকটে গিয়া) একটি স্ত্রীলোক, আর একটি ভদ্রলোক দেখা কর্ত্তে এসেছে মা। (হাতে নাম লিখা টুকরা দিল)

বিভাবতী। কি ? (কাগজ পড়িয়া) মিসেস্ তাপসিনী দাস— হরবিলাস বসু, সরকারী উকীল। কোথায় তাঁরা ? (উঠিল)

রামহরি। নীচে অপেক্ষা কচ্ছেন।

বিভাবতী। আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চায় বল্লে।

রামহরি। না, মা। তারা চায় অবিনাশ বাবুকে—কিন্তু আমি ভাবলুম—

বিভাবতী। চুপ, নিয়ে আয় তাদের।

রামহরি। যাচ্ছি, মা। (নিষ্ক্রান্ত)

বিভাবতী। আরে, এসব খাবার ইত্যাদি যে রয়েছে ছড়িয়ে, এসব দেখলে গেছি ! (সমস্ত সরাইয়া রাখিল)

(রামহরি, মিসেস্ তাপসিনী দাস ও হরবিলাস বসুকে পথ দেখাইয়া আনিল। বিভাবতী বেশ আঁট সাঁট গম্ভীর হইয়া দাড়াইলেন)

রামহরি। এই দিকে আসুন। (রামহরি নিষ্ক্রান্ত)

তাপসিনী। ইন্‌স্‌পেক্টার গিরীশ বাবুর স্ত্রী বোধ হয় আপনি ?

বিভাবতী। (বসিল) হাঁ। (উদ্ধতভাবে) আপনারা এখানে কৃপা করে কি উদ্দেশ্যে এসেছেন ?

তাপসিনী। বলছি বুঝিয়ে।

বিভাবতী। বসুন।

তাপসিনী। অনুমতি দিলে বলতে পারি। এই ভদ্রলোকটি একজন উকীল।

বিভাবতী। দেখলুমতো নাম।

তাপসিনী। আমার ছাত্রী অঞ্জনা বসুর অভিভাবক ইনি। অঞ্জনার সঙ্গে হয়ত আপনার পরিচয় আছে।

বিভাবতী। না, এ নামের কাউকে জানিনা আমি। (ঘড়ীর দিকে চাহিয়া—স্বগত) এতক্ষণে অঞ্জনা বসু আর সে নেই হয়ত। কাজেই এটা মিথ্যা হলো না।

তাপসিনী। আপনাকে বলছি শুনুন—ভয়ঙ্কর এক ব্যাপার ঘটেছে। আজ সকালে অঞ্জনা বসু আমার বোর্ডিং ছেড়ে গেছে।

বিভাবতী। পালিয়েছে নাকি ?

তাপসিনী। পালিয়েছে। সব জায়গায় খুঁজিছি, তাকে পাইনি।

বিভাবতী। তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ আছে ?

তাপসিনী। বলছি বুঝিয়ে—

হরবিলাস। আমি বলছি—মিসেস্ দত্ত—

বিভাবতী। বলুন।

হরবিলাস। দেখুন, আমি অল্প কথার লোক, এক মুহূর্ত্তে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাকে, অঞ্জনা বসু সরকারের ওয়ার্ড। আমি তার আইনের অভিভাবক, সরকারের

পক্ষ থেকে। কিছুদিন থেকে সে এই সম্মানিতা মহিলাটির (দেখাইল) শিক্ষাতত্ত্বাবধানে ছিল—ইনি যৎপরোনাস্তি সম্মানিতা এবং নানা গুণান্বিতা—

তাপসিনী। বাস্তবিক আমি—

হরবিলাস। বলতে দিন। আমি আপনার প্রতি যথেষ্ট—না সামান্য সুবিচারই কচ্ছি। আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারছি এ ব্যাপারে আপনার কোনো দোষ নেই। (হাত তুলিয়া তাপসিনীকে নমস্কার করিল) কিন্তু কিছু দিন যাবৎ অবিনাশ রায় চৌধুরী নামে একটি লোক—খবর পেলুম খুব সাংঘাতিক চরিত্রের লোক সে, এবং সে নাকি আপনার স্বামীর পরিচিত—তার সঙ্গে মেয়েটি কিছুদিন থেকে গোপনে চিঠি লেখালেখি করছিল। আজ সকালে মেয়েটি স্কুল ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তার কিছু পরেই কোনো কাজে আমি সেখানে যাই। কেউ কেউ বলছিল সহরে সে কোথাও লুকিয়ে আছে, কিন্তু আমি পাকা সাংসারিক লোক—আমি কি ভুলি তাতে। মনে মনে ঠাওরালুম, সেই দুর্বৃত্ত অবিনাশ যেখানে আছে, মেয়েটাও সেইখানে গেছে। তাই আমরা এখানে এসে পড়েছি।

বিভাবতী। শেষ হয়েছে তো?

হরবিলাস। হাঁ, হয়েছে।

বিভাবতী। কম কথার মানুষের পক্ষে কথা বোধ করি একটু বেশীই বলেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারের সঙ্গে আমার যোগটা কোন্ খানে সেই অত্যাবশ্যকীয় কথাটাই বাদ ফেলে দিয়েছেন দেখ্ছি।

হরবিলাস। অবিনাশ রায় চৌধুরীকে আপনি অবশ্য জানেন?

বিভাবতী। তা জানি, এবং বিশিষ্ট চরিত্রের ভদ্রলোক বলেই জানি। (উঠিল)

হরবিলাস। সে কোথায়?

বিভাবতী। ডাক্ছি তাকে। (ডাকিল) রামহরি!

(তাপসিনী উঠিয়া হরবিলাসের কাছে গেল। রামহরির প্রবেশ)

রামহরি। ডাক্ছিলেন, মা?

বিভাবতী। (জনান্তিকে) হাঁ, এই ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোকটি অবিনাশবাবুকে খুঁজ্ছেন। তাঁকে একটু এ দিকে আস্তে বলে আয় গিয়ে!

রামহরি। যাচ্ছি, মা। (নিষ্ক্রান্ত)

হরবিলাস। আপনার স্বামীর সঙ্গেও হয়ত আমাদের দেখাটি হতে পারে?

বিভাবতী। পারে না। তিনি মাছ ধরতে গেছেন।

হরবিলাস। বর্শি নিয়ে?

বিভাবতী। তাই বোধ হয়।

হরবিলাস। আর আপনি নিজে অঞ্জনা বসুকে দেখেন নি— আপনি শপথ করে একথা বল্ছেন?

বিভাবতী। আপনাকে আগেই বলিনি এ নামের কাউকে আমি জানি না ?

তাপসিনী। আপনার কথায় তো আমরা কোনো সন্দেহ কচ্ছি না, কিন্তু আমাদের মনের অবস্থাটা বুঝে নেবেন আশা করি। আমার শিক্ষালয়ে এ রকম ব্যাপার আর কখনো ঘটেনি। ত্রিশ বৎসর যাবৎ অভিজাত সম্প্রদায়ের দয়া এবং বদান্যতা আমি লাভ করে আস্‌ছি—তার মধ্যে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন—আর আমারি—আমারি একটি ছাত্রী কিনা আজ তার নিজের উপর এবং আমার নৈতিক প্রভাবের উপর এই কলঙ্ক আন্‌লে! আমি দেখে শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেছি।

হরবিলাস। বাস্তবিক !

বিভাবতী। (শুষ্কভাবে) হয়ত মেয়েটি শুধু বেড়াতে বের হয়েছে, আবার ফিরে আস্‌বে।

তাপসিনী। আমার শিক্ষালয়ের কোনো মেয়ে একাকী কখনো বেড়াতে যায় না। (রামহরির পুনঃ প্রবেশ) তা ছাড়া সে রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়েছে সেইটুকু প্রমাণ পাওয়া গেছে।

রামহরি। অবিনাশ বাবুর চাকরের সঙ্গে আমার দেখা ছিল, সে বল্লে যে আজই সকালে তিনি কলিকাতা চলে গেছেন।

হরবিলাস। (রামহরির কাছে গিয়া) কলকাতা! তাহলে মেয়েটার সঙ্গে সেখানে যোগ দিতে গিয়েছে।
(তাপসিনীর কাছে গেল)

বিভাবতী। সে আশ্চর্য্য নয়।

হরবিলাস। এক্ষনি তাহলে তাদের অনুসরণ কর্ত্তে হবে। (রামহরির প্রতি) বল্‌তে পার গাড়ী ক'টায়?

রামহরি। (ঘড়ীর দিকে তাকাইয়া) সাড়ে সাতটায় একটা গাড়ী আছে, এখনো গেলে ধরা যাবে। যদি বলেন মাঠ দিয়ে সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারি।

হরবিলাস। বেশ, বেশ। আসুন। (তাপসিনীর প্রতি—তাপসিনী দরজার কাছে গেল) আর দেরী করা যায় না। (তাপসিনী বিভাকে নমস্কার করিল। বিভা আড়ষ্ট ভাবে প্রতি নমস্কার করিলেন) আমি তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে এক্ষণি কল্‌কাতা তার করে দিচ্ছি।

বিভাবতী। তাকে গ্রেপ্তার করা হবে কেন?

হরবিলাস। সরকারের ওয়ার্ডকে পালাতে সাহায্য করার জন্যে। এ যে ক্রিমিনেল্ অফেন্স্।

বিভাবতী। কিন্তু তাদের বিয়ে হয়ে যেতে পারে।

তাপসিনী। (চীৎকার করিয়া) বিয়ে!

হরবিলাস। বিয়ে। হা ভগবান, জানেন আপনি সেটার মানে কি? সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি ছাড়া সরকারের ওয়ার্ডকে বিয়ে করা দণ্ডবিধিতে ভীষণ পাপ—তাতে

দীর্ঘ সময়ের জন্যে মেয়াদ হতে পারে। আসুন, চলতো হে বাপু, সোজা রাস্তাটা দেখিয়ে দেবে।

(হরবিলাস এবং তাপসিনী নিষ্ক্রান্ত)

রামহরি। (হাসিয়া) বেশ হয়েছে, মা, সোজা রাস্তাই দেখাব বটে। পিছনের রাস্তায় নিয়ে যাব, অবিনাশ বাবুর সঙ্গে যাতে দেখা না হয়।

(নিষ্ক্রান্ত)

বিভাবতী। (একটু থামিয়া—তারা চলিয়া গেল দেখিয়া) আচ্ছা, বিভাবতী, এখন নিজের সম্বন্ধে কি ভাব্‌ছ বল দেখি? আচ্ছা গোল পাকিয়ে তুলেছ। সেই বেচারী মেয়েটা—একটি স্বামী দিয়েছ সে আসামী, বিয়ে করেই এখন হয়ত কারাগারে গিয়ে তার ফুলশয্যা হবে। কিন্তু পালাবার সময় হয়ত এখনো আছে। (গিরীশের প্রবেশ) হয়ে গেছে?

গিরীশ। হাঁ, তাড়াতাড়ি কোনো রকমে বিয়ে হয়ে গেল।

বিভাবতী। ওঃ! ওঃ! কি উপায় হবে। (টেবিলের উপর হাতের মধ্যে মুখ লুকাইল)

গিরীশ। কি বল্‌ছ তুমি?

বিভাবতী। (উঠিয়া) খোঁজ আরম্ভ হয়ে গেছে। শিক্ষয়িত্রী এখানে এসেছিল।

গিরীশ। এ্যাঁ! (বসিয়া পড়িল)

বিভাবতী। আর সরকারী উকীল।

গিরীশ। বল কি !

বিভাবতী। আর সরকারের ওয়ার্ডকে বিয়ে করার মানে হয়েছে সারা জীবন কারাবাস।

গিরীশ। কেমন ?—বলিনি তোমাকে ?

বিভাবতী। যত তাড়াতাড়ি পারে তাদের সরে পড়া উচিত। ভুল জেনে শত্রুরা কলকাতার গাড়ী ধরতে রেলওয়ে ষ্টেশনে গেছে।

গিরীশ। তাহলে তাঁদের এখনো বাঁচাতে পারব। ওঃ, বিভা! কি বল্‌ব ওদেরে আমি ? ওরা শুনেতো একেবারে ভেঙ্গে পড়্‌বে।

বিভাবতী। তাদের ভয় দেখিয়ো না—কিন্তু তাড়াতাড়ি সরিয়ে দাও। ভগবান করেন, তারা ভালোয় ভালোয় পশ্চিমে কোথায় পালিয়ে যেতে পারে।

অবিনাশ। (বাহিরে) এস, অঞ্জনা।

বিভাবতী। কি ! তারা এখানে ! (অবিনাশ এবং অঞ্জনার প্রবেশ। অঞ্জনা দৌড়িয়া বিভাবতীর কাছে গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল, পরে অবিনাশও তাই করিল) ভগবান তোমাদের শুভ করুন। তোমরা বেঁচে থাকো, নিরাপদে থাকো।

অঞ্জনা। একি ! আপনি যে কাঁদ্‌ছেন ?

বিভাবতী। যদি কেঁদেই থাকি তো সে আনন্দের। বস, বস তোমরা। কয়েক মিনিট জিরিয়ে নাও, এক্ষনি তো

যেতে হবে তোমাদের। (নার্ভাস ভাবে) বিয়ের সময় কাছে অপরিচিত কেউ ছিল কি?

অবিনাশ। শুধু একটি কৃষক আর একটি ছেলে।

বিভাবতী। আঃ! (নার্ভাস ভাবে) দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দাও, কেউ এসে বিরক্ত কর্ত্তে পারে। (গিরীশ উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল)

অঞ্জনা। আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন? আপনার শরীর যেন কাঁপ্ছে।

বিভাবতী। কাঁপ্ছে নাকি? (বাহিরে শব্দ—চমকিয়া উঠিয়া) একি?

গিরীশ। ও কিছু নয়, চাকর বাকরেরা হৈ চৈ কচ্ছে।

বিভাবতী। আমি ভেবেছিলুম—ওঃ, কি বোকা আমি। বিয়ের ব্যাপারে আমি একটু সহজেই চমকে উঠি। (খাবার আনিয়া দিয়া) নাও, একটু খাও।

অবিনাশ। (বসিয়া) যাক্, ভালোয় ভালোয় সব হয়ে গেছে তো এই পর্য্যন্ত, কি হয়ে গেছে কারু সেটুকু সন্দেহ হবার আগেই পশ্চিমে কিছু দিনের জন্যে গা'লুকি দিতে পারলেই হলো।

গিরীশ। (উচ্চ গলায়) নাও হে, এবার খেয়ে নাও।

বিভাবতী। একি?

গিরীশ। কেন, কি করলুম?

বিভাবতী। আস্তে কথা কও, আস্তে।

গিরীশ। নিজের বাড়ীতে বসে আবার আস্তে কথা কব কেন? আর এ বিয়ে, মৃত্যুশয্যা নয়।

বিভাবতী। ওঃ! কি যে বল তার ঠিক নেই। অমন কথা তুলে অকল্যাণ ক'রো না। বেঁচে থাক্ বাছারা আমার চিরকাল—সুখে বেঁচে থাক, ভগবানের আশীর্ব্বাদে সব বিঘ্ন কেটে যাক্। কারুতো বাপ মা নেই—

গিরীশ। হাঁ, তোমরা চিরকাল সুখে বেঁচে থাকো আমাদের সেই আশীর্ব্বাদ!

বিভাবতী। ওঃ? কিসের শব্দ! এ্যাঁ! (আতঙ্কিত ভাবে)

গিরীশ। কই, কিছু তো নয়।

অঞ্জনা। কিছু একটা হয়েছে। এত আতঙ্ক কেন?

বিভাবতী। বল তাদেরে তুমি।

গিরীশ। বিশেষ কিছু নয়। তবে শত্রুরা আমাদের পেছন নিয়েছে।

অবিনাশ। কি বল্‌ছেন আপনি?

গিরীশ। তারা তোমার খোঁজে এখানে এসেছে।

অঞ্জনা। ওঃ! ওঃ!

অবিনাশ। কারা এসেছে?

গিরীশ। শিক্ষয়িত্রীটি—

বিভাবতী। আর সরকারী উকীল।

অবিনাশ }
অঞ্জনা } সরকারী উকীল ! (সকলে উঠিয়া পড়িল)

বিভাবতী। হাঁ।

গিরীশ। তারা আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে গেছে।

অবিনাশ। হু ! কোথায় তারা এখন ?

বিভাবতী। এতক্ষণে কলকাতা রোয়ানা হয়ে গেছে আশাকরি। কিন্তু অবিনাশ, বুড়ো ভদ্রলোকটি দণ্ডবিধির কথা কি বলে গেল—যাবজ্জীবন দীপান্তর না কি। (অঞ্জনা অবিনাশের কাছে গেল)

অবিনাশ। হুঁ ! তারা কি আমাদের বিয়ের কথা জানে ?

বিভাবতী। না, তা জান্‌বে কি করে !

অঞ্জনা। আচ্ছা, ধরা যাক্ তারা জান্‌তে পেরেছে ! কিন্তু এখন আর তারা কি কর্ত্তে পারে ! স্বামী স্ত্রীতো আমরা হয়ে গেছি। (অবিনাশের সংলগ্ন হইল)

বিভাবতী। সরলা বালিকা, জানো না সেই তো বড় অপরাধ। ধরা পড়লে তোমার স্বামীকে তারা কারাগারে পুরবে —আমরা কিছুই করতে পারব না।

অবিনাশ। সেটা বিশ্রী ব্যাপার।

বিভাবতী। কিন্তু এখনো—এখনো আশা আছে। যত শীগ্‌গীর পার এই স্থান, পরে এই দেশ ছেড়ে যাও (দরজায় ঘা)

রামহরি। (বাহিরে) মা ! মা !

গিরীশ। (দরজায় ধাবিত হইয়া) কে এখানে ?

রামহরি। আমি রামহরি ! (গিরীশ দরজা খুলিলে রামহরি প্রবেশ করিল।

বিভাবতী। কি, তারা চলে গেছে ?

রামহরি। না, মা ! বুড়ো ভদ্রলোকটি ফিরে আস্‌ছে।

সকলে। (চমকিয়া উঠিয়া) ফিরে আস্‌ছে !

রামহরি। আর তাঁর সঙ্গে একটি কল্‌কাতার ডিটেক্‌টিভ্‌। তারা ষ্টেশনে কোন রকমে শুনেছে যে একটা কিছু হয়ে গেছে, আর অবিনাশ বাবু এবং মেয়েটী এখানেই কোথাও আছে। (জানালার কাছে গেল)

অবিনাশ। (সরিয়া দাঁড়াইয়া) আস্থক তারা ! বল্‌ব আমি যা বল্‌বার।

অঞ্জনা। (তার কাছে গিয়া) আমি কখ্‌খনো ফিরে যাব না— কখ্‌খনো না।

বিভাবতী। (তাহাকে থামাইয়া) মা, আইনের বিরুদ্ধে যুঝে লাভ নেই। একটা মাত্র উপায় আছে। (অবিনাশের দিকে ফিরিল) অবিনাশকে যেরূপেই হোক্‌ কারাগার থেকে বাইরে রাখ্‌তে হবে—তারা যদি জিদ্‌ করে বসে, তোমাকে, অঞ্জনা ফিরে যেতেই হবে স্কুলে।

অঞ্জনা। (অবিনাশকে ধরিয়া) ছেড়ে ? কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না।

অবিনাশ। কিন্তু আমি মাথামুণ্ড কি করব ?

বিভাবতী। কোনো রকমে পালাতে হবে তোমাকে।

রামহরি। (বাহিরে চাহিয়া) তারা উঠানে এসে পড়েছে। সঙ্গে একটি পুলিশ।

অবিনাশ। খেয়েছে! তা আসুক, হাতাহাতি হবে একটা রীতিমত! (শক্ত হইয়া দাঁড়াইল)

বিভাবতী। একটা উপায় আছে। (গিরীশের হাত ধরিয়া) দেখ, তোমার ঘরে নিয়ে যাও একে, আর (কাণাকাণি করিল) তাকে একটা ক্ষুর দিয়ে এসো। তারপর যা আমি করব!

অঞ্জনা। ক্ষুর! ওঃ! ওঃ! তুমি কি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ?

অবিনাশ। আরে না, জ্ঞান মতে তো নয়।

বিভাবতী। থাক্! আর দেরী করলে চল্‌বে না। (শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে পিছন দিয়া গিরীশ ও অবিনাশ দুইজনের দুই হাতে ধরিয়া একরূপ ঠেলিয়া পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর করিয়া দিল) যাও, উনি যে রকম কর্ত্তে বলেন তাই কর, তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। (গিরীশ এবং অবিনাশ নিষ্ক্রান্ত। অঞ্জনার কাছে আসিয়া) এখন মা, শক্ত হতে হবে। রামহরি, আয় তো আমার সঙ্গে, এগুলো সব সরিয়ে ফেল। (খাবার ইত্যাদি সব সরাইল) দেখ, মা, এখন চোখের জল মুছে শত্রুর সম্মুখীন হও। হারলেও যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তেই মরব আমরা।

(রামহরি দরজার কাছে গেল)

অঞ্জনা। কিন্তু ওঃ! তাকে যদি তারা গ্রেপ্তার করে আর মেয়াদ দেয়—

বিভাবতী। (অঞ্জনাকে একটা আসনের কাছে নিয়া বসাইয়া) পারবে না সে মরদ হলে—ভয় নেই—এখন তোমাকে যদি তাদের সঙ্গে ফিরেই যেতে হয়, সে বেশী দিনের জন্যে নয়, মা। মনে রেখো তুমি তার স্ত্রী, ভগবানের ইচ্ছা হলে তোমাদের দুটিকে শীগ্‌গীরই আমরা একত্র ক'রে দেব।

রামহরি। (দরজায়) তারা এসে পড়েছে। (অঞ্জনা দাঁড়াইল)

বিভাবতী। চুপ! বসে থাক চুপ করে আর আমার ইঙ্গিত মত কাজ ক'রো।

(অঞ্জনা আবার বসিল—হরবিলাসের প্রবেশ। রামহরি নিষ্ক্রান্ত)

হরবিলাস। (নিকটে আসিয়া) এই তো এলুম আবার।

বিভাবতী। এখন আবার কি ব্যাপার?

হরবিলাস। ব্যাপারটি হচ্ছে মিথ্যাচরণ—ব্যাপারটি হচ্ছে ষড়যন্ত্র। (অঞ্জনাকে দেখাইয়া) এই হতভাগিনী মেয়েটাকে আপনি চিনেন না বলেছিলেন, তাকে এখন আপনার কাছেই দেখছি।

অঞ্জনা। (উঠিয়া) আমি হতভাগিনী নই, হরবিলাস বাবু।

বিভাবতী। আমি আপনাকে সত্য কথাই বলেছি, মশায়। এই মেয়েটির কথা বল্‌ছিলেন—সে এইমাত্র এসে অবি-

নাশের খবর জিজ্ঞেস কচ্ছিল আমার কাছে। আমি তাকে বসে একটু জল খেতে অনুরোধ করেছি।

হরবিলাস। বটে! আর এও হয়ত আপনি বল্‌বেন যে কিছুক্ষণ আগেই যে অবিনাশ রায় চৌধুরীর সঙ্গে এর বিয়ে হয়ে গেছে সে খবর আপনি জ্ঞাত নহেন?

বিভাবতী। (উঠিয়া) কি!

হরবিলাস। এ সত্যি, আর আপনি তা জানেনও। আর আপনার স্বামীও জানেন।

বিভাবতী। (অঞ্জনার প্রতি কৃত্রিম বিভীষিকার সুরে) এ সত্যি? বল!

অঞ্জনা। অস্বীকার করবার আমার ইচ্ছা নেই। এ সত্যি। তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে।

বিভাবতী। অবিনাশের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে! (দরজার কাছে গিয়া) ওগো, শুন্‌ছ, শুন্‌ছ!

(গিরীশের প্রবেশ)

গিরীশ। আমাকে ডাক্‌ছিলে, বিভা?

বিভাবতী। ডাক্‌ছিলুম। হাঁ, ডাক্‌ছিলুম বোধ হয়। আত্ম-রক্ষা কর। এই ভদ্রলোকটী বল্‌ছেন তুমি একজন দুর্বৃত্ত ষড়যন্ত্রকারী।

গিরীশ। একজন কি? (নিকটে আসিল—বিভাবতী ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল) অনুগ্রহ ক'রে ঐ কথাগুলো বল্‌বেন আবার?

হরবিলাস। (পিছনে হাঁটিয়া) মশায়—আমি—

(ডিটেক্‌টিভ্‌ টঙ্কারাম হাতীর প্রবেশ)

গিরীশ। ঐ কথাগুলো কি আমার উপর প্রয়োগ করেছিলেন, মশায় ?

হরবিলাস। আমি শুধু বলিছি—

গিরীশ। (ভীষণভাবে) কি বলেছেন ?

টঙ্কারাম। (উভয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া) থামুন, মারামারির কথা নয়।

গিরীশ। তুমি কে বট হে ?

টঙ্কারাম। ডিটেক্‌টিভ্‌ টঙ্কারাম হাতী। অবিনাশ রায় চৌধুরী-কে গ্রেপ্তারের জন্যে ওয়ারেণ্ট আছে আমার সঙ্গে।

(অঞ্জনা দাঁড়াইয়াছিল, এখন বসিয়া পড়িল)

বিভাবতী। এই মেয়েটি হয়েছে সরকারের ওয়ার্ড—একে বিয়ে করার জন্যে। কেমন হে, এত বড় দুর্ব্বৃত্ত হবে অবিনাশ এটা অসম্ভব নয় ?

অঞ্জনা। তিনি মোটেই দুর্ব্বৃত্ত নন্।

বিভাবতী। (তার বাহু স্পর্শ করিয়া) চুপ এখন। (গিরীশের প্রতি) দেখ, এই সরলা বালিকার প্রতি সে গোপনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কি না তুমি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস্ করনা কেন ?

গিরীশ। (ইঙ্গিতে বুঝিয়া) নিশ্চয় করব, নিশ্চয় করব। কিন্তু এতো বিশ্বাস করা যায় না।

হরবিলাস। এ সত্যি—মশায়। মেয়েটা নিজেই তা স্বীকার কচ্ছে—আমরা অবিনাশকে গ্রেপ্তার কর্ত্তে এসেছি।

গিরীশ। গ্রেপ্তার কর্ত্তে! ওঃ! পারলেন না তো! সে তো আজ কল্‌কাতা চলে গেছে।

টঙ্কারাম। কল্‌কাতায়? বাজে কথা!

গিরীশ। (দৃঢ়ভাবে) আমার কথায় সন্দেহ কচ্ছেন, মশায়? (এক পা অগ্রসর হইয়া)

টঙ্কারাম। (পিছাইয়া) খবর যা পেয়েছি তাতে মনে হয় সে এখানেই, কোথায়ও লুকিয়ে আছে। (গিরীশ শানিত উত্তর দিতে উদ্যত হইল তখন বিভাবতী ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে থামাইল। তাপসিনী দাসের প্রবেশ)

তাপসিনী। হরবিলাস বাবু, হরবিলাস বাবু, মেয়েটাকে পাওয়া গেছে?

হরবিলাস। সে এখানেই, (দেখাইল) এখন আপনার সঙ্গে বোর্ডিংএ যাবে সে।

অঞ্জনা। কখ্‌খনো নয়! আমি এক পা'ও নড়ব না বলে দিচ্ছি।

হরবিলাস। তোমার অভিভাবক ভাবে এ আমার কর্ত্তব্য, তোমাকে জোর করে এই মহিলাটির সঙ্গে দিয়ে দেওয়া।

অঞ্জনা। আমি যাব না। আমি এখন স্বাধীন, আমি বিবাহিতা! আমার স্বামীর সঙ্গে আমি থাকৃব। (গিরীশের দিকে ফিরিয়া) আপনার আশ্রয় ভিক্ষা কর্চ্ছি আমি।

গিরীশ। তাহলে ভগবানের নাম নিয়ে বলছি—

বিভাবতী। (গিরীশের প্রতি জনান্তিকে) চুপ কর। (উচ্চে, অঞ্জনার প্রতি) আমার মত তিনিও তোমার আচরণে স্তম্ভিত হয়েছেন, দেশের আইন যারা ভঙ্গ করে তাদের প্রতি তাঁরও কোন সহানুভূতি নেই।

গিরীশ। (ঠাটা করিয়া) নিশ্চয় নেই। তোমার আচরণে আমি স্তম্ভিত হয়েছি, খুব স্তম্ভিত হয়েছি।

বিভাবতী। তাঁর সারা নৈতিক প্রকৃতি তোমার কুটিলতায় একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে।

গিরীশ। ঠিক—আমার সারা নৈতিক প্রকৃতি তোমার সরলতায় একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে।

বিভাবতী। (অঞ্জনাকে ঠেলিয়া দিয়া) যাও এখন তুমি, তোমাকে যে যত্ন করে শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, পেলে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে এবং যা করেছ তার জন্যে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা কর। (জনান্তিকে) আমি যা বলি তাই কর, পরের কথা ছেড়ে দাও আমার উপর।

তাপসিনী। এস, এস অঞ্জনা।

অঞ্জনা। আচ্ছা, এখন যাচ্ছি আমি ; কিন্তু আমি বিবাহিতা, এতে যাই হোক্না কেন, আমার স্বামীর কাছ থেকে আমাকে কিছুতেই দূরে রাখ্তে পারবেন না আপনারা।

(তাপসিনীর পাশ কাটাইয়া অঞ্জনা নিষ্ক্রান্ত, পাছে পাছে তাপসিনী নিষ্ক্রান্ত)

টঙ্কারাম। (গিরীশের কাছে আসিয়া) মশায়, এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আপনার বাড়ী খানাতাল্লাস কর্ত্তে চাই।

গিরীশ। আমি তো বল্‌ছি বাড়ীতে আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই।

বিভাবতী। আর আমার ভাইঝি বিজনবালা ছাড়া—মানকরের।

হরবিলাস। মশায়, এটা Formality ছাড়া কিছু নয়। আর এতো হতে পারে যে দুর্ব্বৃত্ত আপনাদের অজ্ঞাতে এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

গিরীশ। এখানে লুকিয়ে আছে! (ভীষণভাবে ফিরিয়া) বিভা, আমার পিস্তল কই ?

বিভাবতী। ওগো, শান্ত হও।

গিরীশ। শান্ত! যখন তারা বল্‌ছে এমন বিশ্বাসঘাতক এখানে লুকিয়ে! শান্ত হতে বল্‌ছ! (একটু অগ্রসর হইয়া যে দিকে অবিনাশ ছিল সেই দিকে গিয়া জোরে) খুঁজুন, খানাতাল্লাস করুন আপনারা। (টঙ্কারাম সেই ঘরে গেল) কিন্তু তাকে যদি পান, আমার সম্মুখে যেন সে না পড়ে, কারণ দুর্ব্বৃত্তের রক্তপাত করবার জন্যে আমার হাত নিস্‌পিস্‌ কচ্ছে! (কয়েক পা অগ্রসর হইল। টঙ্কারাম ফিরিয়া আসিল)

টঙ্কারাম। এ ঘরে কেউ নেই—ঐ ঘরটা দেখি। এ্যাঁ! ভিতর থেকে যে দরজা বন্ধ। আমার মনে হচ্ছে ঘরের ভেতরে কেউ রয়েছে।

গিরীশ। এ আমার স্ত্রীর ভাইঝি, সে নিমন্ত্রণে যাবে, কাপড় চোপড় নিচ্ছে। (টঙ্কারাম গিরীশকে ঠেলিয়া দিল)

বিভাবতী। ওগো, ওগো, বাধা দিয়ো না, ভদ্রলোকটিকে তাঁর কর্ত্তব্য কর্ত্তে দাও। (দরজার কাছে গিয়া) মা, তোমার কাপড় চোপড় নেওয়া হয়ে থাক্‌লে বেরিয়ে এস, কেউ তোমাকে কিছু করবে না। (দরজা খুলিয়া গেল)

{ অবিনাশের প্রবেশ }

টঙ্কারাম। এ কে ?

বিভাবতী। আমার ভাইঝি বিজনবালা।

গিরীশ। মানকরের।

(অবিনাশ মেয়ের ছদ্মবেশে ; মাথার লম্বা চুল আঁচড়াইয়া ঘোম্‌টার পেছনে ফেলা হইয়াছে, পরিষ্কার কামানো গোঁফ। গিরীশ অবিনাশকে হরবিলাসের দিকে ধরিল। হরবিলাস চশমার ভিতর দিয়া তাকে দেখিতে লাগিল)

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তাপসিনীর শিক্ষালয়ে একটি কক্ষ। এক দরজা দিয়া বাগানে যাওয়া যায়। অন্য দরজা উপরে উঠিবার সিঁড়ীর দিকে। তৃতীয়টি প্রবেশ দ্বার। একদিকে পিয়ানো, দেয়ালে টাঙ্গানো বড় বড় মানচিত্র—টেবিলের উপর একটা গ্লোব শিক্ষালয়ের ভাব ফুটাইয়া রাখিয়াছে। অঞ্জনা পিয়ানো বাজাইতেছে, মতিলাল রক্ষিত তাল দিতেছে। মতিলাল ছিপ্‌ছিপে, তার চুল লম্বা।

মতিলাল। আর একবার। (অঞ্জনা বাজাইল) না, না! বেশী তাড়াতাড়ি হচ্ছে। (পেন্সিল দিয়া সঙ্গীতে চিহ্ন দিল) আবার চেষ্টা কর। (অঞ্জনা "কি" গুলোর উপর দিয়া আঙ্গুল চালাইল এবং অন্য একটি গৎ বাজাইল) এ কি হচ্ছে! এতো নয়!

অঞ্জনা। নয় জানি। এ সব হবে টবে না। এ সব কিছুই আমার ভালো লাগে না—

মতিলাল। অঞ্জনা!

অঞ্জনা। (টুলের উপর ঘুরিয়া বসিয়া) দেখুন, বিরক্ত করবেন না। হাস্যকর এ সব! বিবাহিতা মহিলা আমি, আমি কি

না একটা স্কুলের মেয়ের মত বসে মাষ্টারের কাছে বাজনা শিখ্‌ছি !

মতিলাল। কিন্তু তুমি তো মোটেই বিবাহিতা নও। যে "রাস্‌কেল" প্রবঞ্চনা করেছে—

অঞ্জনা। (উঠিয়া মাটিতে পদাঘাত করিয়া) মুখ সাম্‌লে কথা কবেন, তা যদি না করেন, তাহলে মিসেস্ দাসকে আমি বলে দেব আপনি আমার সঙ্গে প্রেম কর্ত্তে চেয়েছেন।

মতিলাল। এমন নিষ্ঠুর হয়ো না, অঞ্জনা,—আর, অঞ্জনা, এক সময় তো তুমি বলেছিলে—

অঞ্জনা। সে শেষ হয়ে গেছে এখন। (দূরে গিয়া) এখন আমি অন্য লোকের সম্পত্তি।

মতিলাল। তা নও।

অঞ্জনা। হাঁ, তাই, যদিও তারা এখানে আমাকে বন্দী করে রেখেছে, তা তারা বেশীদিন পারবে না, আমি আবার পালিয়ে আমার স্বামীর কাছে চলে যাব।

মতিলাল। সে অসম্ভব ! তারা সব জায়গায় তাকে শীকার করে ফিরছে। ধরা পড়লেই সে জেলে যাবে। আর আশা করি শীগ্‌গীরই সে ধরাও পড়বে।

অঞ্জনা। আমি আপনাকে ঘৃণা করি, মতিলাল বাবু।

মতিলাল। এ কথা ব'লো না ! আমি তোমার বন্ধু, যদিও তুমি আমার না হও, তোমার ভালোর জন্যে আমি

মরতেও পারি। আমাকে বল তাহলে—আমি এ সহ্য কর্ত্তে চেষ্টা করব—তুমি ঐ লোকটাকে কি এতই ভালোবাসো ?

অঞ্জনা। অবশ্য বাসি।

মতিলাল। যদি পারতে তাহলে তার কাছে চলে যেতে ?

অঞ্জনা। নিশ্চয়—লক্ষ যোজন দূরে থাকলেও! (নিকটে আসিয়া) অবশ্য আপনার জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, মতিবাবু, কিন্তু উপায় নেই। (বসিয়া) আর অমন লম্বা চুলওয়ালা কাউকে ভালোবাসা আমার পক্ষে সম্ভবই নয়।

মতিলাল। আমার চুল! তোমার জন্যে আমি মাথা পর্য্যন্ত কেটে ফেল্‌তে পারি।

অঞ্জনা। তার দরকার নেই। তা ছাড়া, কারু দ্বিতীয় পক্ষ হতে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে।

মতিলাল। ওঃ!

অঞ্জনা। আচ্ছা—আপনার সেটি কি খুব সুন্দরী ছিলেন ?

মতিলাল। তিনি দেবী ছিলেন—কিন্তু তোমার মত নয়!

অঞ্জনা। আমি বুঝি মানবী ?

মতিলাল। দেবীর চাইতেও তোমার আকর্ষণ বেশী।

অঞ্জনা। ভুলে যাবেন না আমি এখন অন্যের সম্পত্তি। তা না হলেও—

মতিলাল। কেন, এক সময় তো—

অঞ্জনা। সে সময় এখন নেই।

মতিলাল। আমার হৃদয়টি যদি তুমি দেখতে পার্ত্তে!

অঞ্জনা। সে দেখ্‌তে চাইনা, আপনিও সে চেষ্টা করবেন না—রক্তপাতের আশঙ্কা আছে।

মতিলাল। চুপ! কে আস্‌ছে। গৎটা বাজাও। (অঞ্জনা পিয়ানোর কাছে বসিয়া বাজাইতে লাগিল। মালিকার প্রবেশ)

অঞ্জনা। (লাফাইয়া উঠিয়া) ওঃ, তুমি। (তার হাত ধরিয়া) মতিবাবু, আপনি যান এখন, মালিকার সঙ্গে আমার কথা আছে।

মতিলাল। কিন্তু তোমার পাঠ তো শেষ হয়নি।

অঞ্জনা। যা বল্‌ছি তাই করুন।

মতিলাল। আচ্ছা, কাল্‌কে আবার এটাই ধরা যাবে। কি বল? (মতিলাল দরজার আড়ালে গিয়া কাণ পাতিয়া রহিল)

অঞ্জনা। কি খবর?

মালিকা। চুপ! চলে গেছে?

অঞ্জনা। হাঁ।

মালিকা। তোমার একটা চিঠি।

অঞ্জনা। (ব্যাকুলভাবে) আঃ?

(মতিলালের পুনঃ প্রবেশ)

মালিকা। (চিঠি দিয়া) এই নাও!

অঞ্জনা। (দ্রুত খুলিয়া) ওঁর কাছ থেকে এসেছে।

মতিলাল। মাপ করো! বইটা ফেলে গেছিলুম।

অঞ্জনা। (তাড়াতাড়ি চিঠি লুকাইয়া ফেলিয়া—জনান্তিকে) পাজি! লুকিয়ে দেখ্‌ছিল।

মতিলাল। যাচ্ছি। (স্বগত) চিঠিপত্র চল্‌ছে তাদের মধ্যে। মিসেস্ দাসকে বলে দিতে হবে। (নিষ্ক্রান্ত)

অঞ্জনা। দোরে গিয়ে পাহারা দাও।

মালিকা। আচ্ছা—তাড়াতাড়ি পড়ে নাও! (দরজার কাছে দৌড়িয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া কাণ পাতিয়া রহিল)

অঞ্জনা। (সোফায় বসিয়া চিঠি পড়িল) "প্রাণের অঞ্জু আমার"— (আবেগভরে চিঠি চুম্বন) "সাহস ধরে থাক, জানোতো সব ভালো যার শেষ ভালো—তুমি যা কল্পনা কর্ত্তে পার না তার চাইতেও শীঘ্র আমাদের দেখা হবে। মহম্মদ পর্ব্বতের কাছে যেতে পারে না, কিন্তু পর্ব্বত মহম্মদের কাছে যেতে পারে।" (আত্মগত) এ কথার মানে কি?

মালিকা। তোমার শেষ হলো?

অঞ্জনা। এখনো হয়নি। (পড়িল) "যাই ঘটুক না কেন, বিস্মিত হয়োনা—আর দেখ বর্ত্তমানে আমি যে অবিনাশ রায় চৌধুরী নই, তোমার আদরিণী বিজনবালা, এ কথা কাউকে ব'লোনা।" বিজনবালা? কি মজার চিঠি! "পুনশ্চ। চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলো।" যাক—ও ভালো আছে আর আমাকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা কর্চ্ছে এটুকু জানাই যথেষ্ট।

মালিকা। (নিকটে আসিয়া) মনে হচ্ছে চিঠিটা অবিনাশবাবুর নিকট থেকে এসেছে।

অঞ্জনা। অবশ্য ভাই কিন্তু এটা গোপনীয়, এক্ষণি এটা পুড়িয়ে ফেল্‌তে হবে। (জ্বালাইয়া দিল)

মালিকা। তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস লাভ কর্ত্তে পারিনি সেজন্যে দুঃখ হয়।

অঞ্জনা। (তার নিকট গিয়া) পেরেছতো। আর জানোতো বিবাহিত লোকের মধ্যেই শুধু—

মালিকা। আমিওতো ভালোবেসেছি। ভালোবাসার বাণতো আমারো বুকে গিয়ে বিঁধেছে!

অঞ্জনা। সে আমি জানি।

মালিকা। সে বৈজ্ঞানিক লোক ছিল, কিন্তু সাধারণ লোকে জান্‌তো তাকে শুধু কম্‌পাউন্‌ডার ব'লে। আমার পিতামাতার মত্ হ'লো না—আমাদের ছাড়াছাড়ি হলো। তাইতেইতো তোমার প্রতি এবং যারা ভালোবেসে দুঃখ পায় তাদের প্রতি আমার সহানুভূতি হয়। (পিয়ানোর কাছে গেল)

অঞ্জনা। (তার নিকট গিয়া) তোমার স্নেহ ভুল্‌তে পারব না আমি, ঠিক হয়ে বস্‌লে তোমাকে আমাদের কাছে গিয়ে থাক্‌তে হবে।

মালিকা। তোমাদের সুখের উপর ছায়ার মত থাক্‌বো যে আমি।

অঞ্জনা। (তাহাকে টানিয়া আনিয়া) কি যে বল মালিকা! আমি ওঁর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব—হয়ত কাউকে তোমার মনেও ধরে যাবে।

মালিকা। কখ্‌খনো নয়।

অঞ্জনা। সে দেখা যাবে। (বসিয়া) কিন্তু ভাই, কখনো বেরোতে পারব কি না এখান থেকে কে জানে! দেখ না, এক সপ্তাহ হ'লো বিয়ে হয়েছে—আর আমি এখানে বন্দী—সেদিনের পরেতো আর তাকে দেখিনি।

মালিকা। আর পুলিশও ওর পিছনে লেগেছে।

অঞ্জনা। হাঁ! তাঁকে যদি ধরেই ফেলে--

মালিকা। সহজে পারবে না।

অঞ্জনা। ধরলে জেল খাটাবে। কি ভয়ঙ্কর!

মালিকা। চুপ! পায়ের শব্দ শুন্‌ছি। (চুপি চুপি অগ্রসর হইল)

অঞ্জনা। (স্বগত) বেশ ভালো নরম স্বভাবের মেয়েটি, কিন্তু আরো যদি একটু প্রফুল্ল হতো তো বেশ হতো। সব তাকে বল্‌তে সাহস পাই না।

মালিকা। (ইঙ্গিতস্বরূপ কাসিয়া) ক্‌ থ্‌।

(তাপসিনীর প্রবেশ। নিকটে আসিল)

তাপসিনী। মালিকা, ক্লাস রুমে যাও।

মালিকা। যাচ্ছি।

তাপসিনী। দাঁড়াও। শুন্‌লুম, বিকেলে তুমি বাগান হতে বেরিয়ে গেছিলে।

মালিকা। হাঁ।

তাপসিনী। ভবিষ্যতে এমনটি যেন আর না হয়, বুঝলে?

মালিকা। হাঁ। (অঞ্জনার দিকে চাহিয়া নিষ্ক্রান্ত)

তাপসিনী। (বসিল) অঞ্জনা, এটুকু মনে করবার আমি কারণ পেয়েছি যে তুমি এখনো একটি লোকের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করছো—তার নাম বল্লুম না, আর আমার ভুল না হয়ে থাক্‌লে মালিকাই এই শিক্ষালয়ের নিয়ম ভঙ্গ কর্ত্তে তোমাকে সাহায্য করেছে। (থামিয়া) তোমার কিছু বল্‌বার আছে?

অঞ্জনা। কিছু না—তবে এটুকু বল্‌তে চাই আমি যে আমি বিবাহিতা, আমাকে ধরে রাখ্‌বার আপনার কোনো অধিকার নেই।

তাপসিনী। তুমি বালিকা মাত্র—নির্ব্বোধ বালিকা!

অঞ্জনা। তা নই।

তাপসিনী। আর যাকে তুমি বিয়ে বল্‌ছ, সেটা বিয়ে নয় তা প্রমাণ করা হবে।

অঞ্জনা। সে দেখা যাবে।

তাপসিনী। ধৃষ্ট মেয়ে, চুপ কর! (আধাআধি উঠিয়া পড়িল, অঞ্জনা মাথা নাড়িল) যে দুর্ব্বৃত্ত তোমাকে ভুলিয়েছে শীঘ্রই তাকে জেলে যেতে হবে। কারো সহানুভূতি

নেই তার উপর। এমন কি তার বন্ধু ও অভিভাবক শ্রেণীভুক্ত ইন্‌স্‌পেক্টর গিরীশবাবুও তার প্রতি ভীষণ রেগে আছেন—আজই তাঁর চিঠি পেয়েছি আমি। শুন্‌ছ তুমি কি বল্লুম আমি? (অঞ্জনা চুপ করিয়া রহিল) চুপ করে আছ যে?

অঞ্জনা। (অনেকক্ষণ পরে) চুপ করে থাক্‌তে বলেছেন আপনি। আর তিনি দুর্বৃত্ত নন্‌ তা আপনি জেনে রাখবেন, তাকে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছি। কেমন, হয়েছে তো? (সরিয়া দাঁড়াইল)

তাপসিনী। (উঠিয়া) চুপ! জেনে রেখো এখন আমিই তোমার অভিভাবিকা—তোমাকে কড়া নজরে রাখতে এবং সম্ভব হলে বাঁচাতে অধিকার আছে আমার—এবং সেই আমার কর্ত্তব্য, সে কর্ত্তব্য আমি করব।

(দাসী মতিয়ার প্রবেশ)

মতিয়া। একটি ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

তাপসিনী। ভদ্রলোক?

মতিয়া। নাম বল্লেন গিরীশবাবু।

তাপসিনী। ওঃ! এখানে নিয়ে আয়।

(মতিয়া নিষ্ক্রান্ত)

অঞ্জনা। (স্বগত) গিরীশবাবু।

তাপসিনী। অঞ্জনা, তোমার ঘরে যাও।

অঞ্জনা। (স্বগত) ওঁর সঙ্গে কথা না বল্লে চল্‌ছে না।

(অঞ্জনা ধীরে ধীরে যাইতেছে তখন মতিয়া গিরীশচন্দ্রকে লইয়া আসিল, অঞ্জনা তাঁর দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু গিরীশ যখন দেখিলেন যে তাপসিনী তাঁকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে—তখন তিনি শক্ত আড়ষ্ট ভাব ধারণ করিলেন)

তাপসিনী। (অঞ্জনার প্রতি) এক্ষণি চলে যাও।

(অঞ্জনা কাতর দৃষ্টিতে গিরীশের দিকে চাহিল, গোপনে গিরীশ চোখে অর্থপূর্ণ এক ইঙ্গিত করিলেন—অঞ্জনা নিষ্ক্রান্ত)

গিরীশ। (গম্ভীর ভাবে বসিল) মিসেস্ দাস, আপনি হয়ত আমার এই আগমনে একটু বিস্মিত হয়েছেন—কিন্তু আজ সকালে তো আমার এক চিঠি পেয়েছেন ?

তাপসিনী। পেয়েছি।

গিরীশ। এই চিঠি লেখার পর ভয়ঙ্কর রকমের একটা খবর আমি পেলুম। আমার মনে হয় ধর্ম্মের শত্রু, সরলতার বিনাশকারী আপনার শিক্ষালয়ের আশে পাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

তাপসিনী। এক্ষণি পুলিশকে তা জানিয়ে দিচ্ছি। (উঠিল)

গিরীশ। (উঠিল) তার দরকার নেই, মিসেস্ দাস—তারা সে খবর পেয়েছে। কিন্তু আমি আপনাকে সরল ভাবে বল্‌ছি—(পকেট হইতে পিস্তল দেখাইয়া) তাকে যদি হাতের কাছে পাই তাহলে বিচারের ভারটা নিজের হাতেই হয়ত নিয়ে নেব।

তাপসিনী। কি করবেন আপনি ?

গিরীশ। গুলি করব—কুকুরের মত গুলি করব।

তাপসিনী। না, না! রক্তপাত নয়—অনুরোধ কচ্ছি আপনাকে!

গিরীশ। (করুণরসের ভাণ করিয়া) সে আমার বন্ধু, আমার ছেলের মত ছিল। তার উপর খুব বিশ্বাস ছিল আমার—আমার স্ত্রীরতো কথাই নেই। তার এই পুরস্কার দিলে! লম্পট কোথাকার। গুণে জ্ঞানে দেবী সদৃশা একটি মহিলার তত্ত্বাবধান থেকে একটি নিরীহা বালিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে এল—এমন কি আমাকেও তার কার্য্যের সাহায্যকারী বলে লোকের মনে সন্দেহ জন্মালো! (বসিল)

তাপসিনী। না, না, তা নয়।

গিরীশ। সন্দেহ হয়েছে বৈকি।

তাপসিনী। (বসিয়া) না, তা হয়নি। অন্ততঃ আমি কখ্‌খনো সন্দেহ করিনি।

গিরীশ। (বসিল) আমার উপর আপনার অসীম দয়া! দেখুন আমার মনের শান্তি, আমার স্ত্রীর মনের শান্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এ যে গার্হস্থ্য পবিত্রতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কাল আপনার এখানে হয়েছে, আজ আমার ওখানেও হতে পারে। আমার স্ত্রীর ভাইঝি বিজনবালার কথা ভেবেও আমরা দিনরাত আশঙ্কা কচ্ছি—

তাপসিনী। যার কথা চিঠিতে লিখেছেন আপনি ?

গিরীশ। ঠিক ! তার মা বাপ নেই, একমাত্র সন্তান তাদের, তার আত্মীয়ের মধ্যে শুধু আমরাই আছি। তার নিজের প্রতি এবং তার পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য যদি সে ভুলে যায়—

তাপসিনী। আশাকরি সে কখনো তা ভুল্‌বে না।

গিরীশ। কিন্তু জানেন না তো, সমূহ বিপদ রয়েছে—অবিনাশের মত লম্পট চারদিকে—বিশেষতঃ পুলিশের আড্ডা, তার মত সরলা বালিকার স্থান নয়।

তাপসিনী। (উঠিল) তাহলে যে আভাস দিয়েছেন সেই মত তাকে সরিয়ে দেন না ?

গিরীশ। (উঠিয়া—ব্যাকুলভাবে) আপনি গ্রহণ করবেন তাকে ? হবেন তার মার মত—না—তার অভিভাবিকা দেবীর মত ?

তাপসিনী। নিশ্চয়—যে সব নিয়ম আছে সেই অনুসারে।

গিরীশ। 'ডিউজ' তিন তিন মাসে দিতে হয় ?

তাপসিনী। হাঁ, অগ্রিম।

গিরীশ। বাঁচিয়েছেন ! আমার মন থেকে একটা ভার নেবে গেল।

তাপসিনী। যখনই তাকে নিয়ে আস্‌তে চান—

গিরীশ। তাকে নিয়েই এসেছি আমার সঙ্গে—গাড়ীতে রয়েছে।

তাপসিনী। নিয়ে এসেছেন ? একেবারে অবাক করে দিলেন যে ! তবু, বর্ত্তমান এই অবস্থায়—

গিরীশ। মনে শান্তি পাচ্ছিলুম না আমি—আমার স্ত্রীও শান্তি পাচ্ছিলেন না—তবে যদি কোনো অসুবিধা ঘটিয়ে থাকি—

তাপসিনী। না, না, তা নয়, তাকে রাখতে আমি খুসিই হব।

গিরীশ। তাহলে এক্ষণি তাকে নিয়ে আসি। (স্বগত) এই বার ! (নিষ্ক্রান্ত)

তাপসিনী। আশাকরি গিরীশবাবু আর সেই অবিনাশটা মুখো-মুখি হবে না। হলে যে রক্তারক্তি হয়ে যাবে। তা ইনস্‌পেক্টরের রাগ দেখে বিস্মিত হইনি আমি একটুও।

(বিজনবালা বেশধারী অবিনাশকে লইয়া গিরীশের পুনঃ প্রবেশ)

গিরীশ। (অবিনাশের প্রতি) এই দিকে এস, মা। এটীই আমার স্ত্রীর ভাইঝি। মিসেস্ দাসকে নমস্কার কর, মা।

তাপসিনী। (অবিনাশের নিকটে গিয়া) কেমন আছ, বিজনবালা ?

গিরীশ। একে ক্ষমা করবেন, মিসেস্ দাস—ও একটু ভীরু লাজুক স্বভাবের—গ্রামেই থেকেছে কিনা চিরকাল।

তাপসিনী। এর বয়স কত ?

গিরীশ। তার বয়স ? দেখি ভেবে। কত বয়স তোমার—আঠারো ?

তাপসিনী। একটু বেশী মনে করেছিলুম আমি। লম্বায় বেশ বেড়েছে তো।

গিরীশ। ও রকমই! পরিবারেরই ধারা। তার মা ছয় ফুট লম্বা ছিল।

তাপসিনী। বস। (গিরীশ অবিনাশকে ধরিয়া বসাইয়া দিল) একটু আড়ষ্ট রকম চালচলন এবং ভঙ্গীতে বোধ হয়।

গিরীশ। তাই—কিন্তু আপনার কাছে থেকে এ সেরে যাবে অল্পে অল্পে।

তাপসিনী। কাপড়চোপড় কিছু নিয়ে এসেছে তো?

গিরীশ। এই অল্প স্বল্প।

তাপসিনী। আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু, প্রত্যেক ছাত্রীর আবশ্যকীয় কাপড়চোপড় ছাড়া একটি করে নামের আদ্যক্ষর খোদা থালা, গ্লাস এবং বাটি আনা দরকার। এখানে পাওডার এবং কস্‌মেটিক ব্যবহার নিষেধ।

গিরীশ। শুন্‌লে মা, এখানে পাওডার এবং কস্‌মেটিক ব্যবহার নিষেধ।

তাপসিনী। খুব আঁট-সাঁট-ব্লাউজ পরা এখানে চলে না—স্বাস্থ্যের পক্ষে তা অনুকূল নয় ব'লে।

গিরীশ। শুনেছ, স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয় বলে আঁট সাঁট ব্লাউজ পরতে পারবে না। (অবিনাশ উঠিয়া গিরীশের কাণেকাণে কি বলিল) না, সে হয় না। বলেছি-তো—

অপরিচিত লোক দেখ্‌লে ও ভারি ভড়কে যায়। এখানে ও একটি আলাদা ঘর পাবে আশা করি।

তাপসিনী। নিশ্চয়! প্রত্যেকের নিজের ঘর আছে এখানে। (থামিয়া) একে এখানকার সমস্ত শিক্ষাই দিতে চান?

গিরীশ। নিশ্চয়।

তাপসিনী। সঙ্গীত এবং চিত্রবিদ্যা হচ্ছে অপ্‌শ্যানেল।

গিরীশ। নৃত্য শিক্ষার বুঝি ব্যবস্থা হয়নি এখনো?

তাপসিনী। না। দাঁড়ান, ছাপানো একটা ফর্ম দিচ্ছি আপনাকে। আপনি বসুন। আমি এখনি নিয়ে আস্‌ছি। (নিষ্ক্রান্ত)

অবিনাশ। কোন লাভ নেই, এ আমি পারব না। (হাঁফ ছাড়িয়া) কি ভীষণ!

গিরীশ। (তাহাকে থামাইয়া) এই তোমার শেষ সুযোগ। আর এ কথাও ভুলো না, তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে আমি নিজেরও বিপদ ডেকে আন্‌ছি।

অবিনাশ। বুড়ীকে আমার ভয় নেই, কিন্তু মেয়েগুলি—তারা নিশ্চয় আমাকে ধরে ফেল্‌বে।

গিরীশ। মোটেই নয় অবিনাশ! তোমার নিজের মাও তোমাকে চিন্‌তে পারবেন না।

অবিনাশ। মুখ খুল্লেই তারা টের পেয়ে ফেল্‌বে।

গিরীশ। তাহলে মুখ খুলো না।

অবিনাশ। কিছু তো বল্‌তে হবে। (পোষাক ঠিক করিতে করিতে)

গিরীশ। কয় ঘণ্টা মাত্র তো। ঠিক দশটায় তোমাদের জন্যে গাড়ী থাকবে—ঠিক মত সব হলে ভোরের আগেই থাকবে রেঙ্গুনের জাহাজে।

অবিনাশ। অঞ্জনার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

গিরীশ। শুধু দেখেছি মাত্র একটু। বেশ ভালই আছে। সাহস ধর অবিনাশ, মরদের মত কাজ করে যাও—অর্থাৎ, বর্ত্তমান অবস্থায়—

অবিনাশ। ঠিক তার উল্টো মতন। আচ্ছা—(চশমা পরিল)

গিরীশ। আরে, না, না! এটা রেখে দাও!

অবিনাশ। বেশ। কিন্তু ভারি নার্ভাস ফিল্ কচ্ছি। আর কিছু না হোক্, অন্ততঃ একটা সিগারেট হলেও হতো।

গিরীশ। চুপ করতো। দেখি, এখন একটু হাঁটোতো ঘরে।

অবিনাশ। হাঁট্‌তে বল্‌ছেন কেন ? (হাঁটিল)

গিরীশ। না, না—এই রকম ছোট ছোট পা ফেলে যেতে হবে। (দেখাইল)

অবিনাশ। (গিরীশের অনুকরণ করিয়া) সারাদিন এই রকমটা সহ্য হবে না আমার।

গিরীশ। আর যখন কেউ কথা বল্‌বে, মুখ নীচু ক'রে খুব লজ্জিত ভাব ধারণ করো।

অবিনাশ। লজ্জিত ভাব! এই কাপড় পরা অবধি লজ্জিত ভাবেই তো আছি সব সময়।

গিরীশ। তোমার বয়স কত বলেছি ?

অবিনাশ। জানি না।

গিরীশ। মনে হয়েছে—আঠারো ! মনে রেখো তুমি পিতৃ মাতৃহীন—অর্থাৎ হীনা !

অবিনাশ। হাঁ, আমি পিতৃমাতৃহীনা।

গিরীশ। পড়াশুনা বিশেষ তুমি করতে পারনি। (অবিনাশ মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল) সেটা সত্যি, তোমার চাল চলন যে রকম ! (অবিনাশ গোঁফে তা দিল) না, না, গোঁফে তা দিলে তো চল্‌বে না। (দরজা খুলিল) ঐ আস্‌ছে ; মনে রেখো তুমি বালিকা।

(তাপসিনীর প্রবেশ ; গিরীশের নিকট আসিল)

তাপসিনী। এই নিন্ ছাপানো ফর্ম।

গিরীশ। বেশ। ও দেখ্‌বে এখন। আমি এই বেলা বিদায় নিতে চাই।

অবিনাশ। (গিরীশের সংলগ্ন হইয়া) না, যাবেন না।

গিরীশ। (সরিয়া জনান্তিকে) যেতেই হবে যে। (উচ্চে) বেচারী ! বাড়ী ছেড়ে আর যায় নি কোথাও, কাজেই আমাকে আর ছাড়্‌তে চায় না। যাই মা, এখন।

অবিনাশ। আসুন। (প্রণাম করিল)

গিরীশ। যে সব শিক্ষা দিয়েছি—তা মনেরেখো, মা—বিনয়,

কর্ত্তব্য, বাধ্যতা এ সব ভুলো না, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন। (গিরীশ নিষ্ক্রান্ত)

তাপসিনী। (অবিনাশের কাছে গিয়া) তোমার কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। (অবিনাশ চোখে আঁচল গুজিল) তোমার একমাত্র আত্ম য়! তা ছাড়া এমন ভালোবাসেন তোমাকে। কেঁদোনা। তাঁদের শিক্ষার কথা মনে রেখো, এখন এই তোমার বাড়ী হয়ে গেলো। (অবিনাশ বসিল) গিরীশ বাবু বল্লেন লেখাপড়ায় তুমি অনেকটা পিছিয়ে আছ।

অবিনাশ। ক্ খ্। হাঁ—আমি—হাঁ, তাই।

তাপসিনী। সে আমরা অচিরেই সেরে নেব। এখন শিক্ষার পথে তোমার সহযাত্রীণীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের ইচ্ছা হচ্ছে বোধ হয় তোমার।

অবিনাশ। (স্বগত) খেয়েছে!

তাপসিনী। তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার কাছে। ইতিমধ্যে তোমাকে একটি বই দিচ্ছি পড়তে—রমানাথ বসুর নীতি শিক্ষা।

অবিনাশ। রমানাথ বসুর নীতি-শিক্ষা!

তাপসিনী। (স্বগত—যাইতে যাইতে) মেয়েটা বাস্তবিকই ভারি আড়ষ্ট স্বভাবের! (নিষ্ক্রান্ত)

অবিনাশ। কে জানে পরে আবার কি কর্ত্তে বল্‌বে। এখন তো দুর্গের মধ্যে এসে পড়া গেছে; শত্রু এসে

আক্রমণ করলে কি উপায় করা যাবে! একটী মেয়ের সঙ্গে বেশ চালিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু একপাল এসে পড়্‌লে তো রক্ষা নেই! কে জানে আমাকে দেখাচ্ছে কেমন! কি রকম যে লাগ্‌ছে সে আর কি বল্‌ব। দেখি তো একবার চেহারাখানা। (আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল) বাঃ! কি চমৎকার চেহারা। কেমন আছ গা বিজনবালা? তোমার পিসেমশায়—না, মেসো মশায়ের নীতি-শিক্ষা মনেরেখো—বিনয়, কর্ত্তব্য, বাধ্যতা।

(অঞ্জনার প্রবেশ)

অঞ্জনা। অপরিচিত একজন দেখ্‌ছি!

অবিনাশ। (আত্মগত) অঞ্জু এসেছে!

অঞ্জনা। মাপ করবেন, আমি ভেবেছিলুম মিসেস্ দাস এখানে।

অবিনাশ। (অঞ্জনার দিকে পিঠ) অঞ্জু এসেছে!—(অঞ্জনা তার দিকে গিয়া তার কাঁধের উপর দিয়া আয়নায় তার প্রতিবিম্বের দিকে চাহিল। ফিরিয়া) চুপ্‌! (ঠোঁটে আঙ্গুল চাপিল)

অঞ্জনা। এ্যাঁ? কে তুমি?

অবিনাশ। বিজনবালা।

অঞ্জনা। বিজনবালা!

অবিনাশ। আমাকে চেন না তুমি?

অঞ্জনা। (চিনিয়া) তুমি!

অবিনাশ। চুপ! সাবধান। (দৌড়িয়া গিয়া দরজা লাগাইল)

অঞ্জনা। বাস্তবিকই তুমি কি?

অবিনাশ। হাঁ, কতকটা! অর্থাৎ আমি এখন নূতন ছাত্রী বিজনবালা।

অঞ্জনা। ওঃ! তোমার গোঁফ কি করেছ?

অবিনাশ। কামিয়ে ফেলেছি। এখন তো শত্রুর শিবিরে।

অঞ্জনা। আরে, কি যে আনন্দ হচ্ছে আমার! (আলিঙ্গন) কিন্তু এখানে এলে যে?

অবিনাশ। তোমাকে নিয়ে যেতে। (তারা সোফায় বসিল) এখন শোন অঞ্জু! পুলিশ লেগেছে আমার পাছে, কাজেই এই বেশে তাদের হাত এড়াতে হয়েছে। শেষে ভাবলুম তোমাকে ছিনিয়ে নেবার শেষ চেষ্টা কর্ত্তে হবে, সেই বন্দোবস্ত করেই এসেছি, এখন তোমার মত্ হলেই হয়।

অঞ্জনা। আমার মত্, ওঃ দেখতে তোমাকে প্রাণ আমার বেরিয়ে যাচ্ছিল। (হাসিয়া) আমাদের ফুলশয্যা আজকে।

অবিনাশ। (হাসিয়া) চমৎকার ফুলশয্যা!

অঞ্জনা। আর—আর (হাসিয়া) ওঃ, কি অদ্ভুতই দেখাচ্ছে তোমাকে! (উঠিল)

অবিনাশ। তাই নাকি?

অঞ্জনা। ভয়ঙ্কর! তোমার গোঁফ—তোমার সুন্দর গোঁফ-জোড়া নষ্ট হলো।

অবিনাশ। আবার গজাবে এখন।

অঞ্জনা। এ কি রকম কটা কটা লম্বা চুল। (অঞ্জনা, অবিনাশের মাথার চুল ধরিয়া টানিতেই তাহার পরচুল অমনি খুলিয়া গেল। অঞ্জনা "হোঃ হোঃ" করিয়া হাসিয়া বলিল) আরে, এ কি রকম চুল, হাত দিতেই আপনি উঠে আসে ?

অবিনাশ। আঃ! শীগ্‌গীর ঠিক করে দাও, এখনি মেয়েরা এসে পড়্‌বে। (অঞ্জনার সাহায্যে চুল ঠিক করিয়া লইল)

অঞ্জনা। আরে, তোমাকে এই পরচুলে চমৎকার মানিয়েছে। (পুনরায় চুল ধরিবার চেষ্টা)

অবিনাশ। (বাধা দিয়া) আরে ধরো না—আবার উঠে আস্‌বে। এখন শোন অঞ্জু। ও মেয়েরা এলে যতদূর সম্ভব আমাকে বাঁচিয়ে চলো—আমার এবং তাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা সব তুমিই ব'লো। আজ রাত্রে যখন সব ঘুমিয়ে পড়বে—

অঞ্জনা। চুপ। তারা আস্‌ছে।

অবিনাশ। আমার চেহারাটা ঠিক আছে তো ?

অঞ্জনা। হাঁ। (পিয়ানোর কাছে গিয়া মৃদুভাবে বাজাইতে লাগিল, অবিনাশ চেয়ারে বসিয়া বই খুলিল)

অবিনাশ। এই বেলা যুদ্ধ আরম্ভ হলো। (মালিকারায়, পারুলসোম, মিনতি লোধ এবং কিরণ লোধের প্রবেশ। কিরণ সকলের ছোট—বয়স বারো। তারা অবিনাশের দিকে চাহিয়া একে একে আসিতে লাগিল। মিনতি

অবিনাশকে দেখিয়া 'হোঃ হোঃ' করিয়া হাসিয়া উঠিল)

কি সয়তান মেয়েটা !

মালিকা। ক্ খ্ !

অঞ্জনা। (উঠিয়া) কি হয়েছে ? (তার নিকট গিয়া)

মালিকা। মিসেস্ দাস আমাদের পাঠিয়ে দিলেন নূতন ছাত্রীর সঙ্গে পরিচয় কর্ত্তে। তার সঙ্গে আলাপ করেছ ?

অঞ্জনা। হাঁ, করিছি—বেশ মেয়ে ! (সরিয়া গেল)

মিনতি। মেয়েটি সুন্দরী নয়, কিন্তু তার মুখভঙ্গীটি বেশ নূতন রকমের—কতকটা পুরুষ পুরুষ ছাঁচের। (উচ্চে) বিজনবালা দেবী, না ?

অবিনাশ। হাঁ, বিজনবালা দেবী।

মালিকা। মিসেস্ দাস বলে দিলেন তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় কর্ত্তে। আমার নাম মালিকা রায়।

অবিনাশ। এরা সব ?

মালিকা। এরা মিনতি, কিরণ, পারুল।

পারুল। আমার নাম পারুল সোম।

মালিকা। হাঁ, পূর্ব্ববঙ্গের।

অবিনাশ। খুব খুসি হলুম—

মিনতি। (স্বগত) কি মোটা গলারে বাবা ! (খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া—উচ্চে) খুব খুসি হলুম।

মালিকা। অঞ্জনার সঙ্গে তো বোধ হয় পরিচয় হয়েইছে ?

অবিনাশ। হাঁ। আরো অনেক আছ তোমরা ?

মালিকা। অন্য মেয়েরা ক্লাসে আছে। সন্ধ্যার পর দেখা হবে, চা খাবার সময়।

অবিনাশ। খুব খুসি হলুম! চা আমার খুব প্রিয়।

অঞ্জনা। (অবিনাশের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া) বিজনবালার সঙ্গে ইতি-মধ্যেই আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। কেমন, হয়নি ভাই? (অবিনাশের গলা জড়াইয়া ধরিয়া)

অবিনাশ। তা—অনেকটা হয়েছে বৈ কি!

পারুল। আমার বয়স তের। তোমার কত, ভাই বিজনবালা?

অবিনাশ। আমার?—আমার বার—না তের। (মিনতি হাসিয়া উঠিল)

অঞ্জনা। ওর কথায় জবাব দিওনা ভাই। (মিনতি হাসিয়া উঠিল) হাস্‌ছ কেন, ধৃষ্ট মেয়ে কোথাকার?

মিনতি। অম্‌নি। (কিরণের কাছে গিয়া হাসিতে লাগিল)

অবিনাশ। ভারি বদ স্বভাব মেয়েটার।

মিনতি। (কিরণের প্রতি) দেখেছিস্‌, কি রকম কটা কটা চুল! আর কি রকম বড় বড় হাত—আরে বাবা! হাত তো নয়, যেন থাবা! (মেয়েরা সবে, মালিকা এবং পারুল ছাড়া, পিয়ানোর কাছে চলিয়া গেল)

অঞ্জনা। এই সব অসভ্য মেয়েদের কথায় কাণ দিওনা, ভাই বিজন। আমরা কয়জনেই তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হব, কেমন, মালিকা?

মালিকা। অন্ততঃ তাই হতে আমরা চেষ্টা করব। (অবিনাশের অপর দিকে বসিয়া তার একটি হাত ধরিল)

অঞ্জনা। মালিকা রায় আমার বিশেষ বন্ধু—তুমিও তাকে খুব বন্ধু ভাবে দেখো।

অবিনাশ। তা দেখ্‌বো। (পারুলের প্রতি) তুমি বস্‌বে না, ভাই? বাকী কয়টির জায়গা আমি করে দিতে পারি নিশ্চয়।

পারুল। (সোফার পায়ের কাছে বসিয়া) তুমি কখনো পূর্ব্ববঙ্গে গিয়েছ, ভাই?

অবিনাশ। না।

পারুল। আমি সেখানেই জন্মেছি। তোমাকে আমার খুব ভাল লাগ্‌ছে, ভাই।

অবিনাশ। তা—তোমার—তোমার দয়া।

পারুল। (মাথা নোয়াইয়া অবিনাশের জানুর উপর রাখিয়া) আঃ!

অঞ্জনা। এ রকম করো না, পারুল, ওর যে অসুবিধা জন্মাচ্ছে! (ঠেলিয়া দিল)

(দাসী মতিয়ার প্রবেশ)

অবিনাশ। না, অসুবিধা কিসের, আমার ভালোই লাগ্‌ছে।

অঞ্জনা। হুঁ, তাই লাগ্‌ছে নাকি?

মতিয়া। (অবিনাশের প্রতি) নূতন দিদিমণি, তোমার চাবিটা দিলে তোমার জিনীসপত্র সব গুছিয়ে রাখ্‌তে পারি বাক্স থেকে খুলে।

অবিনাশ। (উঠিয়া সরিয়া) আমার চাকরই করবে তা। না—না—আমি নিজেই করব।

মতিয়া। মাষ্টার ঠাক্‌রুণ যে বল্লে—

অবিনাশ। যাক্—সে হবে। (মতিয়া নিষ্ক্রান্ত)

অঞ্জনা। (অবিনাশ সরিয়া গেলে) কেমন মনে হচ্ছে ওকে ?

মালিকা। বেশ—কোনো কৃত্রিমতা নেই।

মিনতি। যতই বল, মেয়েটা ভারি কুশ্রী।

অঞ্জনা। কুশ্রী নয় ও।

মিনতি। আর বোকা—ভদ্রঘরের বলে মনে হয় না!

অঞ্জনা। চুপ কর্, ধৃষ্ট মেয়ে!

(তাপসিনীর প্রবেশ)

তাপসিনী। তোমরা তোমাদের নূতন সঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় করেছ ?

মেয়েরা। হাঁ।

অবিনাশ। হাঁ, করিছি।

তাপসিনী। তা'হলে তোমরা এখন যাও। চায়ের সময় আবার সবার দেখা হবে। (একে একে মেয়েরা নিষ্ক্রান্ত)

অবিনাশ। (মিনতি হাসিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া—স্বগত) দেখ্‌তে পারি না ঐ মেয়েটাকে!

তাপসিনী। পারুল, তুমি থাক্‌তে পার।

পারুল। (ব্যাকুল ভাবে) আচ্ছা।

তাপসিনী। (অঞ্জনা, অবিনাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, তার প্রতি) অঞ্জনা, তোমার ঘরে যাও।

অঞ্জনা। (মাথা নাড়িয়া—একটু সরিয়া গেল) আচ্ছা।

তাপসিনী। (চীৎকার করিয়া) দাঁড়াও!

অঞ্জনা। আবার কি হলো?

তাপসিনী। আমাকে নমস্কার না করে বেরিয়ে যাচ্ছিলে। সাবধান, অঞ্জনা, এর চেয়ে কড়া উপায় যেন আমাকে অবলম্বন কর্ত্তে না হয়।

অঞ্জনা। আপনার যা খুসি তা করতে পারেন।

তাপসিনী। কি?

অঞ্জনা। আমি এখন আর স্কুলের মেয়ে নই—আমি বিবাহিতা স্ত্রীলোক—এখানে আমাকে বন্দী করে রাখ্‌বার কোনো অধিকার নেই। যা ইচ্ছা তাই কর্ত্তে পারেন আপনি, কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে এখানে আট্‌কে রাখ্‌বার আপনার অধিকার আছে এ কথা আমাকে কিছুতেই স্বীকার করাতে পারবেন না। কেমন, হলো তো? (নিষ্ক্রান্ত)

তাপসিনী। (স্বগত) এত বড় ধৃষ্টতা! আর নূতন ছাত্রীটার সাম্‌নে! কি বদ্‌ দৃষ্টান্ত! (উচ্চে) পারুল!

পারুল। বলুন।

তাপসিনী। বিজনবালার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে?

পারুল। হয়েছে।

তাপসিনী। এইটিই আমার প্রিয় ছাত্রী, আশা করি তোমাদের বেশ বন্ধুত্ব হবে। এখানকার আইনকানুনের সঙ্গে সেই তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে। এখানে অনেকে রয়েছে, যাদের অবাধ্যতা সম্বন্ধে তোমাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি—কিন্তু পারুলের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, বুঝ্‌লে ?

অবিনাশ। হাঁ।

তাপসিনী। তাহলে আমি যাই—তোমাদের পরিচয় বাড়িয়ে তুলো। (যাইতে যাইতে পারুলের প্রতি জনান্তিকে) বেচারি, ভারি একা বোধ কর্চ্ছে। বাড়ী থেকে এই তার প্রথম নির্ব্বাসন। তুমি তাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে আশা করি।

পারুল। তা দেব। (সঙ্গে সঙ্গে গেল)—{ তাপসিনী নিষ্ক্রান্ত }

অবিনাশ। (স্বগত) সারা দিন তারা দেখ্‌ছি নমস্কারই ক'রে যাচ্ছে। এই মেয়েটাও চলে গেলে বেশ হতো। একে ভয় কচ্ছে আমার।

পারুল। (ফিরিয়া আসিয়া) বিজন !

অবিনাশ। এ্যাঁ ? কি ?

পারুল। তোমাকে বিজন বলেই ডাক্‌বো, কেমন ভাই ? (নিকটে বসিল)

অবিনাশ। আচ্ছা।

পারুল। আমাকে বাড়ীতে ডাকে লেবি—তুমি ভাই বলে ডেকো।

অবিনাশ। ডাক্‌ব।

পারুল। আমার আসল নাম অবিশ্যি পারুল সোম, ডাক নাম লেবি।

অবিনাশ। বেশ আদরের নামটি—আর তুমিও বেশ মেয়ে।

পারুল। তুমি সত্যি তাই মনে কর, বিজন ?

অবিনাশ। তা অনেকটা—করি বৈকি, পারু—লেবি !

পারুল। ভাই, তুমি অমন কচ্ছ কেন ?

অবিনাশ। বড্ড গরম, ভাই।

পারুল। তোমাকে প্রথম দেখেই আমার বেশ লেগেছে।

অবিনাশ। তাতে তোমার সুরুচির পরিচয় পাচ্ছি।

পারুল। তোমার গাল গুলো এমন খড় খড় কচ্ছে কেন, ভাই ?

অবিনাশ। না। ও কিছু নয়।

(পারুলের গান)

প্রথম চাহনি আঁখিতে আঁখিতে
নীরবে জানায় প্রাণের ভিতরে,
কারে চায় প্রাণ আপন করিতে !
কার পায়ে চায় আপনা সঁপিতে !
চির জীবনের রুদ্ধ প্রেম ধারা,
ছুটে মনোবেগে পাগল পারা।
আজ যে গো সে ভালবাসিয়াছে—
প্রথম দিঠিতে আঁখিতে আঁখিতে !

পারুল। একটি বন্ধুর জন্যে—সত্যিকার একটি বন্ধুর জন্যে বহুদিন থেকে কামনা ছিল আমার। অন্য মেয়েগুলো সব বাঁদর বিশেষ, অঞ্জনাটা তো সব চেয়ে খারাপ।

অবিনাশ। তাই নাকি ?

পারুল। হাঁ—(উঠিয়া) তুমি কমলা ভালোবাস ?

অবিনাশ। কি বল্লে ?

পারুল। কমলা খেতে ভালোবাস ? বাড়ী থেকে আমাকে অনেক পাঠায়। যত চাও তোমাকে দিতে পারি। (কমলা আনিয়া দিল)

অবিনাশ। ওরে বাপরে ! (পারুলের প্রতি) একটাতেই হবে।

পারুল। কিন্তু বল, তুমি আমাকে ভালোবাস্‌বে এবং তোমার গোপন কথা সব বল্‌বে।

অবিনাশ। (স্বগত) ভারি যে অদ্ভুত হয়ে উঠ্‌ছে ক্রমে ক্রমে।

পারুল। (অবিনাশের কাঁধে মাথা রাখিয়া) কেমন, বাস্‌বে তো ভাই ? (অবিনাশ চম্‌কিয়া উঠিয়া পড়িল) কি হলো ? (উঠিল)

অবিনাশ। কিছুনা—বড্ড গরম লাগ্‌ছে। (সরিয়া গিয়া কমলা খাইতে লাগিল)

পারুল। (নিকটে গিয়া) তোমার চুলে তেল দেওনা বুঝি ?

অবিনাশ। (স্বগত) এ্যাঁ ? সকলেই যে আমার চুলটার দিকে লক্ষ্য কর্চ্ছে দেখ্‌ছি।

পারুল খোঁপায় কি আল্‌গা চুল পরেছ ?

অবিনাশ। বড় নয়। (সরিয়া গিয়া—স্বগত) শিকড় ছাড়া সবটাই—

পারুল। আমার চুল খুব লম্বা, ছাড়্‌লে কোমর পর্য্যন্ত পড়ে। অনেক মেয়ে আল্‌গা চুল লাগিয়ে খোঁপা বাঁধে। কারু কারু আল্‌গা দাঁতও আছে।

অবিনাশ। কৃত্রিম দাঁত? তাই নাকি? (সরিয়া গেল)

পারুল। কি খুঁজছ তুমি?

অবিনাশ। কিছুনা।—আমার রুমালটা। ওঃ, এই তো। (রুমাল বাহির করিতে গিয়া সিগারেট কেইস ফেলিয়া দিল)

পারুল। এটা কি? (কেইস্ কুড়াইয়া)

অবিনাশ। কিছু না। এটা—

পারুল। সিগারেট কেইস্!

অবিনাশ। না, না—এটা—

পারুল। ওঃ বিজন, তুমি সিগারেট খাও!

অবিনাশ। কি যে বল। (স্বগত) কি বলি এখন?

পারুল। ভয় নেই, আমি বল্‌ব না। তা ছাড়া, আমিও খাই। (কেইস দিয়া)

অবিনাশ। (স্বগত) ভারি নষ্ট মেয়ে তো।

পারুল। শিখেছি খেতে—আমার শোবার ঘরে আছে। সিগারেট খেতে খেতে ভাবতে বেশ লাগে প্রিয়জনের কথা।

(গান)

বল্‌তো চাঁদ সরল মনে
কারে তুমি ভালবাস ?
কেগো তোমার মনের মতন,
যাহার আশে তুমি ঘোর ?
সিগারেটের ক্ষণিক দীপ্তি
বল কোন চাঁদের স্মৃতি
জাগিয়ে প্রাণে—ধোঁয়ায় শেষে
ঢাকে প্রেমের নীলাকাশ !

পারুল। অবশ্য তোমার প্রিয় আছে কেউ ?

অবিনাশ। তা—হাঁ।

পারুল। কালো না ফর্সা ?

অবিনাশ। সে মেয়েটি ?

পারুল। মেয়েটি !

অবিনাশ। না ছেলেটি—এই মেয়ে ছেলেই ছেলে মেয়ে—এই—(স্বগত) কি যে বল্‌ছি ! এ যায় না কেন ?

পারুল। কালো ?

অবিনাশ। হাঁ, কালো।

পারুল। আমার প্রিয় সে বিদেশে চলে গেছে—তোমারি মত লম্বা সে—তার কাঁধে এম্‌নি ক'রে মাথা রেখে গলা জড়িয়ে ধরে বস্‌তে কি আরাম !

অবিনাশ। এখন ছাড়ো। চায়ের সময় হয়েছে বোধ হয় ?

পারুল। ওঃ! তোমাকে আমার বড্ড ভালো লাগে!

অবিনাশ। আরে, কমলাটা যে নীচে পড়েছে।

পারুল। আমাদের দুটীতে ভারি মজা হবে, না? (আরো চাপিয়া ধরিল)

অবিনাশ। তা অনেকটা হবেই তো!

পারুল। আচ্ছা, তুমি অমন শক্ত হয়ে থাকো কেন, ভাই?

অবিনাশ। শক্ত! না, ভারি গরম যে!

পারুল। তাইতেই তো পশ্চিম বঙ্গের মেয়েদের আমি ভালোবাসি না। তাদের কিছুতেই মন পাওয়া যায় না। কিন্তু তুমি অন্য রকম!

অবিনাশ। তা, পারুলবালা—

পারুল। না আমাকে লেবি ডেকো।

অবিনাশ। আচ্ছা লেবি!

(অঞ্জনার প্রবেশ। দরজা অৰ্দ্ধ উন্মুক্ত রহিল)

অঞ্জনা। কি কচ্ছ তোমরা?

পারুল। কিছু না। চলে যাও তুমি, আমরা চাইনা তোমাকে। কেমন চাই, বিজন?

অবিনাশ। (উঠিয়া) বাস্তবিক, অঞ্জু—(বেল্ বাজিয়া উঠিল) না অঞ্জনা—

পারুল। ওর দিকে মন দিয়োনা। ঐ চা'য়ের ঘণ্টা পড়লো, এসো, তুমি আমার কাছেই বস্‌বে। (অবিনাশকে টানিয়া লইয়া চলিল)

অঞ্জনা। (নিকটে গিয়া অবিনাশের হাত ধরিয়া টানিয়া) না, বস্‌বেনা। তোমার লজ্জা নেই, কালো আব্‌লুস্ কাঠ?

পারুল। না, আমি কালো নই।

অঞ্জনা। তুমিও ওরি মত নষ্ট! (অবিনাশের মুখে চাপড় দিয়া) কেমন? (নিষ্ক্রান্ত)

পারুল। ওঃ! (অবিনাশের প্রতি) কোথা যাচ্ছ তুমি?

অবিনাশ। অঞ্জু! অঞ্জু! (নিষ্ক্রান্ত)

পারুল। (অনুসরণ করিয়া) বিজন! বিজন! (নিষ্ক্রান্ত)

(তাপসিনী ও টঙ্কারাম হাতীর প্রবেশ)

টঙ্কারাম। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, মিসেস্ দাস। যা খবর পেলুম তাতে নিশ্চয় বলা যায় সে আশে পাশেই কোথায়ও লুকিয়ে আছে।

তাপসিনী। (সোফায় বসিয়া) ইন্‌স্‌পেক্টার গিরীশ বাবুও সেই কথা বল্লেন। কি ধৃষ্টতা!

টঙ্কারাম। লোকটা সাংঘাতিক। আমার মত হচ্ছে এই যে সে এখানো মেয়েটির পিছনে পিছনে আছে। বিয়ে হয়েছে অথবা বিয়ে হয়েছে বলে মনে কচ্ছে সেই দিনই যদি ছাড়াছাড়ি হয় তাহলে একবার হাত পা না ছুড়ে কেউ কারু সম্পত্তি অম্‌নি ছেড়ে দেয় না।

তাপসিনী। অঞ্জনা তার সম্পত্তি নয়। বিয়েটা বিয়েই নয়।

টঙ্কারাম। সে যাই হোক কিন্তু একবার অবিনাশের অবস্থায়

নিজকে ফেলুন তো—মনে ক'রে নিন্ আপনি প্রেমে আকণ্ঠ—(তাপসিনীর কণ্ঠের কাছে হস্ত প্রসারণ করিয়া)

তাপসিনী। (উঠিল) আঃ! একি কচ্ছেন? (কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া) আমি? ডিটেকটিভ্!

টঙ্কারাম। ক্ষমা করবেন। আমি এ কথা ইঙ্গিত কর্চ্ছিনা, এ রকম ব্যাপারটা আপনাকে দিয়ে সম্ভব; কিন্তু ভেবে দেখ্‌বেন—

তাপসিনী। এ বিষয়ে আলোচনাই কর্ত্তে চাই না আমি। এ রীতিমত শ্লীলতার বাইরে। শুন্‌লেই আমার নৈতিক সত্ত্বা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে উঠে! (বসিল)

টঙ্কারাম। তা তো ঠিকই! এ সম্বন্ধে আমারো সেই মত্। আমি নিজেও একজন নৈতিক মানুষ, আপনার মনের অবস্থাটা বেশ বুঝ্‌তে পারি। আপনি যদি আমার বন্ধু বান্ধবদের কাছে খোঁজ নেন, তারা বল্‌বে আমি কি রকম লোক। নৈতিক ব্যাপার কিছু হলেই টঙ্কারামই হলো আপনার উপযুক্ত মানুষ!

তাপসিনী। আমরা আসল বিষয় হতে দূরে চলে যাচ্ছি। বলুন, কি করা যায় এখন?

টঙ্কারাম। (বসিল) এই ব্যাপারে অনেক চিন্তা করা দরকার. আমার সমস্ত বুদ্ধি খাটাচ্ছি এতে। প্রথমতঃ সমস্ত স্থানটা আমি খুঁজে দেখ্‌ব, তারপর আপনার অনুমতি নিয়ে সকাল পর্য্যন্ত আমি এখানে পাহারা দেব।

তাপসিনী। আমার শিক্ষালয়ে ঢুকে খানাতল্লাস করবার দুঃসাহস নিশ্চয়ই আপনি করবেন না।

টঙ্কারাম। ভুল করবেন না—এই মুহূর্ত্তেই সে এখানে লুকিয়ে থাক্‌তে পারে।

তাপসিনী। আমার বাড়ীতে! (উঠিল) ওঃ কি ভয়ঙ্কর। (সরিয়া গিয়া)

টঙ্কারাম। (উঠিল) ভয় পাবেন না। নিকটে কোথাও থাক্‌লে সে আর পালাতে পারবে না।

তাপসিনী। কিন্তু আমার ছাত্রীরা! যে সব অল্পবয়স্কা মেয়েরা আমার হেফাজতে আছে! এমন ভয়ঙ্কর চরিত্রের একটা লোক যদি তাদের কাছে যায় তাহলে তাদের বিপদের কথা মনে করেও যে আমি কাঁপছি।

টঙ্কারাম। ছেড়ে দিন সব আমার উপর—কোনো চিন্তা করবেন না। আমি বাড়ীটা একটু ঘুরে দেখ্‌ব, তারপর সকাল পর্য্যন্ত পাহারা দেব।

তাপসিনী। অসম্ভব! এই বাড়ীতে পুরুষ জাতীয় কোনো লোকই রাত্রিবাস করেনি।

টঙ্কারাম। আমার সম্বন্ধে সে মনে না করলেও পারেন। আমি বিবাহিত মানুষ।

তাপসিনী। সেও তো। বিবাহিত লোকেরাই প্রায়ই বেশী খারাপ হয়।

টঙ্কারাম। হাঁ, কিন্তু বুঝ্‌ছেন না। একথা বল্‌বেন না,

মিসেস্‌দাস। আমি বিবাহিত, ছেলেপিলের বাপ। নৈতিকতাটাই হয়েছে আমার বিশেষ জোরের জায়গা। তা ছাড়া ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে, সারারাত বাইরে থাকা সম্ভব নয়।

তাপসিনী। কিন্তু আমার ছাত্রীরা!

টঙ্কারাম। ছেড়ে দিন তাদেরে আমার উপর। তাদের ঘুমুতে বলুন গিয়ে। তারপর সব নীরব হয়ে গেলে আমি এখানে এসে পাহারা দেব। আমার মনে হয়েছে সে রাত্রিতেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চেষ্টা কর্ত্তে পারে।

তাপসিনী। রাত্রিতেই!

টঙ্কারাম। আপনি জানেন না এই প্রেমিক প্রেমিকাদের। ওরা প্যাঁচার মত—দিনের বেলা চুপ করেই থাকে, কিন্তু রাত্রি হতেই—

তাপসিনী। ডিটেক্‌টিভ।

টঙ্কারাম। ক্ষমা করবেন। একটু দেখেনি এখন। (উঠিয়া জানালার কাছে গেল) এই তো বাগান।

তাপসিনী। হাঁ।

টঙ্কারাম। আমিও ভেবেছিলাম তাই! তাহলে ধরে রাখুন এই পথেই সে আস্‌বে। (তাপসিনী একটি ছোট্ট চীৎকার দিল) যদি আসেই। রোমিও জুলিয়েটের ব্যাপার আর কি! তাদের পত্র ব্যবহার চল্‌ছে মনে করেন?

তাপসিনী। নিশ্চয় চল্‌ছে।

টঙ্কারাম। হুঁ! আচ্ছা, যদি একটু অনুগ্রহ করে চারদিক ঘুরে দেখান—

(অঞ্জনার প্রবেশ—পিছনে অবিনাশ)

অঞ্জনা। ওঃ, আমার সঙ্গে কথা ব'লো না। আমার ঘৃণা ধরে গেছে!

তাপসিনী। অঞ্জনা, তোমাকে তোমার ঘরে যেতে বলিনি?

(অঞ্জনা মাথা নাড়িয়া সরিয়া দাড়াইল)

টঙ্কারাম। ওঃ, এই বুঝি সেই মেয়েটি! আর ওটী!—

(অবিনাশকে দেখাইল)

তাপসিনী। আমার ছাত্রী বিজনবালা দেবী! (বসিল)

টঙ্কারাম। ওঃ! যে মেয়েটাকে গিরীশ বাবুর বাড়ীতে দেখেছিলাম। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে অঞ্জনাকে দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি।

তাপসিনী। তা করুন না। (সরিয়া গেল; অবিনাশ সরিয়া গেল)

টঙ্কারাম। এখন শোন তো। আমি একজন ডিটেক্‌টিভ। যা শুনলুম তাতে মনে হয় তুমি এখনো আবনাশ রায় চৌধুরীর সঙ্গে পত্র ব্যবহার কর।

অঞ্জনা। সে করি না করি আর কারো তাতে মাথা ব্যথার কি দরকার।

টঙ্কারাম। দরকার আছে। সেই ভদ্রলোককে গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট আছে আমার কাছে, আর তুমি যদি সে পথে

বাধা দাও তাহলে আমি শুধু এই কথা বল্‌তে পারি, অঞ্জনা—

অঞ্জনা। বিবাহিতা স্ত্রীলোককে নাম ধরে ডাকার অধিকার কি—

টঙ্কারাম। ওঃ, সে জানি। এখন শোন আমার কথা।

অঞ্জনা। দেখুন, আমাকে বিরক্ত করবেন না। আপনি আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার কর্ত্তে এসেছেন, তা করলেই হয়।

টঙ্কারাম। তাই তো কর্ত্তে চাই—আশাকরি বেশী দূরে নয় সে।

অঞ্জনা। যা ভাবছেন তার চাইতেও নিকটে থাক্‌তে পারে।

(অবিনাশ চম্‌কিয়া উঠিল)

টঙ্কারাম। শুন্‌লেন তো, মিসেস্ দাস ?

তাপসিনী। শুন্‌লুম। ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস্ করবেন না, শোধরানোর অতীত হয়ে পড়েছে সে।

টঙ্কারাম। বেশ ! (বেল বাজিয়া উঠিল) এটা কিসের ঘণ্টা ?

তাপসিনী। ন'টার বেল্—প্রার্থনার সময়।

টঙ্কারাম। ও, রে।

তাপসিনী। আমার সহকারিণীই চালাবে তা আজ।

টঙ্কারাম। তারপর ?

তাপসিনী। মেয়েরা ঘুমুতে যাবে। অঞ্জনা, এক্ষণি যাও তুমি। (অঞ্জনা অগ্রসর হইয়া পিয়ানোর আড়ালে লুকাইল) বিজনবালা, তুমি তোমার ঘর চিনেছো তো ? (অবিনাশ মাথা নাড়িয়া জানাইল চিনিয়াছে) প্রার্থনার পর ঘুমুতে যেও, আমি ঘুমোবার সময় তোমার খোঁজ নিয়ে

যাব। যাও তবে। তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি, অঞ্জনার সঙ্গে যতদূর সম্ভব কম মিশো। (টঙ্কারামের প্রতি) এদিকে আসুন।

টঙ্কারাম। চলুন। (টঙ্কারাম ও তাপসিনী নিষ্ক্রান্ত)

(অঞ্জনা বাহির হইয়া আসিল)

অবিনাশ। অঞ্জু। (তার নিকটে গিয়া)

অঞ্জনা। আমি তোমার অঞ্জু নই! তুমি তো পারুলকেই পছন্দ কর বেশী। (সরিয়া গেল)

অবিনাশ। কি বোকা! সে তো আমার দোষ নয় বাস্তবিক!

অঞ্জনা। সে বাহু দিয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ধরেছিল।
(অন্যদিকে সরিয়া গেল)

অবিনাশ। সে আমি কি করব—সেই তো জড়িয়ে ধরলে—আমি ধরিনি।

অঞ্জনা। অবশ্য সেই ধরেছে। যাক্, তোমাকে ক্ষমা করলুম। কিন্তু আমার যে ভারি ভয় হচ্ছে—সব বুঝি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেই ভয়ঙ্কর ডিটেক্‌টিভ্‌টা আমাদের পিছনে লেগেছে।

গিরীশ। (দরজায়—মতিয়ার সঙ্গে প্রবেশ করিয়া) মিসেস্ দাসকে বল, তাঁর সঙ্গে এখনি আমার দেখা করা দরকার।
(দরজা বন্ধ করিয়া—মতিয়া নিষ্ক্রান্ত)

অবিনাশ। আপনি!

গিরীশ। (রহস্যময় ভাবে) আর দেরী করবার সময় নেই। বাগানের বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে—যেই বাতি নিব্‌বে অমনি! (অন্যদিকে সরিয়া গেল)

(তাপসিনীর প্রবেশ, দরজা খোলা রাখিয়া আসিল)

তাপসিনী। আবার ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু। এই সময়ে!

গিরীশ। হাঁ, মিসেস দাস। সব চলে গেলে, বল্‌ছি আপনাকে কেন এলুম।

তাপসিনী। অঞ্জনা, তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, এখনি ঘুমুতে যাও। বিজনবালা—

অবিনাশ। আছি এখানে।

তাপসিনী। তোমার ঘরে যাও। (অঞ্জনা এবং অবিনাশ নিষ্ক্রান্ত—অবিনাশ দরজার কাছে কাণ পাতিয়া রহিল) আপনাকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে—কাঁপছেন যেন? কি ব্যাপার?

গিরীশ। আমি ঠিকই বলিছি, মিসেস্‌ দাস। বিশ্বাসঘাতক নিকটেই আছে।

তাপসিনী। আঃ! (গিরীশের বাহুর মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল)

গিরীশ। ভয় নেই, আমি তার জন্যে পাহারা দিচ্ছি—আমি আপনাকে বল্‌তে এসেছি, যদি কোন ভুল হয় যে আমি ঐ বাগানে অপেক্ষা করে থাক্‌ব, আর সে যদি নিকটে আসে—

তাপসিনী। রক্তপাত করবেন না, (উঠিয়া) অনুরোধ কর্চ্ছি আপনাকে। এতে আমার শিক্ষালয়ের বদ্‌নাম হয়ে যাবে।

গিরীশ। সেই অবস্থায় তাকে মারতে চাই না আমি। এখন শান্তিতে নিদ্রা যান, মিসেস্ দাস, আমি নিজেই এই বাড়ী, আপনাকে এবং আমার স্ত্রীর ভাইঝিকে পাহারা দেব।

তাপসিনী। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, গিরীশ বাবু।

গিরীশ। (অবিনাশের দিকে) বাড়ীতে কেউ নড়লেই আমি এখানে এসে হাজির হব। (দেখাইয়া) আপনার অনুমতি নিয়ে এই দরজা দিয়ে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। বাগানের দরজা দিয়েই বড় রাস্তায় যাওয়া যায়, দুর্বৃত্ত সেই দিকেই আস্‌তে চেষ্টা কর্‌বে, অথবা মেয়েটা সেই দিকেই পালাবে। আসি এখন তবে, মিসেস্ দাস। (বাগানের দিকে নিষ্ক্রান্ত; অবিনাশ অন্তর্হিত হইল)

তাপসিনী। আমার বুক দুরু দুরু কচ্ছে। (বাগানের দিকের দরজা বন্ধ করিল) এক্ষণি হরবিলাস বাবুকে চিঠি লিখে দেব, তিনি এসে অঞ্জনাকে আর কোথাও নিয়ে যান, এমন আতঙ্ক সইবে না আমার!

(ধপ করিয়া সোফায় বসিয়া পড়িল)

(টঙ্কারামের প্রবেশ)

টঙ্কারাম। দেখে এলুম সব। (তাপসিনী উঠিল) মেয়েরা এবং দাসীরা সব ঘুমুতে গেছে। আপনিও তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন, বাকী সব ছেড়ে দিন আমার উপর।

তাপসিনী। আমার ঘুম হবে না। ভারি শঙ্কিত হয়ে আছি।

টঙ্কারাম। ভয় নেই, আমি আপনার ভার নিলুম।

তাপসিনী। ডিটেক্‌টিভ!

টঙ্কারাম। ক্ষমা করবেন, মিসেস্ দাস। বাড়ীতে দুটো মাত্র পথ—সাম্‌নের দরজায় তালা দেওয়া, আমি এটার দিকে নজর রাখ্‌ব। (বাগানের দিকের দরজা দেখাইল)

তাপসিনী। লোকটা সংঘাতিক হলেও এতটা সাহস করবে সে, যে বাড়ীতে—

টঙ্কারাম। যা খবর পেয়েছি তাতে বোঝা যায় সে আশে পাশেই আছে, আমি শুধু এইটুকু বল্‌তে পারি। তারপর প্রেমে পড়্‌লে লোকে কি কর্‌তে পারে না পারে সে জানি না।

তাপসিনী। আঃ! এসব কথা এখানে উচ্চারণ করবেন না। কি করতে চান আপনি?

টঙ্কারাম। এইখানে আরাম করে বস্‌ব। ওয়ারেণ্ট আমার কাছেই আছে, আর এই হাতকড়ীও আছে—(টবিলের উপর রাখিল)

তাপসিনী। হাতকড়ী ?

টঙ্কারাম। দরকার হতে পারে। একটু সিগারেট খেতে আপনার বোধ হয় আপত্তি নেই ?

তাপসিনী। আমি সিগারেট খাব ?

টঙ্কারাম। না, না—আমার খেতে—

তাপসিনী। কি! এই নারী শিক্ষালয়ে! এ আইন সঙ্গত হবে না—কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায়—

টঙ্কারাম। ধন্যবাদ। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে দুই একটা বাতি নিভিয়ে দিতে চাই—

তাপসিনী। কি, আবার বাতিও নিবাতে চান ?

টঙ্কারাম। দরকার হতে পারে। এই টেবিল ল্যাম্পটা একটু আড়ালে রাখ্‌তে চাই। (তাই করিল) এখন আপনি যেতে পারেন—নির্ব্বিঘ্নে ঘুমুন গিয়ে—মনস্থির করে।

তাপসিনী। যাচ্ছি। (দরজায়) হাঁ, মনে হলো, আপনাকে জানানো উচিত ইন্‌স্‌পেক্টর গিরীশ বাবুও বাগানে পাহারা দিচ্ছেন।

টঙ্কারাম। ওঃ, তাই নাকি! বেশ!

তাপসিনী। ওঃ! এই ভয়ঙ্কর রাতটা পার হয়ে যেতো!

(নিষ্ক্রান্ত)

টঙ্কারাম। ভারি অদ্ভুত রকম শিকারে প্রবৃত্ত হয়েছি। এই কাজের কথা শুন্‌লে বাড়ীর গিন্নী কি বল্‌তো কে জানে। (চাপা হাসিয়া) অবিনাশ যে এবার তার

স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেষ্টা করবে সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই—আর দেরী করবে না। (বসিয়া আবার হাসি) খুব ভালোরকম "হানিমুন্" যাপন হচ্ছে তাদের। তার জন্যে কষ্ট হয়, কিন্তু কর্ত্তব্য! পারলে তাকে ধরতেই হবে আমাকে। এই পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টরটা আবার কোত্থেকে গোলমাল কর্ত্তে এল, তারে আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। (দূরে একটা শিশ দেওয়ার শব্দ শোনা গেল) আমার বিশ্বাস কে শিশ্ দিল। এঁ্যা? কি এটা? সঙ্কেতের মত মনে হলো। (বাগানের দিকে দরজার কাছে গেল) রাস্তায় একটা বাতিও দেখা যাচ্ছে। যা হোক্ একটা কিছু আরম্ভ হয়েছে। (দরজা খুলিয়া) বাগানে কেউ নড়্ছে। একটা চীৎকার এবং ধস্তাধস্তির শব্দ শোনা গেল। এঁ্যা।

মতিলাল। (বাহির হইতে অস্পষ্টভাবে) কে আছ! কে আছ?

গিরীশ। (বাহিরে) চুপ কর, নইলে তোমার গলা টিপে মেরে ফেল্‌ব। (গিরীশ মতিলালকে টানিয়া লইয়া প্রবেশ) এদিকে! দেখি তুমি কে!

টঙ্কারাম। কি ব্যাপার? (বাতি ঘুরাইয়া)

গিরীশ। তুমি কে হে?

টঙ্কারাম। ডিটেক্‌টিভ্ টঙ্কারাম হাতী।

গিরীশ। (স্বগত) সয়তান কোথাকার! (গলা টিপিয়া

মতিলালের প্রতি) চুপ করে থাক ! (টঙ্কারামের প্রতি) আপনি জানেন হয়ত, আমি বাগানে পাহারা দিচ্ছিলুম—(মতিলালকে ঠেলা দিয়া বসাইল)

টঙ্কারাম। মিসেস্ দাস বলেছিলেন তাই—

গিরীশ। ঐ বিশ্বাসঘাতকটার জন্য আমি পাহারা দিচ্ছিলুম, দেখ্‌লুম এই লোকটা রাস্তা হতে হামাগুড়ি দিয়ে আস্‌ছে। অনুসরণ করলুম তাকে—ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লুম, শেষে গলা টিপে ধরে নিয়ে এলুম চুপচাপ, কারণ, সরলা বালিকারা ঘুমিয়ে আছে, হৈ চৈ ক'রে তাদের ঘুম ভাঙ্গাতে প্রবৃত্তি হলো না।

টঙ্কারাম। তা—তো বুঝ্‌লুম, কিন্তু এ কে ?

গিরীশ। এই ব্যাটা সেই অবিনাশটারই লোক হতে পারে।

মতিলাল। না, না, আপনারা বুঝ্‌ছেন না। আমি মতিলাল রক্ষিত, মিসেস্ দাস আমাকে জানেন—আমি মেয়েদের সঙ্গীত শিক্ষা দিই।

গিরীশ। তাই নাকি ? এই মধ্যরাত্রে ?

টঙ্কারাম। এই লোকটাই বলুক না তার কি বলবার আছে।

মতিলাল। আমি সেই মেয়েটির কাছে তাদের কিছুতেই এগোতে দেব না।

টঙ্কারাম। বেশ, বেশ দেখুন, মতি না কি লাল বাবু, এখান থেকে চলে যান আপনি এখন—মেয়েরা এখন আমার

হেফাজতে আছে। বর্ত্তমানে আর তাদের গান শিক্ষা দেওয়া হবে না।

গিরীশ। ঠিক, বের করে দেন একে।

টঙ্কারাম। আর দেখুন, গিরীশ বাবু, আপনি অন্য জেলার পুলিশ, এই ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। এ আমার কাজ, আপনাদের কারো নয়—এ আমার হাতে ছেড়ে দেন।

মতিলাল। আপনি জানেন না। মেয়েটাকে ছিনিয়ে নেবার এ একটা ষড়যন্ত্র।

গিরীশ। আরে চুপ কর না, গানাদার কোথাকার।

মতিলাল। চুপ করব না আমি। (টঙ্কারাম তাহাকে থামাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল) তুমিও অবিনাশের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে আছ বোধ হয়। আমি দেখলুম তুমি ওপরে জানালার দিকে কি ইঙ্গিত করছ—আমি—

গিরীশ। চুপ! সারা বাড়ী জাগাতে চাও নাকি তুমি?

টঙ্কারাম। ঠিক! আপনারা সরে যান সব। আমি একাই সব করে উঠ্‌তে পারব।

মতিলাল। বেশ, যাচ্ছি আমি।

টঙ্কারাম। হাঁ, যেতেই হবে।

মতিলাল। কিন্তু বলে যাচ্ছি—ভোর লাগাদ সেই মেয়েটার উপর আমি পাহারা দেব!

টঙ্কারাম তাহাকে জোরে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল)

গিরীশ। এই লোকটাকে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।

টঙ্কারাম। আর সেই লোকটা বিশ্বাস করে না আপনাকে।

(বাগানের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া)

গিরীশ। মশায়, আমি পুলিশের লোক, আমি এখানে আমারই পরিবারের একটি মেয়েকে নিরাপদে রক্ষা কর্ত্তে এসেছি।

টঙ্কারাম। বেশ, আমার আপত্তি নেই—কিন্তু আমিও এখানে আমার কর্ত্তব্য কর্ত্তে এসেছি, বাইরের লোক এসে এতে হস্তক্ষেপ করবে এ চাইনা আমি। (সরিয়া গিয়া সোফায় বসিল)

গিরীশ। ভারী ঠাণ্ডা রাত্রিটা।

টঙ্কারাম। এর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি ?

গিরীশ। আমার সঙ্গে "ব্রাণ্ডী" আছে, একটু দেব কি ?

টঙ্কারাম। কাজের সময় আমি কখ্খনো মদ খাই না।

গিরীশ। (মদ পান করিল) তাহলে একটা সিগারেট নিন্।

টঙ্কারাম। এটা চলে।

গিরীশ। বেশ সিগার।

টঙ্কারাম। সিগারের ভালোমন্দর বিচারক আমি নই।

গিরীশ। আপনি যখন এখানে আছেন তখন আমার আর কোনো চিন্তা নেই। এখন নিশ্চিন্তে আমি বাসায় ফিরে যেতে পারি। যাই তবে।

টঙ্কারাম। সেই বেশ। (সিগার ধরাইয়া মুখে দিল)

গিরীশ। (বাগানের দরজার কাছে গিয়া—স্বগত) মুস্কিল হয়েছে, শত্রু সব চারদিকে। যাক—আর এক চেষ্টা দেখ্ব। (উচ্চে) আসি তবে। (নিষ্ক্রান্ত)

টঙ্কারাম। কে জানে এই লোকটা ষড়যন্ত্রে কিনা। হয়ত দুটিই আছে। এখন আস্‌লে আমি প্রস্তুত আছি। ইতিমধ্যে এই দরজাটা বন্ধ করে আরামে বসা যাক্। (দরজা লাগাইয়া আসিল) হয়ত এত সাহস করবে না—বিশেষতঃ যদি জানতে পারে আমি এখানে আছি। (সোফায় বসিয়া নিজের বোতল বাহির করিল) গিরীশ বাবুর বোতল থেকে খাইনি—কে জানে কোনো ওষুধ ফষুধ মিশিয়ে এনেছে কি না। (পান করিল) এটি না খেলে তো বুদ্ধিই খেলে না। এখন আবার বাতি আড়ালে রেখে একটু ঝিমোই। আমার অজ্ঞাতে কেউ আর ভেতরে আস্‌তে পারবে না, আমার ঘুমতো ছুঁচোর ঘুম। (আস্তে দরজা খুলিল—হাতে মোমবাতি লইয়া মেয়ের পোষাকে অবিনাশের প্রবেশ) (স্বগত) এঁ্যা? একি? একটি ছাত্রী। এখানে কি কচ্ছে ও? (অবিনাশ শিস্ দিল) শিস্‌ও দিতে পারে! কি কচ্ছ এখানে?

অবিনাশ। (চম্‌কিয়া উঠিয়া) এঁ্যা! কি! একজন পুরুষ!

টঙ্কারাম। বিজনবালা না?

অবিনাশ। হাঁ, আমি বিজনবালা। তুমি কে?

টঙ্কারাম। ডিটেক্‌টিভ টঙ্কারাম হাতী—নীচে এখানে কি হচ্ছে?

অবিনাশ। হচ্ছে! কিছু না। একটু বাগানে বেড়াতে যাচ্ছিলুম।

টঙ্কারাম। এত রাত্রে?

অবিনাশ। সেখানে ঠাণ্ডা আছে।

টঙ্কারাম। বুঝেছি। (স্বগত) ঐ লম্বা চুলওয়ালা গানের মাষ্টারটার কাছে যাচ্ছিল—(উচ্চে) এস এখানে, ভয় নেই।

অবিনাশ। ওঃ, অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে কথা কবেন না, আমার বডড ভয় কচ্ছে। (দরজার কাছে গেল)

টঙ্কারাম। (স্বগত) তাই হয়েছে। ঐ গান শিখিয়েটার সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। চমৎকার মেয়ে শিক্ষালয়টি তো?

অবিনাশ। এখানে—এখানে আপনি কি কচ্ছেন?

টঙ্কারাম। আমি? তা তোমাকে বল্‌তে দোষ নেই, আমি বাড়ীটা পাহারা দিচ্ছি। যা খবর পেলুম তাতে মনে হয় অবিনাশ চৌধুরী তার প্রিয় মেয়েটিকে এখান থেকে আজ সরাতে চেষ্টা করবে। (নিকটে গিয়া) চাও তো আমার চোখের দিকে। আশা করি তুমি তাহাকে এ বিষয়ে সাহায্য কচ্ছ না!

অবিনাশ। না, না, মশায়। তার চাইতে মরণও যে ভালো।

টঙ্কারাম। ওঃ, তার চাইতে মরণও ভালো বল্লে না? হয়ত তোমারো একটী প্রিয় পাত্র আছে কেউ? আচ্ছা,

ভয় নেই, কাউকে বল্‌ব না আমি। প্রেমেতো আমরাও পড়েছি এক সময়, যদিও দেখে তা মনে নাও হতে পারে। কিন্তু আজ রাত্রে তোমার প্রিয় জনের সঙ্গে তুমি মিল্‌তে পারছ না। বরং ঘরে ফিরে যাও।

অবিনাশ। ওঃ, অনুগ্রহ ক'রে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না—বড্ড ভয় কচ্ছে আমার। এই—এইখানে বসি আপনার কাছে—আপনাকে বিরক্ত করব না—বাস্তবিক কোনো রকম বিরক্ত করব না।

টঙ্কারাম। (স্বগত) ওঃ, চমৎকার মেয়েটি! (কৌচে গিয়া বসিয়া—উচ্চে) আচ্ছা, বস না, কিন্তু বুড়ী যদি তোমাকে এখানে দেখ্‌তে পায়—

অবিনাশ। তা পাবেন না। তিনি উপরে, শুনেছি তিনি দরজা লাগিয়ে ঘুমিয়েছেন।

টঙ্কারাম। (সোফায় বসিল) ওঃ! দরজা লাগাতে শুনেছ তুমি।......সিগারেট খাচ্ছি, কিছু মনে ক'রো না।

অবিনাশ। না, না—এ আমার বরং ভালোই লাগে। (স্বগত) একটা পেলে হতো এখন।

টঙ্কারাম। (স্বগত) চমৎকার টাট্‌কা দেখতে মেয়েটিকে। (উচ্চে) মাপ ক'রো। (বোতল হইতে পান করিল)

অবিনাশ। ওঃ, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে!

টঙ্কারাম। ওঃ! তুমি কাঁপছ যে! একটু খাও, এতে দোষ নেই, সামান্য ব্রাণ্ডি, অনেকটা জল মেশানো—ওষুধ

ছাড়া কিছু নয়, বৃষ্টি হয়েছে, ঠাণ্ডা পড়েছে—কাঁপ ছ তুমি বড্ড—দোষ নেই, এতে ভালো হবে।

অবিনাশ। কোনো অনিষ্ট হবে না তো ?

টঙ্কারাম। অনিষ্ট ? না! খুব ভালো হবে—ওষুধ যে!

(অবিনাশ পান করিল)

অবিনাশ। আপনার কম পড়ে যাবে না তো ?

টঙ্কারাম। মোটেই নয়, দুজনের খুব হয়ে যাবে। একটু খেয়ে নাও। (অবিনাশ বোতল সাবাড় করিয়া দিল) একটু!

অবিনাশ। সাবাড় করে দিয়েছি। (বোতল দিল)

টঙ্কারাম। (স্বগত) ওরে বাপ্‌রে, সব্‌টা সাবাড় করলে একেবারে! খুব মেয়ে, বাবা! এখন অনেকটা ভালো লাগ্‌ছে তো ? বেশ, বেশ। আমাকে ভয় ক'রো না, আমি বিবাহিত লোক, যদিও সুন্দরী মেয়ে দেখ্‌লে আমি কখনও মুখ ফিরাইনা।

(আড় চোখে চাহিল)

অবিনাশ। অমন করে কথা বলবেন না। মিসেস দাসকে ডাক্‌বেন না তো ?

টঙ্কারাম। আমি, না। কিন্তু জিজ্ঞেস্ কচ্ছি—মাপ কর্ত্তে হবে—তার নামটা কি ? (শিস্ শোনা গেল) এ্যা!

(উঠিয়া বাগানের দিকের দরজা খুলিল)

অবিনাশ। (উঠিয়া—স্বগত) গিরীশবাবুর সঙ্কেত।

টঙ্কারাম। তারা এখনো আছে—আচ্ছা, থাক, আমি পাহারা দিচ্ছি।

(মোমবাতি হাতে লইয়া অঞ্জনার প্রবেশ)

অঞ্জনা। (স্বগত) ও কচ্ছে কি এখানে ? (তাহাদিগকে দেখিয়া)

টঙ্কারাম। আরে ! এই যে আর একটি। এ্যাঁ ! অঞ্জনা ? এখানে নীচে আস্‌বার তো তোমার কোনো অধিকার নেই।

অঞ্জনা। আমি শুধু বিজনবালাকে খুঁজেছিলুম।

টঙ্কারাম। ওঃ, তাই শুধু ? বেশ, যাও তো, তোমার ঘরে, নইলে মুস্কিলে পড়্‌বে। খবর যা পেলুম তাতে—

অঞ্জনা। ওঃ, সে সব আমরা জানি। বিজনবালা যদি এখানে থাক্‌তে পারে তাহলে আমিও থাক্‌তে পারি।

টঙ্কারাম। না, পার না। আমি—দেখ তোমাদের মত ছাত্রীর নষ্ট হবার মত কিছু না থাক্‌তে পারে—কিন্তু আমি বিবাহিত লোক—বৃহৎ পরিবার— আমার সুনাম নষ্ট হতে পারে।

অবিনাশ। দেখুন, অনুগ্রহ ক'রে ওর উপর রাগ করবেন না !

টঙ্কারাম। রাগ করিনি তো—শুধু—আমি বৃহৎ লোক— বিবাহিত পরিবার—

অঞ্জনা। কি সব বাজে কথা তুলেছে লোকে আমার পালানোর— উপরে থেকে থেকে আমার ভয় কচ্ছে—তাই তো বিজনবালার খোঁজে এলুম।

অবিনাশ। হাঁ, তাকে এখানে থাক্‌তে দিলে আপনাকে এই কমলাটা দেব।

টঙ্কারাম। তা, বেশ, মেয়ে ও। তাতে কি আপত্তি হতে পারে। (সোফায় বসিল—স্বগত) এখন এক জোড়া হয়েছে। (উচ্চে) কি অবস্থা ! একা দুটি সুন্দরীর মাঝে বসে।

অঞ্জনা। ডিটেক্‌টিভ্ মশায়, আপনি বিবাহিত লোক না বল্লেন ?

টঙ্কারাম। হাঁ।

অঞ্জনা। আচ্ছা, কেউ যদি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করে দেয় তো কেমন লাগে ?

টঙ্কারাম। সে ভিন্ন কথা। ভালো লাগ্‌বে তা বল্‌ছি না, কিন্তু সে সব হৃদয়ের কথা এক, আর কর্ত্তব্যের কথা আলাদা।

অঞ্জনা। আপনি ভারি ভীষণ লোক দেখ্‌ছি, আপনাকে একটুও ভালো লাগ্‌ছে না।

অবিনাশ। না, না, অমন কথা ব'লো না—ওঁর চেহারাটা তেমন ভালো না হতে পারে, কিন্তু ভীষণ বলা যায় না কিছুতেই। ওর উপর রাগ ক'রোনা অঞ্জনা।

টঙ্কারাম। এ কথা ব'লো না। আমি মোটেই কড়া নই—বিশেষতঃ মেয়েদের ব্যাপারে—আমি বলছি না যে অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে তোমার ছাড়াছাড়ি হওয়াতে আমি দুঃখিত হইনি। কেমন, হয়েছে তো এখন ?

অঞ্জনা। বাস্তবিক দুঃখিত হয়েছেন ?

টঙ্কারাম। দুঃখিত হইনি এ কথা বল্‌ছি না আমি—কিন্তু এর বেশী দূর যাচ্ছি না আমি, কারণ কর্ত্তব্য কর্ত্তব্যই।

তবে অন্য সময় কচি খুকীও আমাকে দিয়ে যা তা করাতে পারে। আমার গিন্নীও তা জানে—কড়ে আঙ্গুলটি দিয়ে আমাকে সাত মুল্লুক ঘুরিয়ে আন্‌তে পারে। তখন কর্ত্তব্য থাক্‌বে না কাঁধে, তখন এসো আমার কাছে, তখন হয়ত তোমাকে বল্‌ব—"তোমার ভাল হোক—প্রিয়কে পেয়ে সুখী হও" কিন্তু এখন সে অন্য কথা—(অবিনাশ ইতিমধ্যে হাতকড়ী হাতে লইয়া দেখিতেছে—তার প্রতি) দেখ, এটা রেখে দাও।

অঞ্জনা। এটা কি ?

টঙ্কারাম। হাতকড়ী।

অঞ্জনা। কি মজা ! কি করে পর্‌তে হয় এটা ? এই ভাবে ?

টঙ্কারাম। না।

অঞ্জনা। দেখান না, আপনি বেশ মানুষ। (আব্দারের সুরে)

অবিনাশ। ওগো, দেখান না কি করে পরতে হয়।

টঙ্কারাম। এটা ঠিক আইন সঙ্গত নয়, তবে দেখাচ্ছি, এই দেখ এই ভাবে। (নিজের হাতে লাগাইল) দেখ্‌ছ ? এই ভাবে হাত রেখে এম্‌নি ক'রে লাগিয়ে এই রকম করলেই লেগে যায়—তখন আর চাবি ছাড়া খোলা যায় না।

অবিনাশ। (টঙ্কারামের অন্য হাতটি আটকাইয়া) আর এটাও চাবি ছাড়া খোলা যাবে না।

টঙ্কারাম। কি কচ্ছ তোমরা ?

অবিনাশ। চুপ করে থাকুন না একটুকু। অঞ্জু, বাতিটা নিবিয়ে দাও।

(অঞ্জনা দরজা বন্ধ করিয়া পিয়ানোর উপরের বাতি নিবাইয়া দিল,—অবিনাশ নিবাইল টেবিলের উপরের বাতিটা।)

টঙ্কারাম। খুলে দাও।

অঞ্জনা। চুপ কর, মশায়।

টঙ্কারাম। ফন্দী বুঝ্‌তে পারছি সব এখন। অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রের সাথী তুমি। কে আছ এখানে ?

অবিনাশ। (তাহাকে ধরিয়া তাহার মুখে চেয়ারের গদি গুঁজিয়া দিয়া) চুপ্‌ ! (বাহিরে শিষ্‌, অঞ্জনা দরজা খুলিয়া দিল—গিরীশের প্রবেশ)

গিরীশ। এই তো আমি। এসো, মা।

টঙ্কারাম। (মুখে কাপড় গুঁজা এই অবস্থায়) কে আছ ! কে আছ ! খুন ! খুন। পালাচ্ছে ! পালাচ্ছে।

অবিনাশ। যান আপনারা—আমি অনুসরণ করব।

(গিরীশ ও অঞ্জনা নিষ্ক্রান্ত। অবিনাশ টেবিল ক্লথ তুলিয়া লইয়া টঙ্কারামের উপর ফেলিল ; টঙ্কারাম ভীষণ ভাবে ধস্তাধস্তি করিয়া দৌড়িয়া দরজার কাছে গেল। মতিলালের প্রবেশ)

মতিলাল। এ্যাঁ, একি ?

অবিনাশ। চুপ্‌ কর।

মতিলাল। বিজনবালা! তোমাকে অনুরোধ কচ্ছি—

অবিনাশ। সরে দাঁড়াও! (তাহাকে ধরিল)

মতিলাল। কে আছ! কে আছ! (তারা ধস্তাধস্তি করিতেছে সেই সময় তাপসিনী ও মেয়েরা প্রত্যেকে হাতে এক একটি মোমবাতি লইয়া প্রবেশ করিল। রঙ্গমঞ্চ আলোকিত হইয়া উঠিল—অবিনাশ, মতিলালের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত। বাহিরে প্রচণ্ড শব্দ। সকলে চীৎকার দিয়া উঠিল)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দ্বিতীয় অঙ্কের অনুরূপ। প্রাতঃকাল।

(তাপসিনী ও হরবিলাস বাসিয়া আছে। তাপসিনীর অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত অবস্থা দেখা গেল)

হরবিলাস। শান্ত হউন, মিসেস্ দাস।

তাপসিনী। শান্ত হব? আমার নৈতিক সত্বার ঠিক কেন্দ্র স্থানটি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে—এ আঘাত হতে আমি আর সেরে উঠ্‌তে পারব না!

হরবিলাস। আর একবার, মিসেস্ দাস, যা ঘটেছে তার একটা যথাযথ খাঁটি রিপোর্ট দিতে আপনাকে অনুরোধ কর্চ্ছি।

তাপসিনী। আমি চেষ্টা করবো। কিন্তু বলিছি তো আমার মনের নৈতিক সমতা—

হরবিলাস। আপনার মনের নৈতিক সমতার কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে সরকারের কাছে আপনার দায়িত্বের সম্বন্ধে। এ গুরুতর ব্যাপার, অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার, আর আপনার মত আমিও মুস্কিলে পড়েছি। আমার ওয়ার্ড আবার পালিয়েছে—

তাপসিনী। হাঁ, পালিয়েছে। আমার যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্বেও।

হরবিলাস। বলে যান মিসেস্ দাস—বলে যান।

তাপসিনী। চার দিকেই তার উপর পাহারা দেওয়া হচ্ছিল। এক জন ডিটেক্‌টিভ ঘরেই ছিল। এই শিক্ষালয়ে এই প্রথম পুরুষজাতীয় লোক রাত কাটালো, যে নিরীহা সরলা বালিকারা আমার তত্বাবধানে আছে ঠিক তাদের কাছেই।

হরবিলাস। আচ্ছা, কি ঘটেছিল ?

তাপসিনী। গভীর রাত্রে একটা গোলমাল শুনে আমাদের নিদ্রা ভাঙ্‌ল। আমি নীচে বেগে নেবে গেলুম, পিছনে গেল সকল ছাত্রীরা। কি দেখ্‌লুম সেখানে গিয়ে ? (উঠিল)

হরবিলাস। ঠিক তাই তো শুন্‌তে বসে আছি আমি।

তাপসিনী। ডিটেক্‌টিভ হাতকড়ীপরা অবস্থায় মেঝেতে গড়াচ্ছে, আর আমারি এক ছাত্রী একটি পুরুষের আলিঙ্গনে ধস্তাধস্তি কচ্ছে।

হরবিলাস। কোন পুরুষ ?

তাপসিনী। হায়। তাও আমাকে দেখ্‌তে হলো—আমারি একজন শিক্ষক—মতিলাল রক্ষিত।

হরবিলাস। তাই নাকি ?

তাপসিনী। কল্পনা করুন আমার মনের অবস্থা !

হরবিলাস। রেখে দিন আপনার মনের অবস্থা। বলে যান।

তাপসিনী। (বসিল) চেষ্টা করছি—কিন্তু আমার গলা যে কিসে চেপে ধরছে! ঘটনা বল্‌তে যা সময় লাগ্‌ছে তারো অনেক কম সময়ের মধ্যে আমি উপলব্ধি করলুম অঞ্জনা পালিয়েছে, আর বিজনবালাও পালাব পালাব কচ্ছে।

হরবিলাস। বিজন বালা?

তাপসিনী। যে ছাত্রীটির কথা বলেছিলুম আমি—একটি নবাগতা—তার পিসেমশায় ইন্‌স্‌পেক্টর গিরীশ বাবু এনে দিয়েছেন।

হরবিলাস। ঐ ব্যাটা! তাহলে ধরে রাখুন এই মেয়েটা হয়েছে তারি চর।

তাপসিনী। (উঠিল) মতিলাল রক্ষিতও তাই বল্‌ছেন, কিন্তু আমার এ বিশ্বাস হয় না। বিজনবালা বেশ বিনীত নম্র শান্ত মেজাজের ছিল।

হরবিলাস। তারপর কি হলো?

তাপসিনী। হতভাগা মেয়েটা মতিলালের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে করতে বাগানে যাবার খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর একটা প্রচণ্ড শব্দ ও চীৎকার শোনা গেল, আমরা ছুটে গিয়ে কি হয়েছে যখন দেখতে গেলুম তখন বুঝলুম বিজনবালা অন্তর্হিত হয়েছে আর মতিলাল অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে—

তার গা দিয়ে রক্ত বইছে। ইতিমধ্যে ডিটেক্‌টিভ্‌ পলায়িতাদের পিছনে ছুটে বেরিয়ে গেছে। ওঃ, হরবিলাস বাবু—হরবিলাস বাবু, সে এখনো ফেরেনি।

হরবিলাস। (উঠিল) ব্যাপার তো পরিষ্কার। আপনারি নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে—আমি অসঙ্কোচে বলছি—আপনারি নির্ব্বুদ্ধিতা এবং অন্ধতার জন্যে অবিনাশ চৌধুরীর একজন মেয়ে গুপ্তচর এই বাড়ীতে ঢুকেছিল—আমার ওয়ার্ডকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে ষড়যন্ত্র ঠিক করা ছিল—আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে! (সরিয়া দাঁড়াইল)

(মতিয়ার প্রবেশ)

মতিয়া। মতিলাল বাবু আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চাচ্ছে।

তাপসিনী। তাকে বল—

হরবিলাস। এই লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার, তার কি বলবার আছে শুন্‌তে হবে। তাকে নিয়ে এস। (মতিয়া নিষ্ক্রান্ত) এটাও অসম্ভব নয় যে সেও এই ষড়যন্ত্রে আছে। (মতিলালের প্রবেশ। তার অবস্থা শোচনীয়, নানা স্থানে কেটে গেছে, পটি বাঁধা। একটা চোখ ব্যাণ্ডেজ করা) আপনার নাম মতিলাল রক্ষিত, আর আপনি এখান কার সঙ্গীত শিক্ষক?

মতিলাল। হাঁ।

হরবিলাস। অনুগ্রহ করে আমার কথার উত্তর দিন, কোনো রকম মন্তব্য প্রকাশ না করে।

মতিলাল। কোনো মন্তব্য তো প্রকাশ করিনি।

হরবিলাস। করবেনও না।

মতিলাল। যেমন খুসি, কিন্তু মিসেস্ দাস জানেন—

তাপসিনী। (মুখ তুলিয়া) অনুগ্রহ করে আমার কাছে আর আপীল করবেন না, মশায়।

হরবিলাস। আমার কথায় শুধু মনস্থির করুন। (মতিলাল বসিল। হরবিলাস সোফায় বসিয়া) দেখুন মশায়, ঠিক করে সব বলবেন। শুন্‌লুম কাল রাত্রে শিক্ষালয়ের আশে পাশেই আপনি ছিলেন ?

মতিলাল। ছিলুম।

হরবিলাস। এত রাত্রে আপনি কচ্ছিলেন কি এখানে ?

মতিলাল। কি কর্চ্ছিলুম ?

হরবিলাস। হাঁ, কি কর্চ্ছিলেন ? কবার বলব ?

মতিলাল। আমি পাহারা দিচ্ছিলুম।

হরবিলাস। ওঃ, পাহারা দিচ্ছিলেন, কাকে ?

মতিলাল। আমার মনে হয়েছিল আমার ছাত্রী অঞ্জনা বসু কাল রাত্রেই পালাতে চাবে। আমার মনে হয়েছিল তারা কাল রাত্রেই তাকে সরাতে চেষ্টা করবে—আমি

সেখানে ছিলুম তাকে রক্ষা করতে; দরকার হলে নিজের প্রাণ দিয়েও।

হরবিলাস। বলে যান—কি বলেন—সাবধান।

মতিলাল। তারপর আমি দেখলুম গিরীশ দত্ত বাড়ীর দিকে এগোচ্চে, শেষে বাড়ীতে ঢুকলে। আমি হামাগুড়ি দিয়ে তার পিছনে গেলুম—দেখলুম অঞ্জনা—

তাপসিনী। অঞ্জনা!

মতিলাল। হাঁ, গিরীশ দত্তর সঙ্গে পালাচ্ছে। তাদের বাধা দিতে পারার আগেই তারা সরে পড়েছে—তারপর ডিটেক্‌টিভ্‌কে সাহায্য করতে যেই ঘরে ঢুক্‌লুম, অম্‌নি দেখ্‌লুম আমাদের আর একটি ছাত্রী একটা টেবিলক্লথ তুলে তার উপর ছুড়ে ফেলে দিলে। আমি চীৎকার করে তাকে থাম্‌তে বল্লুম—সে আমার গলা টিপে ধরলে—দুজনে কুস্তি আরম্ভ হলো—শেষে একটা প্রচণ্ড শব্দ—চোখে একটা রক্তবর্ণ আলো—ভূমিকম্প—আর কিছু মনে নেই! (বসিল)

হরবিলাস। সিঁড়ী দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেছিলেন বোধ হয়।

মতিলাল। জানি না। তারপর চৈতন্য হলে দেখলুম—ডাক্তার পটি বাঁধছে—সারা জীবনের জন্যে বিকলাঙ্গ হয়ে রইলুম!

তাপসিনী। (হরবিলাসের প্রতি) আমি যা যা বলিছি ঠিক তাই। (মতিলালের প্রতি) মতিলাল বাবু—

হরবিলাস। সাক্ষীকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। এখন, শুনুন, মহাশয়—

মতিলাল। শুনছি, কিন্তু—(চেয়ার হইতে উঠিল)

হরবিলাস। আপনার কাহিনীটি বিশ্বাসযোগ্য হতো একটা বিশেষ কারণ বর্ত্তমান না থাক্‌লে। আপনি আমাদেরে বিশ্বাস কর্‌তে বলেন যে আপনি একটি বলিষ্ঠ যুবক হয়ে একটি সুকুমার দেহধারিণী বালিকার সঙ্গে জোরে পারলেন না ?

মতিলাল (উঠিল) সুকুমার দেহধারিণী বালিকাই বটে! বালিকা হলেও সার্কাসওয়ালী তারাবাঈয়ের মত বালিকা আর কি! পুরুষের বাবা!

হরবিলাস। হতেও পারে। কিন্তু আপনি বল্‌ছেন যে এই মেয়েটা অঞ্জনাকে সরিয়ে নেবার যড়যন্ত্রের মধ্যে ছিল ?

মতিলাল। নিশ্চয়! আমি বাধা না দিলে যে তারা শুধু অঞ্জনাবসুকে সরিয়ে নিত তা নয়—সারা শিক্ষালয়টিই উপ্‌ড়ে তুলে নিত—এমন কি এই সম্মানিতা মহিলাটিকে পর্য্যন্ত!

তাপসিনী (চীৎকার করিয়া) ভয়ঙ্কর! ওঃ, বাঁচা গেছে!

হরবিলাস। শান্ত হউন। মশায় যা বল্লেন তার সত্যতা সম্বন্ধে শপথ কর্ত্তে হবে। (উঠিল) আমি নিজে

অবিশ্যি, সরলভাবে বল্‌তে গেলে, ব্যাপারটাকে অসম্ভব মনে করি না। (সরিয়া দাঁড়াইল)

মতিলাল। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন নি, মিসেস্ দাস?

তাপসিনী। (উঠিল) আমাকে অনুগ্রহ ক'রে কোনো কথা বল্‌বেন না। ঘটনা সন্দেহজনক, সম্পূর্ণভাবে সব পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি শিক্ষালয়ে কাজে লাগ্‌বেন না।

মতিলাল। কিন্তু আপনি বুঝছেন না—

তাপসিনী। (উঠিল) যথেষ্ট—মতিলাল বাবু, যথেষ্ট হয়েছে!

মতিলাল। এই বুঝি আমার পুরস্কার! আপনাকে এবং সকলকে এই ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে উদ্ধারের চেষ্টার এই পুরস্কার!

তাপসিনী। থাক—আর নয়।

মতিলাল। খাঁটি সত্যি কথা এ—আর আমি—আমিই শুধু শাস্তি ভোগ করলুম। আমাকে যখন আপনারা বিশ্বাস-ঘাতক এবং ষড়যন্ত্রকারী বলে সন্দেহ কচ্ছের্ন তখন সব বল্‌ছি আপনাদেরে খুলে। আমি—আমি অঞ্জনা বসুকে ভালোবাসতুম, (তাপসিনী ভালবাসার নাম শুনিয়া দুই হাতে কাণ বন্ধ করিল) তাই আমি সেই লোকটার হাত থেকে তাকে রক্ষা কর্ত্তে চেয়েছিলুম।

তাপসিনী। এঁ্যা! অঞ্জনা বসুকে ভালোবাসতেন? আপনি পাগল হয়েছেন।

মতিলাল। (ভীষণ ভাবে) হাঁ, পাগলই হয়েছি। হাঃ, হাঃ, হাঃ। আমি নিজকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়েছি—আমি আমার সৌন্দর্য্য হারিয়েছি—আমি বিকলাঙ্গ হয়েছি—আমার চুলও তারা কেটে ফেলেছে, এখন আপনারা বল্‌ছেন আমি ষড়যন্ত্রকারী। সে হোক্‌গে, আমি তাকে ভালোবেসেছিলাম। হাঃ, হাঃ, হাঃ!

তাপসিনী। দেখুন দয়া করে ভালবাসার কথা এই নারী শিক্ষালয়ে আর বল্‌বেন না। এ হচ্ছে বালিকা বোর্ডিং। এ সব কথা ঠিক নয়।

হরবিলাস। দেখুন, গাধা আর বল্‌বেন না!

তাপসিনী। (মতিলালের কাছে গিয়া) যান এখান থেকে, এক্ষণি বেরিয়ে যান। এই ভয়ানক উক্তির পরে এখানে কোনোকালে আপনার আসা হবে না আর। (সরিয়া গেল)

মতিলাল। বেশ! এই শিক্ষালয়ের ধূলো পা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলুম—কিন্তু সত্যি তাই বলে গেলুম। যা করেছি আমি ভালবাসার জন্যই করেছি—সেই দেবীকে আমি ভালোবেসেছিলুম।

তাপসিনী। (ভালোবাসার নাম শুনিবামাত্র দুই হাতে কাণ বন্ধ করিল) আবার! আবার সেই ভালোবাসার কথা! দেবী!

মতিলাল। এখনো তাকে আমি ভালোবাসি! আমাকে আপনারা বাধা দিতে পারবেন না! কেমন,

শুন্‌লেন তো! অঞ্জনা—অঞ্জনা আমার। (নিষ্ক্রান্ত)

তাপসিনী। এর পর এক্ষণি শিক্ষালয় বন্ধ করে দিতে হয়! একটি ধর্ম্মজীবন দেশের স্ত্রী জাতিকে গড়ে তুল্‌তে নিযুক্ত ছিল, এখন অপমান এবং অশান্তির মধ্যে তার অবসান হলো!

হরবিলাস। হাঁ, সমস্ত ওলট পালট হয়ে গেছে বলেই মনে হচ্ছে।

তাপসিনী। এখানকার বাতাসই দুর্নীতিদুষ্ট হয়ে উঠেছে। ভালবাসার বীজাণু সর্ব্বত্রই ঘুরে বেড়াচ্ছে, বালিকা যুবতীরাই বেশী রকম আক্রান্ত হয়ে পড়েছে—পরিণতবয়স্কদেরও দেখ্‌ছি অব্যাহতি নেই—মতিলালের উপর আমার সব চেয়ে বেশী বিশ্বাস ছিল—তাকেও দুর্নীতির মড়কে ধরেছে! ভয়ানক, ভয়ানক!

টঙ্কারাম। (বাহিরে) বাগানে অপেক্ষা কর। বন্দী সম্বন্ধে সাবধান!

তাপসিনী। ডিটেক্‌টিভ (টঙ্কারামের প্রবেশ—তার ক্লান্ত ভাব, কর্দ্দমাক্ত চেহারা) ফিরে এসেছেন—কি হয়েছে বলুন তাড়াতাড়ি। (সোফায় বসিল)

হরবিলাস। (একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া) বলুন।

টঙ্কারাম। (রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া) আচ্ছা—শিকারের পিছেই ছুটেছিলুম, বা বা। (হাত পা ছাড়িয়া বসিল)

হরবিলাস। কিন্তু সফল হয়েছেন তো? ধরেছেন?

টঙ্কারাম। ধরেছি।

হরবিলাস। অবিনাশ চৌধুরীকে?

তাপসিনী। অঞ্জনা বসুকে?

টঙ্কারাম। সময় দিন না। মেয়েটা ঐখানে আছে! ঠিক ধরেছি তাকে!

তাপসিনী ও হরবিলাস। অঞ্জনাকে?

টঙ্কারাম। না, অন্যটিকে!

তাপসিনী। বিজনবালাকে? (হরবিলাস বসিয়া পড়িল)

টঙ্কারাম। হাঁ, বিজনবালাকে। আচ্ছা ভোগই ভুগিয়েছে। কি ক'রে কি হলো শুনুন। দরজা দিয়ে যখন বেরিয়ে গেলুম, দেখ্‌লুম একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে রাস্তায়। আমি সেই দিকে ছুট্‌লুম, যেতে না যেতেই মেয়েটি ভিতরে লাফিয়ে উঠ্‌লে—তারপর ডাক্‌লে "এস, এস"! "দাড়াও"! আমি চীৎকার দিয়ে বল্লুম। তারপর দেখ্‌লুম অন্য মেয়েটি বাগান দিয়ে ছুটে আস্‌ছে। সে বলে উঠ্‌লো—"গাড়ী হাঁকিয়ে চলে যাও, আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রো না।" এই কথা বলেই ঐ গানের মাষ্টারটিকে যেমন গলা টিপে ধরেছিল তেমনি করে গলা টিপে ধরলে!

তাপসিনী। আশ্চর্য্য! ভীষণ ব্যাপার!

টঙ্কারাম। গাড়ী চলে গেল, আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলুম—

মেয়েটা আমাকে বুনো বেড়ালের মত টুঁটি চেপে রইলো।

তাপসিনী। আরে বাবা!

টঙ্কারাম। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে সে দৌড়াতে আরম্ভ করলে। আমিও উঠে ছুট্‌লুম পাছে, আমারো রক্ত চেপেছিল মাথায়—ভাবলুম—"ওটিকে ধরতে পারি বা না পারি, তোমাকে ছাড়্‌ব না।"

হরবিলাস। (উঠিল) অদ্ভুত! আপনার গাড়ীর পিছনে ছুটা উচিত ছিল!

টঙ্কারাম। গাড়ী ততক্ষণে পূরো বেগে কোথায় চলে গেছে! সে ধরা সম্ভব ছিল না।

হরবিলাস। তারপর?

টঙ্কারাম। আমি উঠে তো অকথ্য অশ্লীল ভাষায় গালি গালাজ কচ্ছি (তাপসিনী কাসিল) ক্ষমা করবেন—বেশী কিছু বলিনি, আর যা বলিছি তাও শুনবার লোক ছিল না। মেয়েটা দৌড়ে ছুট্‌লে, আমিও ছুট্‌লুম পিছনে পিছনে! বেড়া ডিঙ্গিয়ে, খাল ডিঙ্গিয়ে, কখনো গলির ভেতরে, কখনো বাইরে—ঠিক যেন শিকার! চমৎকার বেড়া ডিঙ্গাচ্ছিল মেয়েটা!

হরবিলাস। আর আপনাকে উল্টো পথে দূরে নিয়ে যাচ্ছিল।

টঙ্কারাম। সে ভাববার সময় ছিল না আমার। আমি শুধু দৌড়াতেই লাগলুম—শেষে তার কাছে এসে পড়লুম

—তার পেটিকোট (তাপসিনী কাসিল) কাঁটায় আট্‌কে তার গতিরোধ করলে। আমরা একটা বেড়ার কাছে এলুম, সে পালিয়ে পার হয়ে গেল, আমিও পার হলুম, তখন সম্মুখে পড়্‌ল একটা ডোবা! খুব ভোগটাই ভুগ্‌তে হয়েছে।

হরবিলাস। উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে, বোকার মত কাজ করার আক্কেল!

টঙ্কারাম। ধন্যবাদ আপনাকে! আপনি বেশ সরল খোলা খালা লোক দেখ্‌ছি।

হরবিলাস। বলে যান, বলে যান।

টঙ্কারাম। বলে যান? একটা ষ্টিম এঞ্জিনের মত সারারাত ছুটেছি! তখন আর কি করব—সহরে ফিরে এসে সব জায়গায় তার করে দিলুম থানায় থানায়! তার চাইতে বেশীতো কিছু করা সম্ভব ছিল না, কাজেই খবরের জন্যে অপেক্ষা করে রইলুম।

হরবিলাস। ওঃ! তাই করলেন? বেশ লোক আপনি।

টঙ্কারাম। দেখুন আমি এই কেইস্‌ হাতে নিয়েছি, পলাতকদের উপর দৃষ্টি সে আমারই আছে, ব্যাপার ছেড়ে দিন আমারি কাছে।

হরবিলাস। আপনি সব নষ্ট করেছেন। গাড়ীর পিছনে ছুটা উচিত ছিল আপনার।

টঙ্কারাম। (উঠিল) ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া হ'লে তাই কর্ত্তুম।

(সকলে উঠিল) কিন্তু কি করিছি আমি বল্‌ছি—চুপ করে অপেক্ষা করিছি আমি। যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই পিছিয়ে পড়্‌তে হয় এই হচ্ছে আমার কাজের মটো, তাতে কি ফল হয়েছে দেখে নিন্। আজ সকালে যেই এখানে রোয়ানা হয়েছি—গ্রামের একটি লোক এসে বল্লে—"আপনি না ডিটেক্‌টিভ্? স্কুল থেকে একটি মেয়ে পালিয়েছে তাকেই খুঁজ্‌ছেন-তো?" কি ক'রে জান্‌লে জানিনা—বল্লুম "হাঁ"। সে দন্ত বিকাশ করে বল্লে "সে আমাদের এক খড়ের গাদার আড়ালে লুকিয়ে আছে।"

হরবিলাস।
তাপসিনী। } অঞ্জনা?

টঙ্কারাম। না, অন্য মেয়েটি। আমি দুজন কনষ্টেবল নিয়ে তক্ষণি গেলুম এবং তাকে ধরলুম। সে আবার যুদ্ধ ঘোষণা করবার চেষ্টা কচ্ছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি তার হাতে হাতকড়ী পরিয়ে দিলুম এবং এখানে ফিরিয়ে নিয়ে এলুম।

হরবিলাস। ঠিক যেটিকে চাইনি সেইটিকেই নিয়ে এসেছেন আপনি।

টঙ্কারাম। আপনার দিক দিয়ে বিচার ক'রে বল্‌ছেন। অপেক্ষা করুন না, আমিইতো এর ভার নিয়েছি।

হরবিলাস। আচ্ছা, নিয়ে আসুন তাকে—তাকে জিজ্ঞেস্ কচ্ছি কিছু।

টঙ্কারাম। জিজ্ঞেস করবেন—উত্তর খুব ভালোই পাবেন! এমন একগুঁয়ে এবং বাক্যহীন খুব কমই দেখেছেন। (দরজায় গিয়া) এই! নিয়ে আয়তো এখানে বন্দিনীকে। (কনেষ্টবলগণ অবিনাশকে ধরিয়া নিয়া আসিল। এখনো তার স্ত্রীলোকের পোষাক—কিন্তু তার বিধ্বস্ত চেহারা—পোষাক ছিঁড়িয়া গিয়াছে—সব আলুথালু, হাতে হাতকড়ী। কনেষ্টবলদের প্রতি) বাইরে দাঁড়া গিয়ে। (কনেষ্টবলগণ নিষ্ক্রান্ত—অবিনাশকে একটা আসনে ঠেলিয়া বসাইয়া) দেখ, আর তোমার কোনো কৌশল খাটছে না। (অবিনাশ ঘাড় নাড়িল)

হরবিলাস। এই কি সেই শান্ত নম্র মেয়েটি যার কথ বলেছিলেন আপনি?

তাপসিনী। হাঁ, আমি নিশ্চয় বলছি আপনাকে—

হরবিলাস। থাক্। দেখ, বিজনবালা, এই তোমার নাম কি? (নিকটে গিয়া)

অবিনাশ। হতেও পারে, নাও হতে পারে।

হরবিলাস। তোমাকে বলছি, ভারি মুস্কিলের অবস্থায় পড়েছ তুমি। আমাদের এ মনে করবার কারণ আছে যে তুমি একজন ফেরারী আসামীর মাইনেকরা চর—সেই আসামীকে গ্রেপ্তারের জন্যে আমাদের কাছে

ওয়ারেণ্ট আছে—তুমি তাকে বিচারের কবল থেকে পালাতে সাহায্য করেছ, আর—

অবিনাশ। ওঃ, সংক্ষেপে করুন, তা আপনি যেই হোন না কেন। বক্ বক্ করবেন না !

(হরবিলাস টেবিলের পিছনে সরিয়া গেল)

হরবিলাস। বক্ বক্ করবেন না ! বক্ বক্ তো আমি কবব। আর ধৃষ্টতা দেখাতে হবে না, বলে দিচ্ছি।

(অবিনাশ বিদ্রূপের সুরে হাসিয়া উঠিল)

টঙ্কারাম। বলিনি আপনাকে !

তাপসিনী। (অবিনাশের নিকটে আসিয়া) বিপথচালিতা হতভাগিনী মেয়ে ! (অবিনাশ পিছন দিয়া বসিল। তাপসিনী পিছাইয়া আসিল)

টঙ্কারাম। এমন শয়তান মেয়েও তো কোথা দেখিনি।

হরবিলাস। (টঙ্কার কাছে গিয়া) ঠিকই বলেছেন, কোনো সন্দেহ নেই যে এ অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে আছে ! এখন কথা হয়েছে, একে নিয়ে কি করা যায়।

টঙ্কারাম। পুলিশ ষ্টেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আক্রমণ এবং আঘাতের "চার্জ্জ" আমিই আন্‌ব তার বিরুদ্ধে।

তাপসিনী। কিন্তু কেলেঙ্কারিটা ! আমার শিক্ষালয়ের অপমান।

টঙ্কারাম। সে আপনি জানেন।

তাপসিনী। আর আসলে সে একটা নিরুপায় বালিকা ছাড়া তো কিছু নয় !

টঙ্কারাম। নিরুপায়! সঙ্গীত শিক্ষককে জিজ্ঞেস্ করুন, আমাকে জিজ্ঞেস্ করুন! একেই বলে নিরুপায়।

হরবিলাস। (তাপসিনীর প্রতি) আপনি কি কর্ত্তে বলেন ?

তাপসিনী। সে স্বভাবতই একটু উত্তেজিত আছে। আমি তার সঙ্গে কথা বলে দেখি।

টঙ্কারাম। শিক্ষা হবে। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি অপেক্ষা ক'রে থাকব, জিজ্ঞেস করে নিন। নিরুপায়! বাবা! (নিষ্ক্রান্ত)

হরবিলাস। (দরজায়) আস্ত বর্ব্বর। বাবা! (নিষ্ক্রান্ত)

তাপসিনী। দেখ, মা, আমার কথা শুনবে ? মিছামিছি কড়া হতে চাই না আমি, আমার কাছে যদি সরলভাবে আন্তরিক অনুতাপের সহিত সব বল তাহলে তোমার অপকর্ম্মের ফল থেকে তোমাকে রক্ষা করতে চেষ্টা কর্ত্তে পারি—(অবিনাশ উঠিয়া গিয়া সোফায় বসিল) কথার দরকার নেই—দরকার নেই। বিজনবালা, আমি বুঝতে পারছি। ষড়যন্ত্রকারীর হাতে তুমি শুধু যন্ত্রবিশেষ। (অবিনাশ হাসিয়া উঠিল) আমি ডিটেক্‌টিভকে বলব তোমার আত্মীয়দের কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে। কিন্তু এই অবস্থায় তুমি আমার শিক্ষালয় ছেড়ে যেতে পার না—তাতে কেলেঙ্কারী হবে। তুমি যাও—গরম জলে স্নান ক'রে কাপড় চোপড় বদলিয়ে

এস—তারপর এখান থেকে যাবে। ওঃ! তোমার জন্যে কষ্ট হচ্ছে। (নিষ্ক্রান্ত)

অবিনাশ। বেশ গোলটি পাকিয়ে তুলেছি! ঐ ডিটেক্‌টিভ্‌-টাকে সারা দেশ ঘুরিয়ে শেষে কি না এইভাবে ধরা পড়ে আস্‌তে হলো! সৌভাগ্যক্রমে বোকাটা টের পায় নি কাকে ধরেছে, আমিও টের পেতে দিই নি। কিন্তু শীগ্‌গীরই সব বেরিয়ে যাবে, কামানো হয়নি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ গজিয়ে যাবে এখনি। (বাগানের দরজার কাছে গিয়া চাহিয়া) পুলিশ অপেক্ষা করে আছে—এদিকে পালানোর কোনো উপায় নেই—কিন্তু একবার যদি এই হাতকড়ী খুল্‌তে পারতুম তাহলে দেখ্‌তুম চেষ্টা করে। (ফিরিয়া চেয়ারে বসিয়া) এখন চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু অঞ্জনার কি হলো কে জানে? গিরীশ বাবুর সঙ্গে নিরাপদেই কোথায়ও আছে নিশ্চয়। বেচারি, কত চিন্তাই না জানি করছে সে!

(পারুল সোমের প্রবেশ। সাবধানে উঁকি দিয়া দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া অবিনাশের গলা জড়াইয়া ধরিল)

অবিনাশ। কি, পারুল?

পারুল। তুমি তাহলে! আমি ভারি দুঃখিত হয়েছি!

অবিনাশ। হুঁ!

পারুল। জানি সব! তোমার নিশ্চয় একটি প্রিয়পাত্র আছে, তারি সঙ্গে পালাতে চেয়েছিলে—আর এই নিষ্ঠুর পাজি লোকগুলো তোমাকে ফিরিয়ে এনেছে!

অবিনাশ। হাঁ।

পারুল। তোমার গলা যে ভারি মোটা হয়ে গেছে! একি! তোমার হাতে যে হাতকড়ীও দিয়েছে।

অবিনাশ। হাঁ। খুল্‌তে পারবে?

পারুল। (চেষ্টা করিয়া) পারব না। কি অদ্ভুতই দেখাচ্ছে তোমাকে! (উঠিল) তোমার চুলগুলো কেমন হয়ে গেছে—(পিছনে দাঁড়াইয়া চুল গুছাইতে গেল) তোমার কাপড় চোপড়ও ছিঁড়ে গেছে। থাক্‌গে, চিন্তা ক'রোনা—আর একবার সফল হবে।

অবিনাশ। তোমার সঙ্গে সিগারেট আছে কি?

পারুল। আছে। (কেইস বাহির করিয়া সিগারেট অবিনাশের মুখে দিল) এই নাও।

অবিনাশ। তুমি বেশ মেয়ে!

পারুল। আমাদের বন্ধুত্ব ঠিক আছে তো এখনো?

অবিনাশ। তা আছে বৈ কি!

পারুল। তোমার প্রতি আমার সহানুভূতি হচ্ছে! আমিও অনেকবার পালাতে চেয়েছি।

অবিনাশ। সিগারেটটা ধরিয়ে দাও।

পারুল। ওঃ! ঠিক—কি বোকা আমি, ভুলেই গেছ্‌লুম।

(দেশলাই ধরাইয়া) এই নাও। আমি কেয়ার করি না—আমিও একটা খাব, (অবিনাশ দেশলাই ধরাইল) বাঃ! কি ক'রে ধরালে! কোথায় শিখলে? (অবিনাশ সোফায় বসিল; সিগারেট ধরাইল) ওঃ! এখন যদি মিসেস্ দাস দেখ্‌তে পায় তো রাগ করবে না?

অবিনাশ। উপায় নেই। ফাঁসী গেলেও এখন আমার সিগারেট না ফুঁকে উপায় নেই।

পারুল। বেশ লাগ্‌ছে না?

অবিনাশ। চমৎকার!

পারুল। এরকম আংটী বানাতে ধোঁয়া দিয়ে তুমি?

অবিনাশ। তা পারি।

(টঙ্কারামের প্রবেশ)

টঙ্কারাম। বাঃ! (নিকটে আসিয়া) এসব কি? আশ্চর্য্য মেয়ে দেখ্‌ছি! তারপর দেখ্‌ছি ব্রাণ্ডি সোডার দরকার হবে।

অবিনাশ। দিয়েই দেখ না।

টঙ্কারাম। আবার এক জোড়া দেখ্‌ছি!

পারুল। ওঃ, ওর প্রতি রাগ ক'রো না। বেশ মেয়ে ও। ওকে চমৎকার লাগে আমার।

টঙ্কারাম। তাই নাকি? তবে তার সঙ্গে তোমার ছাড়াছাড়ি হবে—

অবিনাশ। কারণ আমি এখন ওর সঙ্গে ঘরের বার হচ্ছি—অর্থাৎ কিনা ইলোপ কচ্ছি।

পারুল। হাঃ, হাঃ, হাঃ।

টঙ্কারাম। এই বুঝি স্কুলের মেয়ে!

অবিনাশ। তা নয় তো কি?

টঙ্কারাম। তোমরা সবেই সিগারেট খাও?

পারুল। অনেকেই খায়, না ভাই বিজন?

অবিনাশ। হাঁ।

টঙ্কারাম। আচ্ছা স্কুল তো বাবা, মিসেস্ দাসের! এমনটি তো শোনা যায় নি কোথাও। সকলের উপর টেক্কা দিয়েছে। (অবিনাশের নিকট গিয়া) তা এখন প্রস্তুত তো যেতে! (অবিনাশ টঙ্কারামের মুখের উপর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িল—তাপসিনী ও হরবিলাসের প্রবেশ। পারুল ও অবিনাশ সিগারেট লুকাইয়া ফেলিল)

তাপসিনী। ডিটেক্‌টিভ্!

টঙ্কারাম। বলুন।

তাপসিনী। আমরা এ বিষয়ে আলাপ কচ্ছিলুম—আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে—

হরবিলাস। আমাকে বল্‌তে দিন। (টঙ্কারামকে দূরে নিয়া) আসল কথা কি, এই বিষয়টা চেপে রাখাই সকল পার্টির মঙ্গল বলে মনে হলো আমাদের। সকল ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ার মানে হচ্ছে একটি সম্মানিতা মহিলার সর্ব্বনাশ।

টঙ্কারাম। তার কোনো উপায় নেই, মশায়।

হরবিলাস। আপনার হাতে উপায় আছে। ঐ মেয়েটিকে যেখানে আছে বর্ত্তমানে সেখানেই থাক্‌তে দিন।

তাপসিনী। হাঁ, সে নিশ্চয় মূল্যবান খবর সব দিতে পারবে।

হরবিলাস। আর এও মনে রাখবেন—মিসেস্ দাসের জন্য এটুকু করলে আপনার সেই কার্য্য সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাবে। (টাকার ইঙ্গিত করিল)

তাপসিনী। বিশেষ ভাবে।

হরবিলাস। খুব বিশেষ ভাবে।

তাপসিনী। যতদূর সম্ভব বিশেষ ভাবে।

টঙ্কারাম। ওঃ, সে অবস্থায় আমার মানতেই হবে। হাতকড়ী খুলে দেব ?

হরবিলাস। হাঁ।

টঙ্কারাম। (অবিনাশের প্রতি) এখানে! (অবিনাশকে ইঙ্গিত করিল) হাত তুলে ধর। (অবিনাশ তাই করিল। টঙ্কারাম হাতী হাতকড়ী খুলিয়া দিল) হলো তো। এখন কি চলে যাবে ?

হরবিলাস। না, এখানেই থাকবে আজ—পরে বিবেচনা করব—তাকে নিয়ে কি করা।

তাপসিনী। বিজনবালা, যাও, খাবার ঘরে বস গিয়ে।

পারুল। তার সঙ্গে আমি যেতে পারি ?

তাপসিনী। যাও, এই বিপথগামিনীর উপর তোমার প্রভাব উপকার করবে।

পারুল। এস, বিজন। (তাকে জড়াইয়া ধরিয়া নিষ্ক্রান্ত)

টঙ্কারাম। ওর লাফানোর কথা বলিছি কি? রহস্যময় ব্যাপার। আপনারা কল্পনা কর্ত্তে পারেন না এমন কিছু আছে এর মধ্যে। এ তলিয়ে দেখ্‌তে আমারই বুদ্ধির দরকার। আমি সে ভার নিয়েছি। (নিষ্ক্রান্ত)

হরবিলাস। এই ডিটেক্‌টিভটা একটা অহঙ্কারী গাধা! রীতিমত অপদার্থ বনে গেছে। (উঠিয়া) যাই, এখনি আমাকে সহরে ফিরতে হবে। এখন সরকারকে সব জানাতে হবে—তা ছাড়া আর কি উপায় আছে।

তাপসিনী। হরবিলাস বাবু, আপনাকে অনুরোধ কচ্ছি—

হরবিলাস। আমার কর্ত্তব্য আমাকে কর্ত্তে হবে। যা ব্যাপার দাঁড়িয়েছে আমার ভারি মুস্কিলের কথা—

তাপসিনী। আর আমার? আমার যে সর্ব্বনাশ হয়েছে—একেবারে সব—

হরবিলাস। সরকার আপনাকেই দায়ী করবেন এর জন্যে সন্দেহ নেই, আপনাকে ডেকে জবাবদিহিও করা হবে।

তাপসিনী। সব খবরের কাগজে উঠবে আমার নাম! আমার শিক্ষালয়—(মতিয়ার প্রবেশ) এত দিন দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের অনুগ্রহ এবং অর্থানুকুল্যে টিকে আছে—

মতিয়া। একজন ভদ্রমহিলা এবং একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। (নাম লিখা স্লিপ দিল)

তাপসিনী। একজন ভদ্রমহিলা এবং একজন ভদ্রলোক? (স্লিপেরদিকে চাহিয়া) মোহিতপুরের মহারাণী! (হরবিলাসকে স্লিপ দিল)

হরবিলাস। মোহিতপুরের মহারাণীতো নেই এখন। যিনি এদিকে মোহিতপুরের মহারাজা হয়েছেন তিনি তো বিপত্নীক।

তাপসিনী। (অন্য স্লিপটির দিকে চাহিয়া চীৎকার দিয়া উঠিল) এ্যাঁ!

হরবিলাস। কি হলো?

তাপসিনী। (উঠিয়া গিয়া স্লিপ দিয়া) দেখুন! অন্য নামটা।

হরবিলাস। ইন্‌স্‌পেক্টর গিরীশ চন্দ্র দত্ত!

(গিরীশ ও অঞ্জনার প্রবেশ—মতিয়া নিষ্ক্রান্ত)

গিরীশ। ভালো আছেন তো, মিসেস্ দাস? আপনার সঙ্গে আমার সঙ্গিনী মোহিতপুরের মহারাণীর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

হরবিলাস। আমার ওয়ার্ড!

তাপসিনী। অঞ্জনা বসু!

গিরীশ। অঞ্জনা বসুই ইনি ছিলেন বটে, কিন্তু এখন তিনি মোহিতপুরের মহারাণী।

হরবিলাস। বাজে কথা! (গিরীশের কাছে গিয়া) মশায়, মনে

করবেন না গত রাত্রে আপনি যা করেছেন তা আমরা জানি না, এ কল্পনাও করবেন না—

অঞ্জনা। আমরা তো কিছু কল্পনা কচ্ছি না। এ যে খাঁটি সত্য কথা।

হরবিলাস। তুমি নিশ্চয় পাগল হয়েছ।

গিরীশ। এটা পড়ে দেখুন সন্দেহ হলে—(কাগজ দিল) মোহিতপুরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা গতকল্য ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা গিয়াছেন, তাঁর খুড়তুতো ভাই আমার বন্ধু অবিনাশ রায় চৌধুরী মহারাজা হয়েছেন—তাঁরি স্ত্রী ইনি।

হরবিলাস। এ্যাঁ কি বলেন! সেই দুর্বৃত্তটা!

তাপসিনী। সেই বিশ্বাসঘাতক—সরলা বালিকার—

অঞ্জনা। তিনি দুর্বৃত্ত নন, বিশ্বাসঘাতক নন, কোনো সরলা বালিকার কিছু করেন নি তিনি, তিনি আমার স্বামী—মোহিতপুরের মহারাজা—আমি মোহিতপুরের মহারাণী!

গিরীশ। ঠিক তাই। সব বুঝিয়ে বল্‌তে এবং আপনারা যে মুস্কিলে পড়েছেন তা থেকে আপনাদের উদ্ধার কর্ত্তে আমরা ফিরে এসেছি।

হরবিলাস। যা সন্দেহ করেছিলাম। আমার ওয়ার্ডকে নিয়ে যেতে আপনি সাহায্য করেছেন।

গিরীশ। (মৃদু হাসিয়া) তা করেছি মশায়।

তাপসিনী। আর আপনি আমার কাছে শপথ ক'রেছিলেন—

গিরীশ। করেছিলুম, মিসেস্ দাস। কিন্তু ভালবাসার রাজ্যে সব করা যায়। মিসেস্ দাস, আমি এখন আপনাকে জিজ্ঞেস্ কর্ত্তে এসেছি আমার যে আত্মীয়া মেয়েটিকে আপনার কাছে রেখে গেছিলুম তার কি হলো সেই সম্বন্ধে। তার যদি কোনো অনিষ্ট হয়ে থাকে তো আপনাকেই আমার দায়ী কর্ত্তে হবে।

তাপসিনী। সেই হতভাগিনী মেয়েটা ?

হরবিলাস। যাকে এখানে মিথ্যা পরিচয়ে আনা হয়েছিল—

তাপসিনী। যে আপনার টাকা খেয়ে এসেছে—আপনার গুপ্তচর—

হরবিলাস। সে এখন পুলিসের জিম্মায় আছে।

গিরীশ। কি ?

(মতিয়ার প্রবেশ)

মতিয়া। আপনার কথামত বিজনবালার বাক্স আমরা ভেঙ্গে খুলেছি। তাতে কি আছে ভাব্‌ছেন আপনারা ? বাক্সে আছে—শুধু পুরুষের ধুতি, চাদর, পাঞ্জাবী— (তাপসিনী চীৎকার দিয়া উঠিল) আর একটা ক্ষুরের বাক্স !

হরবিলাস। ক্ষুর ? সে আবার কি জন্যে ?

গিরীশ। দাড়ি গোঁফ কামানোর জন্যে ?

হরবিলাস }
তাপসিনী } দাড়ি গোঁফ কামানোর জন্যে? (বাহিরে উচ্চ চীৎকার)

(পারুল ও অন্যান্য মেয়েদের প্রবেশ)

পারুল। ওঃ! ওঃ!

মেয়েরা। ওঃ, মা।

তাপসিনী। কি হলো?

পারুল। বিজনবালাকে খাবার ঘরে রেখে আমি উপরে গিয়েছিলাম—

তাপসিনী। তারপর?

পারুল। ফিরে এসে দেখি বিজনবালা নেই।

তাপসিনী। নেই?

পারুল। আর ঘরে একটা পুরুষ ছাড়া আর কেউ নেই—একটা ভয়ঙ্কর জলজ্যান্ত পুরুষ—

তাপসিনী। জলজ্যান্ত পুরুষ!

পারুল। পাঞ্জাবী পরে।

তাপসিনী। পাঞ্জাবী পরে!—(এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশ পুরুষ বেশে দরজায় উপস্থিত হইল। সকলে চীৎকার দিয়া উঠিল,—টঙ্কারামের প্রবেশ)

অবিনাশ। অঞ্জনা! (আলিঙ্গন)

তাপসিনী। অবিনাশ রায় চৌধুরী!

হরবিলাস। অবিনাশ রায় চৌধুরী!

টঙ্কারাম। (পিছনে) এত দিনে অবিনাশ চৌধুরী। (সরিয়া দরজার কাছে গিয়া কি ইঙ্গিত করিল)

অবিনাশ। হাঁ। আর গোপন রাখতে না পেরে পালাবার চেষ্টায় ছিলুম, তখনি ঐ মেয়েটি চীৎকার দিয়ে উঠ্‌লে। তা যাক্, আমি আত্ম-সমর্পণ করলুম।

টঙ্কারাম। তা হলে অবিনাশ চৌধুরী, তুমি আমার বন্দী।

তাপসিনী। একটু দাঁড়াও, ডিটেক্‌টিভ্। একি সম্ভব যে আপনি—

গিরীশ। (দন্ত বিকাস করিয়া) আমার স্ত্রীর ভাই ঝি, বিজনবালা।

সকলে। বিজনবালা!

পারুল। বিজনবালা! ওঃ, বিজন।

অবিনাশ। ভয় নেই, লেবি, বাইরে গিয়ে কোনো কথা বল্‌ব না আমি।

অঞ্জনা। (পারুলের প্রতি) বিজনবালা নয়, আমার স্বামী।

গিরীশ। অথবা সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে চাইলে—ইনি হচ্ছেন অবিনাশ রায় চৌধুরী তাঁর জ্যাঠ্‌তুত ভাইয়ের মৃত্যুতে ইনিই হয়েছেন এখন মোহিতপুরের মহারাজা।

অবিনাশ। কি!

গিরীশ। হাঁ, তিনি গতকল্য সকালে প্রয়াগে মারা গিয়াছেন। এ সত্য কথা।

হরবিলাস। মহারাজ, কি অবস্থায় আছেন আপনি, নিঃসন্দেহে

তাহা অবগত আছেন। আমি আপনাকে এখনি গ্রেপ্তার কর্ত্তে পারি।

গিরীশ। তা পরেন, কিন্তু তা করবেন না আপনি।

হরবিলাস। করব না?

গিরীশ। কাঁধের উপর মাথা থাকলে করবেন না। মহারাজা সরকারের কাছে যে ভাবে খুসি ত্রুটী স্বীকার করবেন, আপনি চুপ্ থাকুন।

হরবিলাস। আচ্ছা!

টঙ্কারাম। সে তো বুঝ্লুম, কিন্তু আমার অবস্থাটা? লাথি, গলাটিপা তো খেয়েছি। তা ছাড়া আপনি আমাকে বোকা ডাক্‌তেও কসুর করেন নি!

হরবিলাস। আমি সে উক্তি প্রত্যাহার করছি এবং এ কথা বলবার ভার নিচ্ছি যে আপনার লাভ বৈ লোকসান হবে না। (অবিনাশ টঙ্কারামের হাতে একটা নোট্ গুঁজিয়া দিল)

টঙ্কারাম। আমি জান্‌তুম বরাবর আপনি অবিনাশ চৌধুরী।

হরবিলাস। হাঁ, অন্ততঃ এখন জানলেন। মহারাজ, আপনার মত লোকের উপর আমাদের কড়া হওয়া সাজে না।

তাপসিনী। কেলেঙ্কারীটা যদি গোপনেই থাকে—

অবিনাশ। তা থাক্‌বে—

তাপসিনী। আমার ছাত্রীরা—

অবিনাশ। আমার উপর ছেড়ে দিন সব। হে আমার

সহপাঠিনীগণ, আপনাদের ভূতপূর্ব্ব একটি সতীর্থের এমন সুখ দেখে নিশ্চয়ই আপনারা খুসি হয়েছেন !

মেয়েরা। হাঁ, হাঁ, অঞ্জনা, আমরা সকলেই খুব খুসি হয়েছি।

অবিনাশ। আপনারা অনুগ্রহ ক'রে যদি আমাদের নূতন ঘরকন্না এসে একদিন দেখে যান—(মেয়েরা সকলেই আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল) তাহলে আমি খুব খুসি হব। আপনারা সেখানে যদি আমার আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ ক'রে আনন্দিত হতে পারেন তাহলেই আমার নাম—

মেয়েরা। (হাসিয়া তার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) বিজনবালা।

টঙ্কারাম। (গিরীশকে খোঁচা দিয়া) মানকরের।

